উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৯,৪০৮.৫০ (+৮৫৫.৩০)

নিফটি : ২৪,১২৫.৫৫ (+২৭৩.৯০)

উন্নয়নের প্রশংসা জিন্দালের

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা শিল্পপতি সজ্জন জিন্দালের মুখে। সোমবার শালবনিতে দাঁড়িয়ে শিল্পপতি বলেন, 'গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত।' ৫

হাসপাতালে রাজ্যপাল

বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লকেজ ধরা পড়েছে। আলিপুরের সেনা হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩২°	২৩°	৩২°	২৪°	৩২°	২২°

ইস্টারের পরদিনই প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ৭

৮ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 April 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 332

বাগ্রাকোটের চা বাগান ছাড়িয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি। নির্জন, নিরিবিলি। এই পথে একসময় 'গেয়ে বেড়াত' পাখিদের দল। উড়ে বেড়াত রংবেরংয়ের প্রজাপতি। আর কোথায় সেই দিন! লুপ পুলের ভিড়ে আর গাড়ির গতিতে ওরা যে হারিয়ে গিয়েছে সেই কবে।

আর ওড়ে না প্রজাপতি, আর ডাকে না বুলবুল

অনুপ সাহা

চুইখিম, ২১ এপ্রিল : উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কাটার ফলে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি মুখ ফিরিয়েছে চুইখিম থেকে। মাত্র ৬ বছর আগেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় চুইখিম নামে যে পাহাড়ি নিরিবিলি গ্রামটি ছিল প্রায় ১২৫ প্রজাতির পাখির নিরাপদ আস্তানা, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে ইট-পাথর-সিমেন্টের জঙ্গলে।

নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক নির্মাণের ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কালিম্পং পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে চুইখিম-বরবট-নিমবংয়ের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। ভঙ্গুর পাহাড় ও হাজার হাজার গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় লুপ পুল সহ দুই লেনের মসৃণ পিচঢাকা সড়ক। আঁকাবাকা পথে যানবাহনের সংখ্যা ও গতি দুই-ই বেড়েছে। উন্নয়নের এহেন স্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি পক্ষীকুলের। একসময় যে পাহাড়ি গ্রামটি বার্ড ওয়াচারদের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাতিলাভ করেছিল, সেখানে এখন রংবেরংয়ের পাখিদের দেখা মেলাই ভার।

অজয় গুরুং নামে চুইখিমের একজন বার্ড ওয়াচার বলেন, 'কয়েক বছর আগে এখানে হিমালয়ান বুলবুল, ক্রিমসন সানবার্ড, ব্লু হুইসলিং থ্রাশ, গোল্ডেন ব্যাবলার, গ্রেট হর্নবিল সহ আরও অসংখ্য প্রজাতির বহু পাখির দেখা মিলত। পাখিদের টানেই এখানে ছুটে আসতেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বার্ড ওয়াচাররা। কিন্তু ইদানীং পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে চুইখিম সহ এই প্রান্তে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সড়ক নির্মাণের জন্য যেভাবে হাজার হাজার গাছ, লতা, গুল্ম কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে শুধুমাত্র পাখিরাই নয়, বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী বহু ধরনের কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির সংখ্যাও ব্যাপকহারে কমে গিয়েছে চুইখিম থেকে। ফ্লাই ক্যাচার, লাফিং থ্রাশ, রেড হেডেড ট্রোগন, নাটহ্যাচ সহ মোট ১২৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল চুইখিমে।' এখন তারা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে বলে অনিমেষের দাবি।

উন্নয়নের লুপ পুলে হারিয়ে গিয়েছে চেনা জঙ্গল।

একই বক্তব্য আরেক বার্ড ওয়াচার ডাঃ কৌস্তভ ভৌমিকেরও। একসময় চুইখিমে নিয়মিত দেখা যেত হোয়াইট ক্যাপড রেডস্টার্ট, লিফ বার্ড, ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই, কালিজ ফিজ্যান্ট ও বিভিন্ন ধরনের কাঠঠোকরা। তাদের তালিকা তুলে ধরে কৌস্তভবাবু বলেন, 'গত দু-তিন বছরে এই পাখিদের একেবারেই দেখা মেলেনি চুইখিমে।'

অন্যদিকে, পাখিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির প্রজাপতিরও অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে চুইখিমে। গত ১৮ বছর ধরে চুইখিমে প্রজাপতিদের টানে বারবার ছুটে এসেছেন কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রিনা সিং। এদিন তিনি বলেন, 'সাধারণত জঙ্গলের চরিত্র কেমন তা বোঝাতে প্রজাপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে যত বেশি সংখ্যায় ও প্রজাতির প্রজাপতির দেখা পাওয়া যায়, সেই জঙ্গল ততটাই ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সড়ক তৈরির কাজে হাজার হাজার গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার ফলে প্রজাপতিদের নেকটার প্ল্যান্ট (খাবারের জন্য) এবং হোস্ট প্ল্যান্ট (ডিম পাড়ার জন্য) সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কারণে প্রজাপতির ৩০-৪০টি প্রজন্ম হারিয়ে গিয়েছে। প্যারিস পিকক, গর্গনের মতো বিরল প্রজাতির প্রজাপতির পাশাপাশি টিংশেল, পানচ, গ্রিন ফ্ল্যাশ নামে প্রজাপতিকুলের কোনও অস্তিত্ব গত দু'বছরে খুঁজে পাওয়া যায়নি চুইখিমে।

চুইখিমে পাখি ও প্রজাপতিদের অস্তিত্ব সংকটের কথা মানছেন বনকর্তারাও। কালিম্পং বন বিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

দিল্লির সব কমিশনের বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

আশিস ঘোষ

বেশ কিছু ব্যাপারে কীসের পর কী হবে তা এখন এ রাজ্যের মানুষের কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছে। এখানে কোনও একটা বড় কিছু ঘটবে আর তারপর যা যা হবে সব আমাদের মুখস্থ। প্রথমে বিরোধী নেতারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। পুলিশ মাঝপথে তাঁদের আটকাবে। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়বেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হবে। তারপর হাইকোর্টে গিয়ে পারমিশন নিয়ে সেখানে যাবেন এবং অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইবেন। নিদেনপক্ষে ৩৫৫। তা নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ হবে, আইন অমান্য হবে। এর পরের ধাপ রাজভবন। রাজ্যপাল বিবৃতি দেবেন, সাংবাদিক বৈঠক করবেন। অতঃপর তিনিও ঘটনাস্থলে রওনা দেবেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী কী বলবেন, তাও এতদিনে সব্বার জানা। নানারকম নরম হুমকি, গরম বুলি। 'শেষ দেখে ছাড়ব' গোছের হুংকার।

এ পর্যন্ত এখানকার ব্যাপার। এরপর দিল্লি থেকে একে একে আসবে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন। তারপর মহিলা কমিশন। এরপর প্রয়োজনে তপশিলি জাতি উপজাতি কমিশন। তাঁরা ঘুরে দেখবেন। উপদ্রুত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের সামনে নানারকম বিবৃতি দেবেন। সে সব ভাষ্য এত পরিচিত যে তাঁরা কী কী বলবেন তাও রাজ্যবাসী আগাম বলে দিতে পারেন। মনে পড়ে সন্দেশখালির কথা? ঘরে ঘরে মা-বোনেদের ঢালাও ধর্ষণের নানা কাহিনী। তখন লোকসভার ভোট দোরগোড়ায়। চতুর্দিকে গেল গেল রব। সেইসঙ্গে শেখ শাহজাহানের নানা কীর্তির ফলাও খবর। ইডি, সিবিআইয়ের দৌড়ঝাঁপ।

সেবারও নয়াদিল্লি থেকে এসেছিল মহিলা কমিশন। তার নেতৃত্বে ছিলেন রেখা শর্মা। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করেছিলেন রাজভবনে বসে। বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। কে এই রেখা শর্মা তা জানিয়ে রাখা যাক। *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

পুলিশের জালে মাদকের মক্ষীরানি

জয়গাঁ, ২১ এপ্রিল : এ যেন গোয়েন্দা গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও রহস্যময় চরিত্র। বছর পাঁচেক আগে কোচবিহার থেকে জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিল এক মহিলা। নাম আজিমা খাতুন। এলাকাবাসীর সঙ্গে তার খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। তবে বাড়িতে নাবালক ও ১৮-১৯ বছর বয়সি তরুণদের আনাগোনা লেগেই থাকত। তাদের কেউ তাকে ডাকত মাসি বলে, কেউ ডাকত কাকি। মাসের মধ্যে ১৫ দিনই নাকি সেই মহিলার ঘরের দরজায় তালা ঝুলতে দেখতেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার রাতে জয়গাঁ থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকের কারবার চালানোর দায়ে। অভিযোগ, সেই ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে মাদকের ব্যবসা চালাত সে। সেইসঙ্গে জয়গাঁ শহরে মাদক কারবারে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

এই ঘটনা নিয়ে সোমবার জয়গাঁ থানায় এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে বলেন, 'পুলিশ জয়গাঁকে নেশামুক্ত করবেই। এই মহিলা আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে বলে আমাদের অনুমান। নেশার কারবারের একেবারে মাথা অবধি পৌঁছাতে চাইছি আমরা।'

আজিমা নামের সেই মহিলা মাঝেমধ্যেই কোথায় যেত, কী করত, তা জানতেন না কেউই। তার ঘরে অল্পবয়সিদের আনাগোনা দেখে এতদিন ঘুণাক্ষরেও স্থানীয়দের কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। ছোটদের স্নেহের চোখে দ্যাখে, এমনটাই মনে করতেন প্রতিবেশীরা। তবে সন্দেহ বাড়তে থাকে সপ্তাহখানেক আগেকার একটি ঘটনা থেকে।

এরপর দশের পাতায়

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য কারা, হল না জানা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কথা রাখল না স্কুল সার্ভিস কমিশন। শিক্ষা দপ্তরের আশ্বাস কাজে এল না। যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা শেষপর্যন্ত দিল না কমিশন। দেওয়ার আশ্বাস পর্যন্ত দেয়নি সোমবার রাত পর্যন্ত। অথচ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ওই তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু মাত্র প্রথম তিনটে কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশের খবর ছড়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর থেকে।

বেঁকে বসেন চাকরিচ্যুত হাজার হাজার শিক্ষক। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষকরা দপ্তরের সামনে অপেক্ষায় থাকলেও আশায় জল ঢেলে দিল কমিশন। উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি হয়। তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে রাখার হুঁশিয়ারি দিলেও তাঁদের অধিকাংশ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

সোমবার রাতে হৃদয়বিদারক ছবি চোখে পড়ল আচার্য ভবনের সামনে। কেউ কাঁদছেন, কেউ আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, কারও চিন্তায় মাথায় হাত। যদিও সকলে একজোট, যতক্ষণ না যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হচ্ছে, ততক্ষণ কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ভিতরেই আটকে রাখা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিও ওঠে।

সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। এক শিক্ষিকা বললেন, 'আমরা আর কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের নিয়ে কী করতে চলেছে ওরা!' চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দিলেন আরেক শিক্ষক। তাঁর কথায়, 'এরা চোর। এদের কথা বিশ্বাস করে ভুল করেছি।' তাঁদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করার দাবিও মানা হয়নি।

এই শিক্ষকদের নিয়োগে মোট ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল। তার মধ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্য ৭টি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ৫টি। সেক্ষেত্রে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈধতা দিতে চাওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কয়েক হাজার শিক্ষকের। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্যদের মিশিয়ে ইচ্ছাকৃত গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

স্কুল সার্ভিস কমিশন ও শিক্ষা দপ্তরের এদিনই চাপ বেড়েছে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ

এরপর দশের পাতায়

আচার্য সদন অভিযানে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সোমবার। -আবির চৌধুরী

রাতেও বিক্ষোভ

- যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা দেওয়ার কথা ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের
- সন্ধ্যা ৬টার ডেডলাইন পেরোলেও তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে
- উত্তেজিত শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে কমিশনের দপ্তর আচার্য সদনে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি
- রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি

স্কুলে ধর্ষিতা অষ্টমের পড়ুয়া

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২১ এপ্রিল : মেয়ে ভালো করে কথা বলতে পারে না। বাড়ির কাছাকাছি জুনিয়ার হাইস্কুলে ভর্তি করালে তাই সুবিধা হবে। এমনটাই ভেবেছিলেন জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা এক কিশোরীর বাবা-মা। আর বাড়ি থেকে মাত্র শ'পাঁচেক মিটার দূরে, সেই স্কুল চত্বরেই থাকা একটি প্রাথমিক স্কুলের শৌচাগারে টেনে নিয়ে গিয়ে অষ্টম শ্রেণির সেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত প্রতিবেশীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতও নাবালক। আর সেও ওই স্কুলেরই পড়ুয়া। ঘটনাটি রবিবারের।

প্রাথমিকের ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বেসরকারি বিএড কলেজ লাগোয়া রয়েছে একটি জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাথমিক স্কুল। একই মাঠে অবস্থিত দুটি স্কুলেরই পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। সমস্যা রয়েছে নিরাপত্তা নিয়েও। সীমানা প্রাচীরের কোনও বালাই নেই। আশপাশে কোনও ঘরবাড়িও নেই। নির্জন জায়গা। তবে সেসবের সুযোগ নিয়ে এধরনের ঘটনা যে ঘটে যাবে, তা ভাবতেই পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বিএড কলেজ লাগোয়া ওই জুনিয়ার হাইস্কুলেরই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত সেই নাবালিকা। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সে বাড়ির সামনে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল। তখনই প্রতিবেশী সেই নাবালক তাকে জোর করে নিয়ে যায় প্রাথমিক স্কুল চত্বরে। সেই স্কুলের শৌচালয়ের মধ্যে ঢুকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তাকে সেখানে ছেড়ে অভিযুক্ত চলে যায়। কিশোরী বাড়ি ফিরে আসে। বাবা-মাকে সব কথা জানায়। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই জটেশ্বর-২ এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রবিবারই জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পেয়ে সোমবার সকালে অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, 'সোমবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা তদন্ত করছি।'

একজন বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে স্কুল চত্বরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার ঘটনায় স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকাবাসী। ওই স্কুল দুটি রাতবিরেতে দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানান, রাত বাড়লেই স্কুলের মাঠে চিৎকার চ্যাঁচামেচি ও হইহুল্লোড় চলে। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত মদ-জুয়ার আসরও চলে বলে অভিযোগ। ওই স্কুলের ভেতরে অষ্টমের পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠতেই স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং সমাজবিরোধীদের আনাগোনার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রঞ্জিত রায় বলেন, 'স্কুলের তালা ভেঙে মাঝে মাঝে সমাজবিরোধীরা ঢুকে পড়ে। শৌচাগারের তালা ভেঙে ফেলে। তবে এধরনের ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত।'

ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে নারাজ। এদিকে, আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অপকর্ম

- বাড়ির ৫০০ মিটারের মধ্যেই মেয়েটির স্কুল
- সেই স্কুল চত্বরেই একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে
- সেই স্কুলের শৌচাগারে এই কাণ্ড ঘটেছে
- কোনও স্কুলেরই সীমানা প্রাচীরের বালাই নেই

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা একলা চলোয় বিশ্বাসী

এডিশন স্পেশাল

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ

সাতের পাতায়

১২৫ কোটির চুক্তিতে সৌরভ

আটের পাতায়

ফালাকাটায় ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন নাবালিকা উদ্ধার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ এপ্রিল : প্রেমের টানে ফালাকাটার এক গ্রাম থেকে পালিয়ে সোজা হায়দরাবাদে চলে গিয়েছিল এক নাবালিকা। কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করেনি তার জন্য কী উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রেমিক। অবশেষে ফালাকাটা পুলিশের চেষ্টায় অন্য জায়গায় পাচারের আগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। আরেক নাবালিকা প্রেমিকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল কলকাতার একটি অন্ধগলিতে। প্রেমের টানে ঘরছাড়া এমন চারজন নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন এক বিবাহিতাও। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে সোমবার হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পরিবারের অভিভাবকরা।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া সহ নানা কারণে প্রেমে পড়েই নাবালিকাদের পালানোর ঘটনা ঘটছে। আবার বিবাহিত মহিলারাও পালাচ্ছেন। সোমবার আমরা এমন ৫ জনকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। তবে এইসব ঘটনা যাতে কমে তার জন্য স্কুল, কলেজ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও আমরা সচেতনতা শিবির শুরু করব।'

ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গত এপ্রিল মাসের ৮, ১০ এবং ১৮ তারিখ চার নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। আবার গত সপ্তাহে এক মহিলা তার দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ জমা পড়ে। গত এপ্রিল মাসেই থানায় নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার, মহিলা পালিয়ে যাওয়ার প্রায় ১২ থেকে ১৫টি অভিযোগ জমা পড়ে।

ফালাকাটা থানার পুলিশ এইসব মামলার তদন্তে নেমে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেয়। নাবালিকা সহ মহিলাদের ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ। আর এতেই মেলে সাফল্য। একজন নাবালিকাকে হায়দরাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। একজনকে কলকাতা এবং বাকিদের কাউকে কোচবিহার, কাউকে জলপাইগুড়ি এবং ২ জনকে ফালাকাটার গোপন জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ নাবালিকা এবং দুই সন্তান সহ এক মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের স্পেশাল কোর্টে তুলে হোমে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ছবি - প্রতীকি

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১৫৫টি নিখোঁজের ডায়েরি হয়েছে থানায়। এর মধ্যে স্কুল-কলেজ ছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে অন্তত ৬৩ জন। বাকি ৯২ জন বিবাহিত মহিলা। এই নাবালিকা এবং কলেজ ছাত্রীরা বেশিরভাগ প্রেমের কারণে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে। আবার কয়েকজন পরে উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রেমে পড়ে পালিয়ে যাওয়া নাবালিকার সংখ্যাই বেশি। অনেককেই ফুসলিয়ে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। যে সব মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন তার পিছনে আবার পরকীয়াই মূল কারণ। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, মহিলারা পালানোর সময় অনেকেই স্বামীর ঘরের গয়না, টাকাপয়সাও নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ সন্তান নিয়ে গেলেও বেশিরভাগ সন্তান রেখেই চলে যাচ্ছেন।

ফালাকাটার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'নাবালিকাদের প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র পাচার, বাল্যবিবাহ, নারী নিগ্রহ রুখতে আমরা লাগাতার প্রচার করছি। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্কুলগুলিকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুপ্রিম বসু বলেন, 'দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলে তবেই অন্য একটি সম্পর্কের খোঁজ করেন মহিলারা। আবার দীর্ঘদিন একই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকতে থাকতেও একঘেয়েমি চলে আসে। সেক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষ উভয়ই নতুন অনুভূতির খোঁজে পরকীয়ায় জড়ান। তবে পরকীয়ার এখন অন্যতম কারণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই সম্পর্কগুলি অবশ্য বেশিদিন টেকে না। এইসব ক্ষেত্রে উভয়ের কাউন্সেলিং করিয়ে স্বাভাবিক পথে আনা সম্ভব।'

সন্ধ্যায় চাপড়ামারিতে চিতাবাঘ দর্শন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রাস্তার মাঝ বরাবর রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ জলপাইগুড়ির পর্যটক গৌরব ঘোষ ও ভাস্কর সরকার ঝালংয়ে বেড়াতে যাওয়ার পথে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। চাপড়ামারির জঙ্গলের রাস্তায় রেলগেটের কিছুটা আগে ওই ঘটনা ঘটে। ওইভাবে যে রাস্তার উপর বুনোটিকে দেখা যাবে তা দুই বন্ধু স্বপ্নেও ভাবেননি। সেই সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাতির গাছের ডাল ভাঙারও শব্দ আসছিল বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। দূর থেকে বিশাল সাইজের চিতাবাঘটিকে দেখেই ভাস্কর গাড়ির গতি কমিয়ে দেন। মোবাইল বের করে সেই দৃশ্যের ভিডিও করেন তাঁরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেও খুব বেশি সময় লাগেনি।

বন দপ্তরের খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চাপড়ামারি হোক কিংবা অন্য জঙ্গল, প্রতিটি জায়গাই হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বরদের মতো জন্তুদের আদি বাসস্থান। তাই এদের আনাগোনা প্রায়ই লেগে থাকে।'

রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাতে চাপড়ামারির রাস্তায়।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি পদে থাকা গৌরবের কথায়, 'চিতাবাঘটির যেন মেজাজই আলাদা ছিল। আমাদের গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তার ডোন্ট কেয়ার ভাব। এই ধরনের দৃশ্যই তো আমাদের ডুয়ার্সের অহংকার।'

চিতাবাঘটিকে দেখে পরে ওই দুজন ঝালং যাওয়াই বাতিল করেন। ফের তাঁরা জলপাইগুড়িতে ফিরে আসেন। গৌরব আরও বলেন, 'এর আগেও লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তাতেও আমরা এরকম দুটি চিতাবাঘকে একসঙ্গে দেখেছিলাম। তবে রবিবার রাতের বুনোটি দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। এদিকে রাস্তায় চিতাবাঘ শুয়ে আছে। তার সঙ্গেই আবার পাশে হাতির গাছের ডাল ভাঙার শব্দও ভেসে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে এলাকাটি তো বুনোদেরই। আমরাই বরং অনুপ্রবেশকারী।'

তাই তিনি সমস্ত চালককে অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন জঙ্গলের রাস্তায় অত্যন্ত ধীরগতিতে গাড়ি চালান।

বক্সায় চারটি হোয়াইট রাম্পড শকুনছানার জন্ম

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্র থেকে বড় সাফল্য পেল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। প্রজননকেন্দ্র থেকে এই প্রথম মুক্ত প্রকৃতির কোলে প্রজনন করে ডিম থেকে শকুনের চারটি বাচ্চা জন্মাল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২২ মাইল এলাকায় গভীর জঙ্গলে একটি বড় গাছের মগডালের বাসায় চারটি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনের ছানা জন্ম নিয়েছে। যদিও ডিম ফুটে বের হওয়ার পরেই একটি ছানার মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি তিনটি শকুনছানা প্রকৃতির মাঝেই বেড়ে উঠছে। দূর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সেগুলির উপর নজরদারি চালাচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন এবিষয়ে বলেন, 'খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে প্রকৃতির কোলে ডিম ফুটে তা থেকে শকুনছানা জন্ম নেওয়া রাজ্য তথা দেশের মধ্যে খুবই বিরল ঘটনা। তাই এটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটা বড় সাফল্য। তিনটে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনছানা গভীর জঙ্গলে রয়েছে। ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে বক্সার রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে মোট ১৭৭টি শকুন রয়েছে। এর মধ্যে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন ১১১টি, স্লেন্ডার বিল্ড ২০টি এবং লংবিল্ড প্রজাতির ৪৬টি শকুন রয়েছে। অপূর্ব আরও জানান, শেষ অর্থবর্ষে এই প্রথম ওই চারটি শকুন প্রকৃতির মধ্যে জন্মেছে। ৯০-এর দশকে ডাইকোফ্লেনাক সহ আরও কয়েকটি ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করায় গবাদিপশুর মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহে বিষক্রিয়া ঘটে। সেই মাংস খাওয়ার ফলে শকুনের দেহেও ওই বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ফলে পরিবেশ থেকে শকুন নিশ্চিহ্ন

বক্সার আকাশে উড়ছে শকুন।

হতে শুরু করে। এরপর শকুন প্রায় হারিয়ে যায়। তারপরেই কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে শকুন সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। শকুনের সংখ্যা বাড়াতে রাজাভাতখাওয়ায় একটি প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়। ২০০৬ সাল থেকে কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল।

২০১৯-'২০ সাল থেকে এই প্রজননকেন্দ্রের শকুন প্রকৃতিতে ছাড়া শুরু হয়। ২০২৩-'২৪ সালে ৩১টি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন বক্সার প্রকৃতির কোলে ছাড়া হয়। প্রকৃতির পাশাপাশি গত অর্থবর্ষে এই প্রজননকেন্দ্রের খাঁচার ভিতরেও ডিম ফুটে আরও ১১টি শকুনছানা জন্ম নিয়েছে। প্রকৃতিতে ছাড়া সমস্ত শকুনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে স্যাটেলাইট রেডিও কলার লাগিয়ে দিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

আজ টিভিতে

কেমন কাটবে রাইয়ের আগামী দিন? **মিঠি ঝোরা** রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.০০ জীবন যুদ্ধ, ১২.৩০ মিনি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আপন পর, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.১৫ প্রতিকার, সন্ধে ৭.১৫ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.১৫ রণক্ষেত্র, ১.০০ দেবদূত
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.০৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারণ কবি মুকুন্দদাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪০ রক্ষা বন্ধন, ২.৫৮ বিজয় : দ্য মাস্টার, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ওয়ারিয়র, ১১.৩০ পাওয়ার প্লে
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.৫৩ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৪০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৬.১৯ ডেয়ারিং রাখওয়ালা, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১১.০৬ রিটার্ন অফ রাজু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ রাজি, বিকেল ৩.২৭ তুফান, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ কহানি-টু
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৩.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ৫.১৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, সন্ধে ৬.৪৫ স্পাইডার ম্যান, রাত ৮.৪৫ রকি, ১০.৪০ চাইল্ডস প্লে

বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
রাত ১০.০৫ **জলসা মুভিজ**

গল্লি বয় রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য বুক অফ লাইফ
বিকেল ৪.২৯ **রমেডি নাউ**

জীবন যুদ্ধ রাত ১০.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

বেড়ে গেল পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নম্বর

শিক্ষকের অভাবে দুর্দশা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২১ এপ্রিল : কোর্টের নির্দেশের পরও চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকরা স্কুলে আসছেন না। এরই মাঝে স্কুলের তিনটি সামেটিভ পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে পর্ষদ। এতে চাপ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। পাঠক্রম পরিবর্তন না হলেও নম্বর বাড়ায় বাড়ছে প্রশ্ন সংখ্যা। এর জন্য বাড়াতে হবে ক্লাসের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি বাতিলের জেরে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কমায় কীভাবে ক্লাসের সংখ্যা বাড়বে, তা নিয়ে দিশেহারা স্কুলগুলি।

আগে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ পরীক্ষা হত যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ৫০ নম্বরের। অর্থাৎ মোট ৭৫ নম্বরের। সেখানে বর্তমানে নতুন নম্বর বিভাজনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৫০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ যথাক্রমে ১৫, ২৫ ও ৭০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১১০ নম্বরের হত, এখন সেখানে ৩০, ৫০ ও ৭০ নম্বর অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে। এই সার্বিক প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শিক্ষাবর্ষে তার আচরণগত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে বিগত কোনও সামেটিভে কোনও দুর্বলতা থাকলে তা নির্ণয় করে সেই দুর্বলতা কতটা কাটিয়ে ওঠা গেল, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

এই নির্দেশিকার পরই চাপ বেড়ে গিয়েছে স্কুলগুলির। তার ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাতিল। সিলেবাস শেষ হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্লাস কতটা হবে তা নিয়ে পড়ুয়াদের মতোই অভিভাবকরাও চিন্তিত। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দেবনাথের কথায়, 'সারা বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ভোটের জন্য দীর্ঘ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। বাকি সময়ে যতটুকু ক্লাস হয় তাতে সিলেবাস শেষ হয়ে ওঠে না। তার ওপর এবছর থেকে প্রতিটি সামেটিভে নম্বর বেড়ে যাওয়ায় আরও বেশি প্রশ্ন থাকছে। তার জন্য বেশি ক্লাসের প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে স্যরদের মুখে চাকরি বাতিলের খবর শুনছি, তাতে সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' একই বক্তব্য এক অভিভাবক রমা রায়েরও।

পর্ষদের নতুন নির্দেশে চিন্তায় পড়েছে দিনহাটা মহকুমার স্কুলগুলিও। যেমন নয়ারহাট হাইস্কুলে পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক থাকার কথা ছিল ৫০ জন। সেখানে ৩০ জন শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছিল। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সাতজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ২৭। প্রধান শিক্ষক তাপস সরকার বলেন, 'সামেটিভে নম্বর বাড়ায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াটাই স্বাভাবিক। ফলে আরও বেশি ক্লাস প্রয়োজন। শিক্ষক সংকটের জেরে সেই ক্লাস করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

একই সমস্যায় ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুলও। তাদের পাঁচজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব বলেন, 'শিক্ষক সংকটে সমস্যা তো কিছুটা হবেই। বিশেষ করে এবছর সার্বিক প্রগতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা বাড়বে।'

এদিকে, নতুন নম্বর বিভাজন ব্যবস্থায় শিক্ষকের সংকট যে সমস্যা তৈরি করবে তা মেনে নিয়েছেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জয়ন্ত অধিকারী। তাঁর কথায়, 'চাকরি বাতিলের জেরে বেশ কয়েকটি স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে সমস্যা কিছুটা হবে। তবে আইনি জটিলতা কাটলে সমাধান হতে পারে।'

নতুন সমস্যা

- আগে পঞ্চম শ্রেণির তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হত মোট ৭৫ নম্বরের, এখন থেকে হবে মোট ১০০-তে
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন মোট ১১০ নম্বরের। এখন ১৫০ নম্বরের হবে
- সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে

নীলগাই উদ্ধার

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ২১ এপ্রিল : ঘোষপুকুরের কাছে মতিধর চা বাগানে রবিবার একটি পূর্ণবয়স্ক নীলগাইয়ের দেখা মেলে। ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করতে গেলে অসফল হন। সোমবার সকালে ফের ওই নীলগাইয়ের দেখা মেলে চা বাগানে। দুপুরের দিকে নীলগাইটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে সেটিকে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা রেঞ্জের ফুটহিল বনাঞ্চলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা। ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'আমাদের অনুমান নীলগাইটি নেপাল থেকে এসেছে।'

পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকের ছায়া উত্তরে

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রোমান ক্যাথোলিকদের শীর্ষ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। সোমবার ভ্যাটিকান সিটি থেকে পোপের প্রয়াণের নিশ্চিত খবর পৌঁছানো মাত্রই উত্তরের নানা জেলার চার্চগুলিতে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় বাইবেল পাঠের আয়োজন করা হয়। যিশুর চরণে পোপের ছবি রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন চার্চে সমবেত হওয়া প্রত্যেকেই। মোমবাতিও জ্বালানো হয় চার্চগুলিতে।

জলপাইগুড়ির ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালের বিশপ ক্লেমেন্ট তিরকির ভিকার জেনারেল বা সহকারী ফাদার দয়া কিশোর বারোয়া বলেন, 'প্রভু যাতে আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারার শক্তি প্রদান করেন, সেই প্রার্থনাই তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।' ১ মে ওই মহাচার্চের বিশপ পদে অভিষেক হতে চলেছেন ফাদার ফেবিয়ান টোপ্পোর। তিনিও এদিন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নাগরাকাটার চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চের ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার পর পোপের স্মৃতিতে মঙ্গলবারও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।' মালবাজারের চার্চ আওয়ার লেডি অফ রোজারির প্রবীণ সদস্য তেজকুমার টোপ্পোর কথায়, 'পোপের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।' নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশনের সভাপতি সন্তোষ গুরুং বলেন, 'এ আমাদের চরম দুঃখের মুহূর্ত।' পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন লাতিন আমেরিকান। এরপর নয়া পোপ এশিয়া থেকে কেউ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত, রাঁচি, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো কোনও স্থানের কার্ডিনালদের কেউ ওই সর্বোচ্চ আসনে আসবেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকে।

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন
উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

Kendriya Vidyalaya Gc Crpf Siliguri
It is hereby informed that some vacancies are available in OBC (NCL) Category for class-1 for session (2025-26). The registration form can be downloaded from Vidyalaya website https:// crpfsiliguri.kvs.ac.in/ Parents may submit registration form along with all supporting documents. Last date to submit the Registration form is 25/04/2025, 1:40 PM. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.**
PRINCIPAL

NOTICE
State of West Bengal
VS
Dhiren Chandra Dutta
This is for information that first Appeal No 23 of 2024 filed before the Hon'ble Circuit Bench Jalpaiguri challenging the decree and Judgment dated 17.08.2009 passed by the Additional District & Session Judge, District Court Darjeeling in respect of Misc. case 61/95. Accordingly several notices were issued but no one appeared on behalf of opposite party. This matter is running since long and the same is pending before the Jalpaiguri Circuit Bench, High Court Calcutta. So kindly ensure the presence on behalf of decree holder and respondent.
Ram Chandra Guichait
Advocate High Court,
Calcutta.

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ

ট্রেন নং- **04094** আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৪-০৪-২০২৫ থেকে ১০-০৭-২০২৫ পর্যন্ত - ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং- **04093** যোগবাণী থেকে ২৬-০৪-২০২৫ থেকে ১২-০৭-২০২৫ পর্যন্ত - ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	---	২৩.৫৫	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	---	রবি
শুক্র	০৯.০০	০৯.১০	লখনউ	০৭.৩৫	০৭.৪৫	
শনি	০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০	শনি
	০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০	
	০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়ারিয়া	১০.১৮	১০.২০	
	০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৪০	০৯.৫৫	
	০৭.৩০	-	যোগবাণী	------	০৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, উন্নাও জং., সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, বারাণসী জং., আউনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., হাজিপুর জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (পনেরো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআর (দুই) - ২০টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস্‌)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice Inviting Tender (NIT)
ABRIDGED NIT-01 of 2025-2026
Sealed Tender in two bid system is invited for Demolishing two nos. Defunct Structure at RRSS, OAZ, UBKV, Mathurapur, Malda. Last date of submission is 12/05/2025 upto 2.00 p.m. Visit www.ubkv.ac.in for details.
Sd/-
Registrar (Actg.)
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakim Para, Siliguri - 734001
NIet No.- 01-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 1 to 6
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 28.04.2025 (server clock)
Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 7&8
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 05.05.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.
Sd/-
DE, SMP
District Engineer
Siliguri Mahakuma Parishad

NOTICE
Ref: Notice : No.-01/ SRMC/2025-2026, Memo No. 215/SRMC dated 21/04/2025 (2nd Call) on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 25 nos. of Stall at Bhalomanshi Hat of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission of E.O.I : 13.05.2025 up to 2:00 P.M.
Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্‌ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়
শিশাবাড়ি সরুগাঁও (জটেশ্বর থেকে 2 Km পশ্চিমে দূরত্ব) 7.5 বিঘা রেকর্ডেড ধানিজমি বিক্রয় হইবে। M : 7063082033. (C/116069)

কিডনি চাই
মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছর বয়স্ক সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800745510.(C/116185)

কর্মখালি
শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেটিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116069)

কোম্পানিতে কাজ করার জন্য 10 জন ছেলে চাই, বেতন 11,000/- ও সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন 12,500/-। (M) :- 97755 39686. (C/116070)

Black & Biege Bistro requires Manager, Coock, Helpers for a Siliguri based Cafe near Don Bosco More, PBR Tower. Call : 8240125779, 9123601543. (C/116070)

অ্যাফিডেভিট
আমার পাসপোর্ট নং M 8746513 নাম ভুল থাকায় গত 25-03-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ratan Chandra Ray এবং Ratan Chandra Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড়রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114691)

I, Kumar Chhetri, S/o. Late Harka Bahadur Chhetri, R/o Deokota Toll, PO & PS: Jaigaon, Dist : Alipurduar, hereby cancel & revoke the mutual agreement executed between myself, my wife & daughter, vide SI. No 24/23, dated 30.05.2023, authenticated before Notary Public, GC Sikder, Alipurduar by executing a new affidavit before the Notary Public, Alipurduar, vide SL No. 368, dated 17.04.2025. (C/115533)

Affidavit
I Mani Kumar Limboo, son of Late Harka Bahadur Limboo, resident of Bagdogra Darjeeling. I declare that my wife Smt. Tara Limboo her DOB is 20.10.1990 as per affidavit No.939 date- 07.03.2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st class 2nd i.e court at Siliguri. That DOB of my wife Tara Limboo has been wrongly recorded in my service book/document, pension documents & my aforesaid P.P.O as 20.10. 1989 in place of 20.10.1990. (C/116186)

Wanted Teacher
Wanted Teacher for Fine Arts, Qualification- Master's Degree in Fine arts (Drawing/Painting), Fluency in English & Hindi is must, apply with C.V along with copies of Testimonials in PDF format to the below mention email id within 4 days
hbv_slg@yahoo.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শারীরিক কারণে বেশকিছু অর্থ ব্যয় হবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** রাজনৈতিক নেতারা বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। **কর্কট :** নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ নিতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কন্যা :** নতুন কোনও জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। **তুলা :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। **বৃশ্চিক :** পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আজ আলোচনা। নতুন চাকরির সুযোগ। **ধনু :** পথে চলতে সাবধান থাকুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মকর :** প্রেমের সম্পর্কে মান অভিমানের পালা চলবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **কুম্ভ :** সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **মীন :** পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল, ২০২৫, ৮ বহাগ, সংবৎ ৯ বৈশাখ বদি, ২৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৫।৫৭। মঙ্গলবার, নবমী দিবা ১।০। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৪। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।৫। গরকরণ দিবা ১।০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৫০ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১২।২২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৮।৪৭ গতে ৯।৫০ মধ্যে বৃশ্চিকলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৫৬ গতে ১২।২২ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর সপিণ্ডন। বসুন্ধরা দিবস। বিশ্ব দিবস (২২ এপ্রিল)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩। ২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পার্শ্বশিক্ষকদের কর্মবিরতি, গোদের ওপর বিষফোড়া

আন্দোলনে সংকটে স্কুল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : সোমবার দুপুর ১টা। এমনিতে তো তখন সব স্কুলেই জোরকদমে পঠনপাঠন চলার কথা। তবে আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলে গিয়ে দেখা গেল অন্যরকম ছবি। ক্লাসরুমের ভেতরে নয়, বাইরেই যেন পড়ুয়াদের 'অ্যাটেনডেন্স' বেশি। পড়ুয়ারা বারান্দায় ছোটাছুটি করছে। স্কুলের অপর প্রান্তে পড়ুয়াদের দল আবার মাঠে ফুটবল খেলা দেখছে। কেন এমন অবস্থা? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিক্ষক সংকটই এর মূল কারণ। শ্রেণিকক্ষে তো শিক্ষকই নেই? পড়ুয়াদের দেখভাল করবে কে?

এসএসসি'তে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এমনিতে গোটা রাজ্যজুড়েই এখন টালমাটাল পরিস্থিতি। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন স্কুলে একাধিক শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যাঁরা অযোগ্য নয়, তাঁরা কাজে যোগদান করতে পারবেন। কিন্তু চাকরিহারা শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন না। সেই শিক্ষক সংকট আরও বাড়িয়েছে পার্শ্বশিক্ষকদের আন্দোলন। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন পার্শ্বশিক্ষকরা। ফলে জেলার স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন চালানো কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে।

ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলের সেই পড়ুয়াদের অবশ্য খানিকক্ষণ পরে ক্লাসরুমে ফিরে যেতে দেখা গেল। তবে পড়ুয়াদের সামলাতে শিক্ষকরা তো হিমশিম খাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে আটজন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। আর এই স্কুল থেকে চাকরি গিয়েছে ৩ জন শিক্ষকের। একসঙ্গে এতজন শিক্ষকের ঘাটতি কর্তৃপক্ষ মেটাবে কী করে? ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অনিলচন্দ্র রায় বলেন, 'এমনিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। তার উপর পার্শ্বশিক্ষকরা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিলে তো সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।'

শিক্ষক না থাকায় ক্লাসরুমের বাইরে পড়ুয়ারা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> এমনিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। তার ওপর পার্শ্বশিক্ষকরা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিলে তো সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।
>
> **অনিলচন্দ্র রায়,** ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
> ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল

এই সমস্যা কিন্তু কেবল ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলের নয়। আলিপুরদুয়ার শহর সহ জেলার বহু স্কুলেই পঠনপাঠনের দায়িত্ব অনেকটাই সামলান পার্শ্বশিক্ষকরা। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে যেমন ৪ জন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। বালিকা শিক্ষা মন্দিরে ১ জন ও দেওগাঁও হাইস্কুলে ৬ জন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন তাঁরা। আবার বালিকা শিক্ষা মন্দিরে ৫ জন চাকরি হারিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের ৪ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। তাঁরাও তো কেউ স্কুলে আসছেন না। সমস্যায় পড়েছে সব স্কুলই।

পার্শ্বশিক্ষকরা এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন কেন? পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চের তরফে সিরাজুল হক বলেন, 'পার্শ্বশিক্ষকরা ন্যূনতম বেতনে স্কুলের সবরকম কাজ করে চলছেন। তাই বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার থেকে চারদিন কর্ম বিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে।'

এদিন জেলার অধিকাংশ স্কুলেই পার্শ্বশিক্ষকরা আসেননি। কোথাও কোথাও এলেও ক্লাস নেননি। কেউ কেউ আবার আগে থেকেই ছুটি নিয়ে বসে রয়েছেন। এদিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন কেউ কেউ স্কুলে গেলেও মঙ্গলবার থেকে নাকি কোনও পার্শ্বশিক্ষকই স্কুলে যাবেন না। ফলে যে সব স্কুলে বেশি সংখ্যক পার্শ্বশিক্ষক রয়েছে, তাদের সমস্যা আরও বেশি ।

দেওগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক বর্মন আবার ফালাকাটার বিধায়কও। তিনি বলেন, 'আমাদের স্কুলে ৬ জন পার্শ্বশিক্ষক তো কয়েকদিন আগে একই দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছিলেন। ফের একই রকমভাবে কর্মবিরতিতে সমস্যা চরমে উঠেছে।'

কালচিনি ব্লকে 'বৈশাগু' উৎসব পালন

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : সোমবার মেচ-বোড়ো সম্প্রদায়ের নববর্ষ উপলক্ষ্যে বৈশাগু উৎসব পালিত হল কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামের ফুটবল ময়দানে। উৎসবের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ দুলারাই মেচ-বোড়ো সমাজ। এদিন মেচ-বোড়ো সম্প্রদায় ছাড়াও রাভা, গারো, টোটো, শেরপা সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে শামিল হন। প্রত্যেকে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে উৎসবে শামিল হন। বিভিন্ন জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। লোকনৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। আয়োজক কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা আদিবাসী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ডের সদস্য বিনয় নার্জিনারি বলেন, 'সমস্ত ধর্মের মানুষ এদিন একসঙ্গে মিলিত হয়ে বৈশাগু উৎসব পালন করেছেন।'

নববর্ষ বরণ।। *কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামে বৈশাগু উৎসবে লোকনৃত্য। সোমবার। ছবি : সমীর দাস*

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

শামুকতলা, ২১ এপ্রিল : প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময়ে সঠিক দিশা না পেয়ে ভবিষ্যতে পেশাগত জীবনে পিছিয়ে পড়ছে। সোমবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চেপানি হাইস্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং উপলক্ষ্যে শিবির আয়োজিত হয়। সেখানে পড়ুয়াদের মধ্যে ধারণা তৈরি করা হয়, ভবিষ্যতে ওরা কীভাবে পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারে। ওই শিবিরের আয়োজক ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এডুকেশন ও ট্রেনিং বিভাগের শামুকতলা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার।

এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠরত ২০০ জন ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশ নেয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এডুকেশন ও ট্রেনিং ডিভিশনের আধিকারিক অতনু উপাধ্যায় শিবিরে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের জানান, কম্পিউটার সম্পর্কিত নানা কোর্স করলে কাজের জগতে কী কী সুযোগ আছে। শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'এমনভাবে কেরিয়ার গড়তে হবে যাতে দেশের কল্যাণ হয়। সর্বাগ্রে সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।' সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক তমোঘ্ন সেনগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে জানান, কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করে নানা ক্ষেত্রে কীভাবে সাফল্য লাভ করা যায়।

এছাড়া চেপানি উচ্চবিদ্যালয়ের (উচ্চমাধ্যমিক) প্রধান শিক্ষক সুব্রত তালুকদার বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন। কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার অভিজিৎ ভৌমিক, চেপানি হাইস্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক সুব্রত সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিবিরে বক্তব্য রাখেন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ২১ এপ্রিল : এন্ডিবাড়ি পোদ্দারপাড়া থেকে সোমবার দুপুরে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল। মৃতের নাম নীরেন দাস (৪৫)। নিজের বাড়ির পিছনের কাঁঠাল গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে ঝুলে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই ব্যক্তি বাড়িতে একাই থাকতেন। মানসিক অবসাদেই তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা। ৬-৭ বছর আগেও একবার তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেযাত্রায় অনেকে দেখে ফেলায় প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

লাগাতার হাতির হানায় বাড়ছে উদ্বেগ

দিনভর পাহারায় পুলিশ ও বনকর্মীরা

সমীর দাস

কালচিনি, ২১ এপ্রিল : দিন দুই আগে ভোরে কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের শ্রমিক লাইনে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল একটি হাতি। তার ঠিক দু'দিন পরে সোমবার গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের কাছে রায়মাটাং চা বাগান এলাকায় চলে আসে হাতির পাল। খবর পেয়ে পানা মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা হাতি তাড়াতে পৌঁছে যান বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানা রেঞ্জে। সাধারণ মানুষ ও বাগান শ্রমিকরা যাতে হাতির হামলার মুখে না পড়েন সেজন্য সেখানে পৌঁছায় কালচিনি থানার পুলিশও। বনকর্মী ও পুলিশ এলাকা ঘিরে রাখায় হাতির পাল চা বাগানের শ্রমিক লাইনে ঢুকতে পারেনি।

তবে দিনভর হাতির দলটি চা বাগানের শ্রমিক লাইনের খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিক কলোনিতে দলটি ঢুকতে না পারায় এদিন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বন দপ্তর সূত্রের খবর, সন্ধ্যায় হাতির দলটি জঙ্গলে ফিরে গেলে বনকর্মীরা ওই এলাকায় টহলদারি চালিয়েছেন।

এবিষয়ে পানা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার যোজনা থাপা বলেন, 'হাতির পালটি সন্ধ্যার জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। শ্রমিক মহল্লায় যাতে কোনওরকম বিপত্তি না ঘটে সেজন্য দিনভর বনকর্মীরা সেখানে পাহারায় ছিলেন।' বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়মাটাং চা বাগানের খুব কাছে রয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রায়মাটাং বিটের জঙ্গল। বাগানের নীচ লাইন পার করে কিছুটা এলাকা ফাঁকা রয়েছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতির দলটি ওই ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত চলে আসে। ছোট ও বড় মিলিয়ে হাতির দলটিতে ৮টি হাতি ছিল। এদিকে খবর পেয়ে, সময়মতো বনকর্মীরা পৌঁছে যাওয়ায় ফাঁকা জায়গা পার করে আর শ্রমিক কলোনিতে ঢুকতে পারেনি দলটি। তবে বাগানের খুব কাছে হাতির দলটি চলে আসায় দিনভর শ্রমিকরা আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন।

কয়েকজন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্য হাতি দেখতে এলে পুলিশ ও বনকর্মীরা তাঁদের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেন। চা বাগান কর্মী কমল কুজুর বলেন, 'বাগানে হাতি, চিতাবাঘ তো মাঝেমধ্যেই ঢুকছে। কিছুদিন আগে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় আমার গাড়িতে হামলা করে একটি চিতাবাঘ। এদিন সময়মতো বনকর্মী ও পুলিশ পৌঁছে যাওয়ায় কোনও ক্ষতি হয়নি।'

> **ঘটনাক্রম**
>
> - রায়মাটাং চা বাগানের নীচ লাইনের ফাঁকা জায়গায় রায়মাটাং বিটের জঙ্গল থেকে হাতির দলটি চলে আসে
> - বনকর্মীরা পৌঁছে যাওয়ায় ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে শ্রমিক কলোনিতে ঢুকতে পারেনি হাতি
> - বাগানের খুব কাছে হাতির দলটি চলে আসায় দিনভর শ্রমিকরা আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন
> - পুলিশ ও বনকর্মীদের কড়া পাহারায় থাকার পর সন্ধ্যায় হাতির দলটি জঙ্গলে ফেরে

ঘটনায় খবর পেয়ে কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করেন। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে বনকর্মীদের পাশাপাশি পুলিশও সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

গত ৩ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কালচিনি ব্লকের মালঙ্গি চা বাগান ও সংলগ্ন বিচ চা বাগানে ১৬টি হাতির পাল ঢুকে পড়েছিল। বন দপ্তরের তরফে সেদিন চা বাগানের পরীক্ষার্থীদের এসকর্ট করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

রায়মাটাং চা বাগানে হাতির দল। সোমবার। - সংবাদচিত্র

ক্ষতিগ্রস্ত সুপারি বাগান।

ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নিয়ে ক্ষোভ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ এপ্রিল : হাতির হানা থেকে রেহাই পেতে ধান, ভুট্টার বিকল্প হিসেবে সুপারি চাষ করছেন অনেকে। তবে রেহাই মেলেনি। মাদারিহাটে বিঘার পর বিঘা সুপারি বাগান নষ্ট করছে বুনোরা। হতাশ বাগান মালিকরা। ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ বাগান মালিকরা।

গত রবিবার রাতে খয়েরবাড়ির হাজিপাড়ায় একপাল হাতির হানায় দেলোয়ার হোসেন, মজিবর রহমানদের মোট ৬০টিরও বেশি সুপারি গাছ ভেঙেছে। সোমবার উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে টাকার পরিমাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্তরা।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, বন্যপ্রাণীর হানায় এক বিঘা জমির ফসল নষ্ট হলে ২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ওই পরিমাণেই আপত্তি ক্ষতিগ্রস্তদের। দেলোয়ার বলেন, 'ক্ষতির তুলনায় ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নামমাত্র। ওই টাকায় কিছুই হয় না। গত বছর সুপারি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নামমাত্র টাকার জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন করিনি।'

মজিবর জানালেন, এক বিঘা সুপারি বাগানের মূল্য সমপরিমাণ অন্য যে কোনও ফসলের মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি। অথচ সুপারি বাগানের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক অন্যান্য ফসলের মূল্যের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে। যা ঠিক নয়। বাগান মালিকদের এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিট অফিসারের বক্তব্য, 'সুপারি বাগানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নির্ধারণের আলাদা মাপকাঠি নেই। নির্দিষ্ট নিয়মমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

হানায় লাটে সুপারি চাষ

উত্তর খয়েরবাড়ি, মধ্য খয়েরবাড়ি, উত্তর ছেকামারি প্রভৃতি গ্রামে বিঘার পর বিঘা সুপারি চাষ হয়। এক বিঘা জমির সুপারি বিক্রি করে বছরে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হতে পারে। পাশাপাশি সুপারি গাছ বহুবর্ষজীবী, ফলন পাওয়া যায় দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু আট থেকে দশ বছর পরিচর্যার পর সুপারি গাছ ফল দিতে শুরু করে। দীর্ঘ সময় ধরে গাছগুলিকে বড় করা হলেও হাতির হানায় মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাভের দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বুনোর হানায় সুপারি বাগান ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের মাপকাঠি অন্য থাকা দরকার বলে চাষিরা দাবি জানাচ্ছেন।

গত শুক্রবার রাতে ইসলামাবাদ গ্রামে প্রচুর ফলন্ত সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতি। ক্ষতিগ্রস্ত বাগান মালিক জানাচ্ছেন, সুপারি চারা রোপণের পর কয়েক বছর ওই জমিতে মিশ্র চাষ করা যায়। তাই অনেকেই সুপারি বাগানে কলা চাষ করেন। রবিবারের হানায় দেলোয়ার, মজিবরদের শতাধিক কলা গাছ উদরস্থ করেছে হাতি। উত্তর ছেকামারির বাসিন্দা বাসুদেব শৈব বললেন, 'আমারও প্রচুর সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতি। অথচ হাতির হানা রুখতে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণও ঠিকঠাক নেই।' তবে মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই অন্যান্য ফসলের মতো সুপারি বাগানের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম ভাঙা সম্ভব নয়।

নিখোঁজ শ্রমিকের দেহ মিলল কালজানিতে

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২১ এপ্রিল : কাজ সেরে কালজানি নদীতে স্বস্তির স্নানে নেমেছিলেন। সেই স্নান জীবনের শেষ স্নান হয়ে থেকে গেল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নাথোয়াটারির বাসিন্দা রতন রায়ের (৩৬)। রবিবার নিজের বাড়ির কাছেই কালজানিতে বালি-পাথর তোলার কাজ সেরে স্নান করতে নেমে রতন তলিয়ে যান। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর সোমবার সকালে দক্ষিণ পাটকাপাড়া এলাকায় কালজানি থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ পাটকাপাড়া থেকে কয়েক কিমি দূরে তাঁর বাড়ি। খবর পেয়ে নাথোয়াটারি থেকে রতনের পরিজনরা দক্ষিণ পাটকাপাড়ায় যান। নাথোয়াটারির বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এমন ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। প্রায় প্রতিদিনই নদীতে রতন বালি-পাথর তোলার কাজে যেতেন। পরিজনদের প্রশ্ন, রতন নিয়মিত নদীতে কাজ করতে যেতেন, নদীর সঙ্গে ভালো পরিচয় তাঁর। তারপরেও কীভাবে নদীর জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হল? এই কাণ্ডের সঙ্গে আরও অন্য ঘটনা জড়িত বলে দাবি তাঁদের।

> মৃত্যুর কারণ আমরা জানতে চাই। রতনের মৃগীরোগ ছিল আগে। সেই রোগেই কি এই ঘটনার কারণ? নাকি অন্য কিছু কারণ রয়েছে জানি না।
>
> **তরুণ রায়,** সদস্য
> চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত

এদিন সকালে ধুনপুন চৌপথি এলাকার কয়েকজন কালজানি নদীতে দেহ ভাসতে দেখেন। নদীর মাঝে দেহ ভাসতে দেখে হইচই কাণ্ড বাধে। স্থানীয়রা খবর দেন আলিপুরদুয়ার থানায়। পুলিশের উপস্থিতিতেই ধুনপুন চৌপথির উলটো দিকে দক্ষিণ পাটকাপাড়ার ঘাটে দেহ উদ্ধার হয়। নদী থেকে উদ্ধারের পর দেহ শনাক্ত করা হয়।

নাথোয়াটারির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তরুণ রায়ের কথায়, 'মৃত্যুর কারণ আমরা জানতে চাই। রতনের মৃগীরোগ ছিল আগে। সেই রোগেই কি এই ঘটনার কারণ? নাকি অন্য কিছু কারণ রয়েছে জানি না।'

পুলিশের উত্তরের অপেক্ষায় রতনের পরিজনরা। দেহ উদ্ধারের পর আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে পুলিশের তরফে কিছু বলা হয়নি। জলে ডুবেই এই মৃত্যু বলে অনুমান। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানালেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তদন্ত চলছে।

রতনের পরিবারে স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে। একমাত্র রোজগেরে রতনের মৃত্যুতে সংসার কীভাবে চলবে সেই শঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

সরগরম কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

গাছ কাটার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২১ এপ্রিল : নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি জমি হোক কিংবা নিজের আবাদি জমি যে কোনও জায়গায় গাছ কাটার আগে বন দপ্তরের অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক। তবে কুমারগ্রামের এন্ডিবাড়িতে এক বিশালাকার ছাতিম গাছ কাটার আগে নাকি সেসব কোনও নিয়মই মানা হয়নি। বন দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের শংসাপত্র ছাড়াই গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নলিত দাস। শুধু তাই নয়, গাছ কাটার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও করা হয়নি। গাছ কাটার দু'সপ্তাহ হয়ে গেলেও ওই এলাকায় নতুন চারা গাছ লাগানোর শর্তও মানা হয়নি বলে অভিযোগ। নলিত দাসের কথায়, 'প্রধানের চেয়ারে বসে রাস্তার পাশে সরকারি জমিতে থাকা গাছ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভেবে খেয়ালখুশিমতো কাটা যায় না। গাছ কেটে নিজেদের লোকের কাছে জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া এবং সেখান থেকে গোপনে সুবিধা ভোগ করাও একধরনের দুর্নীতি।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান সৌভিক দাস। তাঁর সাফাই, 'মরা গাছ কাটা হয়েছে। সেটাও সাধারণ সভার মিটিংয়ে পাশ করিয়ে লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই করা হয়েছে।' ওই এলাকায় ছাতিম গাছটির আশপাশে বেশ কয়েকটি দোকান এবং কমিউনিটি টয়লেট আছে। মরা গাছটি যে কোনও দিন ভেঙে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তাই দোকানদার এবং বাসিন্দারা গাছটি কেটে ফেলার আবেদন জানান। এরপরই জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রধান আরও বলেন, 'সেখানে একটি আধুনিক মানের যাত্রী প্রতীক্ষালয় গড়ার পরিকল্পনাও আছে। পরিবেশ রক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এর আগে রাস্তার পাশে বহু চারাগাছ লাগানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হবে।'

কেটে ফেলার পর বিশালাকার ছাতিম গাছের অংশবিশেষ। - সংবাদচিত্র

পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা ওই ছাতিম গাছের উঁচু ডালে ব্ল্যাক আইবিস, গ্রিন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন সহ জঙ্গলের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বসত। বাসা বেঁধেও থাকত তারা। এভাবে হঠাৎ করে গাছটি কাটায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সদস্য জীবনকৃষ্ণ রায়। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে সোমবার প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন নলিত।

গাছ কাটার 'ছাড়পত্র' নেওয়া হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের কামাখ্যাগুড়ি সাব-ডিভিশন অফিসের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অমিতকুমার টুডু বলেন, 'এন্ডিবাড়িতে পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা ছাতিম গাছ কাটার ব্যাপারে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) চায়নি। এ ব্যাপারে খোঁজ নেব।' একই কথা জানিয়েছে বন দপ্তরের কুমারগ্রাম রেঞ্জ অফিস কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগের প্রতিলিপি পূর্ত দপ্তরের আলিপুরদুয়ার বিভাগে এবং বন দপ্তরের কুমারগ্রাম রেঞ্জ অফিসেও পাঠানো হয়েছে।

ছেলের সাক্ষ্যে মাকে খুনের দায়ে বাবার মৃত্যুদণ্ড

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : বছর দুয়েক আগে চোখের সামনে বাবার হাতে মাকে খুন হতে দেখেছিল সে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই মামলার সে-ও একজন সাক্ষী। সেই ছেলের সাক্ষ্যতেই স্ত্রীকে খুনের দায়ে সুজিত দে ভৌমিককে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা আদালতের তৃতীয় কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় এই সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনার দিন থেকে দুই বছরের মাথায় এই সাজা ঘোষণা হল। মৃতার নাম মিতালি দে ভৌমিক। বাড়ি ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ধরলাগুড়ির সরকারপাড়া এলাকায়। আদালতের এই রায়ে খুশি মিতালির মা, বোন সহ পরিবারের সদস্যরা। সুজিত অবশ্য এদিনও দাবি করেছে, সে নির্দোষ। তার আইনজীবী উদয়শংকর সরকার জানান, মক্কেলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সুজিতের বাড়ি মিতালিদের পাশের পাড়া চারেরবাড়ি ডাঙ্গাপাড়াতেই। ১২ বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক থেকেই মিতালিকে বিয়ে করে সুজিত। বাড়ির লাগোয়া মুদির দোকান ছিল সুজিতের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর ওপর মানসিক অত্যাচার চালাত সুজিত। এক-দু'বার বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে মিতালি সুজিতকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও অত্যাচার থামেনি।

এদিকে মিতালি জানতে পারেন, তাঁর স্বামী নদিয়ার এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। সুজিত যে ফোনে ওই মহিলার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে সেটাও টের পেয়ে যান মিতালি। ২০২৩ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ ঘটনার দিনকয়েক আগেই মারা যান মিতালির বাবা। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্যই সেই সময় বাপের বাড়ি এসেছিলেন মিতালি এবং তাঁর দিদি চৈতালি। সেই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন সুজিত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এক-দু'দিন বাদে ২০ তারিখ সকালে সুজিতকে ওই মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখে ফেলেন মিতালি। দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের আট বছরের পুত্রসন্তান। বচসা চলাকালীন একটি কুড়ুল দিয়ে সুজিত তাঁর স্ত্রীর মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন মিতালির মা কল্পনা সরকার এবং ৮৫ বছরের দিদিমা হিরণবালা সরকার। অভিযোগ, কুড়ুল দিয়ে সেই সময় শাশুড়ি এবং দিদিশাশুড়িকেও আঘাত করে সুজিত। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে এলে চিকিৎসক মিতালিকে মৃত ঘোষণা করেন। কল্পনা এবং হিরণবালা দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

অভিযুক্তকে সাজা ঘোষণার পর আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার।

আদালতের চোখে এটি একটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। সুজিত নিজের পছন্দে মিতালিকে বিয়ে করলেও স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনও ভালোবাসা ছিল না। শুধু তাই নয়, ছেলের সামনে স্ত্রীকে খুন করার পাশাপাশি আরও দুজনকে সে খুনের চেষ্টা করেছিল। যার থেকে পরিষ্কার হয় সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা ঘটিয়েছে।

ঘটনার পর মিতালির দিদি চৈতালি ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে খুন এবং খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন সুজিত। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব বলেন, 'মামলায় অভিযুক্তের ছেলে সহ মোট ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক এদিন অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দিয়েছেন।'

এদিন আদালতের বাইরে বেঞ্চে বসেছিল মিতালির ছেলে। বিচারক যখন সুজিতকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন তখন সে দৃশ্যতই খুশি। মিতালির মা কল্পনা বলেন, 'আদালতের রায়ে মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

নদীভাঙনে ভিটে হারানোর শঙ্কা
ঘুম উড়েছে নোনাইপাড়ে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : ‘নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারো মাস’। একথা বাস্তব সত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোলারডাবরির ১২/৬২ পার্টের মাশান মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। এর ফলে দুর্ভোগের শেষ নেই। ভুক্তভোগীরা আসন্ন বর্ষায় ফের বিপদের আশঙ্কায়।

ইতিমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা বরুণ বর্মনের প্রায় এক বিঘে জমির উপর তৈরি সেগুন বাগান গিলে নিয়েছে বর্ষায় ভয়ংকরী নোনাই নদী। ওই এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত এবং অনীতা পণ্ডিত। তাঁদের মালিকানাধীন দুটি বাঁশ বাগান নোনাইয়ের পেটে চলে গিয়েছে।

বর্ষায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করা নোনাই আপন খেয়ালে গতিপথ পরিবর্তন করে গত কয়েক বছর ধরে গিলে খাচ্ছে জমি। এবার নোনাই বসতি এলাকা দখলের পথে। আসন্ন বর্ষায় এলাকার বেশ কিছু বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে এখন। নদীবাঁধ ভাঙতে ভাঙতে তা গ্রামবাসী মৃত্যুঞ্জয়ের ভিটের কাছাকাছি চলে এসেছে। নদী থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই এলাকায় যোগাযোগের প্রধান রাস্তা।

এলাকার বাসিন্দারা আসন্ন বর্ষায় নোনাইয়ের আগ্রাসী চেহারার কথা কল্পনা করে আতঙ্কিত। এলাকায় গেলে দেখা যাবে নদীবাঁধটির দুরবস্থা। মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযোগ, ‘স্থানীয় পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস, জেলা পরিষদ প্রধানকে নোনাই নদীর বাঁধ সংস্কারের কথা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তাতে অবশ্য কোনও লাভ হয়নি।’

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, নদীবাঁধ সংস্কারের কাজের জন্য জেলা পরিষদ টেন্ডার ডেকেছিল। বরাত পাওয়া সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাও এখানে এসেছিল। তবে বাঁধের কাজ না করেই ঠিকাদার সংস্থাটি উধাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, কাজ না করে ওই ঠিকাদার সংস্থা কি টাকা আদায় করে নিয়েছে? এব্যাপারে জেলা পরিষদের জবাবদিহি চান এলাকার বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, ‘কোন সংস্থাকে বাঁধ সংস্কারের কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল তা জানতে হবে। টেন্ডারের পর কাজ হয়েছে কি না সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে।’

বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত বলেন, ‘গত বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ওই বাঁধটি তৈরি করা হয়। বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে সেটি। বড় আকারের ভাঙন প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব জেলা পরিষদের। বাঁধের কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল কি না জানি না।’

স্থানীয় গ্রামবাসী বরুণ বললেন, ‘নির্বাচনের সময় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা আমাদের কাছে আসেন। বাঁধ সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেন। এদিকে নির্বাচন পর্ব মিটলে ওই নেতাদের টিকিও দেখা যায় না।’ গ্রামবাসী পুলিন রায়ের আশঙ্কা, ‘অবিলম্বে নোনাইয়ের নদীবাঁধ সংস্কার না করা হলে আগামী বর্ষায় এলাকার বেশ কিছু ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে।’

নোনাইয়ের স্রোতে ভাঙছে পাড়। পূর্ব ভোলারডাবরিতে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিপদে বসতি
- নোনাই নদী বর্ষায় ভয়ংকরী চেহারা নেয়
- আপন খেয়ালে গতিপথ পরিবর্তন করে নোনাই এবার বসতি এলাকা দখলের পথে
- আসন্ন বর্ষায় এলাকার বেশ কিছু বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার প্রহর গুনছে
- নদী থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই যোগাযোগের প্রধান রাস্তা

তোর্ষা ও কুলটি নদীর ভাঙনের কবলে কোদালবস্তি। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

টিন-বাঁশ দিয়ে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা স্থানীয়দের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : দুই নদীর ভাঙনে প্রাণ ওষ্ঠাগত কালচিনি ব্লকের কোদালবস্তির বাসিন্দাদের। বেশ কিছু বসতি এলাকার গা ঘেঁষেই ভাঙন শুরু হয়েছে। যাতায়াতের রাস্তাও ধসে পড়েছে। টিন ও বাঁশ দিয়ে রাস্তার মাটি আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয়রা। তবে সামনেই বর্ষায় আদৌ তা টিকে থাকবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে রীতিমতো ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। এলাকার বাসিন্দা অঙ্গদ রাভার কথায়, ‘প্রতিবছর বর্ষার আগে আমাদের চিন্তা শুরু হয়। তখন রাত জেগে কাটাতে হয়। এবছর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হতে পারে।’ একই কথা বলেন ইনসু রাভা ও মতিকুমার রাভারা।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার অল রাভা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের তরফে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করে কোদালবস্তি এলাকা রক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে জেলা শাসক আর বিমলাকে মেসেজ করা হলে তিনি কোনও উত্তর না দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদারও ফোন তোলেননি।

কোদালবস্তি এলাকায় একদিকে তোর্ষা ও অপরদিকে কুলটি নদীর ভাঙন দিন-দিন বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে তোর্ষার ভাঙনে এলাকার কয়েকশো বিঘা খেত ভেসে গিয়েছে। বন দপ্তরের জমি ছাড়াও কয়েকটি ওয়াচটাওয়ার চলে গিয়েছে নদীগর্ভে। ক্ষতির পরিমাণ যে আরও কত বাড়বে তা বলা মুশকিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুটো নদী বসতি এলাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। সেইসঙ্গে কুলটির ভাঙনও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে তোর্ষা নদীর জলস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেই বাড়িঘর যে আর থাকবে না তা ভেবে নাওয়াখাওয়া ভুলতে বসেছে কোদালবস্তির তিনশো পরিবার।

এদিকে, বিষয়টি বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ। সামনেই বর্ষাকাল। পরিস্থিতি বেগতিক হলেই ভিটেমাটিছাড়া হতে হবে। ছয়টি হোমস্টেও ভাঙনের মুখে। তাই বর্ষার আগেই যাতে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তার দাবি করেছে অল রাভা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন।

ওই সংগঠনের সভিপতি গাভেন রাভা বলেন, ‘কয়েকশো বিঘা চাষের জমি আগেই নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এখন ভাঙন বসতি এলাকার কাছে চলে এসেছে। প্রায় তিনশো পরিবার তোর্ষা ও কুলটি নদীর গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সেখানে অবিলম্বে বাঁধ নির্মাণ করা উচিত।’

এদিকে, এ ব্যাপারে মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এই বিষয়ে সেচ দপ্তরকে অবগত করা হয়েছে। তবে তোর্ষা নদী দীর্ঘ হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বাঁধ তৈরি করা সম্ভব নয়।’

নিরুপায় পঞ্চায়েত
- বসতি এলাকার গা ঘেঁষেই ভাঙন শুরু হয়েছে
- ধসে পড়েছে যাতায়াতের রাস্তা
- টিন ও বাঁশ দিয়ে মাটি আটকানোর চেষ্টা স্থানীয়দের
- এলাকার ছয়টি হোমস্টে ভাঙনের মুখে
- গ্রাম পঞ্চায়েত বাঁধ নির্মাণ করতে পারবে না বলে জানিয়েছে

বিজেপির নেতৃত্বে ‘অরাজনৈতিক’ সংগঠন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : নামে অরাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু তার সবটা জুড়েই গেরুয়ার ছোঁয়া। রায়ডাক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা এবং বালি-পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সোমবার রায়ডাক নদী বাঁচাও কমিটি কামাখ্যাগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করল। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো ও বিপ্লব দাস। এছাড়া বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবেশ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি, খোয়ারডাঙ্গা, বারবিশা এলাকার প্রায় ৪০০ জন বাসিন্দা ওই মিছিলে যোগদান করেছেন। ঘোড়ামারা রেলগেট থেকে মিছিল শুরু করে বিএলএলআরও অফিসে এসে সকলে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের তরফে বিএলএলআরও অফিসে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

রায়ডাক নদী বাঁচাও কমিটির বিক্ষোভ। কামাখ্যাগুড়িতে।

এপ্রসঙ্গে কুমারগ্রাম ব্লকের বিএলএলআরও দীপক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিধায়ক মনোজের অভিযোগ, ‘তৃণমূলের ছোট-বড় নেতারা কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক, সংকোশ নদী সহ উত্তরবঙ্গের সব নদীকে বালি খাদানে পরিণত করেছে।’ এতে ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মদত রয়েছে বলেও তাঁর মত। বিজেপির জেলা সম্পাদক সুনীল জানিয়েছেন, অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধ না হলে রায়ডাক নদী বাঁচাও কমিটির তরফে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর বক্তব্য, ‘বিধায়ক এবার টিকিট পাবেন না। তাই আমার নাম করে রাজনীতিতে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন।’

এদিন বিক্ষোভে শামিল হওয়া কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চকচকার বাসিন্দা রত্না বর্মন বলেন, ‘নদীতে কোনওভাবেই পকলিন, আর্থমুভার ও পে লোডার নামানো যাবে না।’ এছাড়া ওই কারবারে যুক্ত ডাম্পারগুলির ভূমিকা নিয়েও সরব হন অনেকে। মিছিলে আসা ঝর্ণা দাস কয়েকদিন আগেই অতিরিক্ত বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পারের গতির বলি হয়ে একটি হাত হারিয়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, ‘আমি আর কখনও হাত ফিরে পাব না। আমার আগামীদিনগুলি কী করে চলবে তাও জানি না।’ এবিষয়ে সুনীলের আরও অভিযোগ, ‘কুমারগ্রাম ব্লকের সমস্ত রাজ্য সড়কে ২০ টনের বেশি পণ্য পরিবহণ নিষিদ্ধ হলেও ৪০-৫০ টন বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার চলছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার।’

গণবিবাহ

সোনাপুর, ২১ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগানের মতিহাস লাইনে সোমবার আদিবাসী গণবিবাহের আয়োজন করা হল। রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারতের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। এদিন ১১ জোড়া বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগানের মাঠে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরে একটি শোভাযাত্রাও বের করা হয়।

বেহাল বাঁশের সাঁকোয় ঝুঁকির পারাপার

মাটি পরীক্ষাই সার, পাঁচ দশকে হয়নি সেতু

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : ভোট আসে, ভোট যায়। এলাকার সমস্যা আর মেটে কোথায়? পাঁচ দশক ধরে সেতু তৈরির জন্য শুধু মাটি পরীক্ষা হয়েছে। সেতু আর তৈরি হয়নি। এমনই অভিযোগ মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরডাবরি, চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলুরডাবরি এলাকার বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভেলুরডাবরি দিয়ে সরাসরি মাঝেরডাবরি হয়ে আলিপুরদুয়ার শহরে প্রবেশের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম নোনাই নদীর ওপরে বাঁশের সাঁকোটি। দীর্ঘদিন ধরে সাঁকো তৈরির দাবি জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে বাঁশের সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাঁশের সাঁকোটিরও বেহাল দশা। এই আবহে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত সেতু তৈরির দাবি তুলে সরব হয়েছেন।

ভেলুরডাবরির রানি হেমব্রমের কথায়, ‘গরমকালে সমস্যা যতটা না হয় তার থেকে বেশি হয় বর্ষায়। বর্ষায় এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। স্কুল, বাজার বা শহরে কোনও কাজের জন্য যাতায়াতে সেই সময় অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। ফলে সময় যেমন বেশি লাগে, তেমনি ভাড়াও বেশি পড়ে।’

মাঝেরডাবরির নৃপেন দাস জানালেন, বর্ষায় নদীতে প্রচুর জল থাকে। সেই সময় নৌকো ছাড়া পারাপারের উপায় থাকে না। সেই কারণে খানিকটা ভয়ে অনেকে প্রায় ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার ঘুরপথে শহরে যান। প্রশাসনের উচিত দ্রুত সেখানে সেতু করা বলে তিনি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বনশ্রী দাসের প্রতিক্রিয়া, ‘ইতিমধ্যে সেখানকার মানুষের সেতুর দাবি নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের কাছে চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে চিঠি করা হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই গ্রামবাসীদের সমস্যা নিরসন হবে।’ সম্প্রতি সেখানে দেখা গিয়েছে, বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে সাইকেল, বাইক যাতায়াত করছে। সাঁকোটির মাঝখানের অংশ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। আর সেই সাঁকো পারাপারে গাড়িপিছু ১০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপারের বিষয়টি দেখার জন্য নিলাম হয়ে থাকে। আর তার থেকেই এই বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে।

ভেলুরডাবরি ও মাঝেরডাবরির যাতায়াতে নোনাইয়ের ওপর সাঁকো।

> বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূল আমল, নেতারা এখানে এসে মাটি পরীক্ষার কথা বলে যান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভেলুরডাবরি এলাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সাঁকোটি। এখানেই সেতু তৈরি হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।
>
> **রাজু দাস**
> স্থানীয় বাসিন্দা

দীর্ঘদিন ধরে সেতু তৈরি না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। রাজু দাস নামে ভেলুরডাবরির বাসিন্দা বলেন, ‘বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূল আমল, সবদলের নেতারা এখানে এসে মাটি পরীক্ষার কথা বলে যান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভেলুরডাবরি এলাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সাঁকোটি। ফলে এখানে একটি সেতু তৈরি করা হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন দূর হবে, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে।’

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ হ্যামিল্টনগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে আলিপুরদুয়ারগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত পঞ্চা মণ্ডল (৫০) হ্যামিল্টনগঞ্জের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা। খবর পেয়ে হাসিমারা আরপিএফ ও আলিপুরদুয়ার জংশন জিআরপির কর্মী ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। জিআরপি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আরপিএফ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন নাকি রেললাইন পার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কর্মবিরতি

কালচিনি, ২১ এপ্রিল : ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের পার্শ্বশিক্ষকরা চারদিনের কর্মবিরতি চালু করলেন। ভাতা বাড়ানো সহ একাধিক দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১, ২২, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল কর্মবিরতি চলবে। কালচিনি ব্লকের পার্শ্বশিক্ষক সিরাজুল হক বলেন, ‘ব্লকে ৯০ শতাংশ পার্শ্বশিক্ষক এদিন কর্মবিরতি পালন করেছেন।’ আন্দোলনে ডাক দেওয়া সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কনভেনার ভগীরথ ঘোষের বক্তব্য, ‘আমরা অবিলম্বে ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছি।’

নতুন ওসি

শামুকতলা, ২১ এপ্রিল : শামুকতলা থানার নতুন ওসি বিশ্বজিৎ দে সোমবার কাজে যোগ দিলেন। বিশ্বজিৎ এর আগে হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি ছিলেন। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়ের পরিবর্তে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। জগদীশ বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জংশন পুলিশ ফাঁড়ির ওসি পদে নিযুক্ত হলেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে বিশ্বজিৎ বলেন, ‘এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি জুয়া, মদ সহ বিভিন্ন বেআইনি কাজ বন্ধ করাই আমার অন্যতম লক্ষ্য।’

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। কলকাতার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের বিভূতিভূষণ নন্দী।

ক্যারাটে প্রশিক্ষণ

সোনাপুর, ২১ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা টিজি ২ নম্বর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সোমবার একটি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শালকুমারের কয়েকজন ক্যারাটে প্রশিক্ষক এদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেন।

জরিমানা এড়াতে ভুয়ো নম্বর প্লেট

বক্সিরহাট, ২১ এপ্রিল : অসম-বাংলা সীমানায় ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগানো মোটরবাইকের সংখ্যা বাড়ছে। জরিমানা এড়াতে বাইকগুলিতে ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, নাকি সেগুলি চোরাই বাইক তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশ। সম্প্রতি ট্রাফিক আইন ভাঙায় বেশকিছু বাইকচালককে জরিমানা করে পুলিশ। সেক্ষেত্রে নম্বর প্লেটের ছবি তুলে বাইকের মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় চালান। পরে দেখা যায় যাঁদের চালান পাঠানো হয়েছে তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তাঁদের বাইকের সঙ্গে চালানে ব্যবহৃত বাইকের ছবিও মিলছে না। বক্সিরহাট থানায় গত কয়েকমাসে এরকম সাতটি অভিযোগ জমা পড়ার পর তাজ্জব বনে যায় পুলিশ। কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাইকের মালিকের বাড়ি অসমে, কোথাও মালিক শিলংয়ের। চোরাকারবার বা অন্য কোনও বেআইনি কাজে বাইকগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।

তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেছেন, ‘এরকম অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি।’

কোকরাঝাড় জেলার বাসিন্দা পিপুল দেবনাথ। পেশায় ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে বক্সিরহাট ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা এসএমএস তাঁর মোবাইলে ফোনে আসে। ওই এসএমএস দেখে হতচকিত হয়ে যান তিনি। এরপরেই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা আসেন বক্সিরহাট থানায়। প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে সুরাহা চেয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের দ্বারস্থ হন পিপুল।

তাঁর কথায়, ‘আমার যে বাইক রয়েছে আর ট্রাফিক পুলিশ যে বাইকে কেস দিয়েছে সেটা এক নয়। তাছাড়া আমি কোনওদিন বাইক নিয়ে বক্সিরহাট যাইনি। অসৎ উদ্দেশ্যে কে বা কারা আমার নম্বর ব্যবহার করছে জানি না।’

নম্বর প্লেট বদলের কারণ কী? ট্রাফিক আইন ভাঙলে এখন রাস্তায় মোটরবাইক আরোহীর জরিমানা করার প্রবণতা কমেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইকের নম্বর প্লেট স্ক্যান করে নথিভুক্ত থাকা নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে জরিমানার চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের ধারণা, সেই জরিমানার হাত থেকে বাঁচতে নম্বর প্লেট নকল করছে কেউ কেউ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বক্সিরহাটে নকল নম্বর প্লেট লাগানো বাইক অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। যার ফলে ট্রাফিক আইন না ভেঙেও জরিমানার চিঠি পৌঁছে পাচ্ছেন প্রকৃত বাইকের মালিকেরা।

বাঁদর ও অজগরের দাপটে নাজেহাল ঘালিয়াপুর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ এপ্রিল : চাষ করা সবজি হোক বা বাড়িতে রান্না করা ভাত-তরকারি, কোনওটাতেই না নেই। এমনকি এই খাওয়ার ব্যাপারে তারা মালিকের অনুমতিরও খুব একটা তোয়াক্কা করে না। দিন-দিন তাদের বাঁদরামি বেড়েই চলেছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ঘালিয়াপুরে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বন থেকে দলে দলে বাঁদর লোকালয়ে চলে আসে। ফলে এলাকার জমিগুলিতে চাষ হওয়া সবজি, ফসল খুব সহজেই সাবাড় হয়ে যায়। তবে কেবল মাঠেই নয়, বাড়ির ভিতরও বাঁদরের উৎপাত থেকে রেহাই মেলে না। সেখান থেকে তারা রান্না করা খাবারও খেয়ে যায়। অন্যদিকে, চাষের ফসল কিংবা সবজির সঙ্গেই এলাকাবাসীরা নিজেদের প্রতিপালন করা হাঁস, মুরগিও বাঁচাতে পারেন না। তার কারণ অজগর। ফলে বাঁদর ও অজগরের যৌথ অত্যাচারে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এবিষয়ে বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জের উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে বলেছেন, ‘লোকালয়ে সাপ উদ্ধার হলে সেগুলিকে আমরা ফের জঙ্গলে ছেড়ে দিই। কিন্তু বাঁদর ধরা তো সম্ভব নয়।’

গত রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ ওই গ্রাম থেকে বনকর্মীরা প্রায় ১২ ফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার করেছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকটি হাঁস গিলে খাওয়ার পর নাকি অজগরটি পুকুরপাড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ওই সময় সেটিকে ধরা হয়। গ্রামেরই বাসিন্দা এবং পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী প্রতিমা রায় বলেন, ‘আমরা বাঁদরের উৎপাতে নাজেহাল। আমি জমিতে পটল চাষ করেছিলাম। কিন্তু একটিও নিজেরা খেতে পারিনি। সবই বাঁদরে খেয়েছে। এছাড়া ঘরে ঢুকে রান্না করা ভাত, শাকসবজিও খেয়ে যাচ্ছে।’ আরেক বধূ সুষমা রায় আবার অজগরের জ্বালায় বিরক্ত। তাঁর কথায়, ‘কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় আমরা হাঁস-মুরগি পালন করি। কিন্তু সেগুলিও অজগর সাপের পেটে যাচ্ছে।’

> আমরা বাঁদরের উৎপাতে নাজেহাল। আমি জমিতে পটল চাষ করেছিলাম। কিন্তু একটিও নিজেরা খেতে পারিনি। সবই বাঁদরে খেয়েছে। এছাড়া ঘরে ঢুকে রান্না করা ভাত, শাকসবজিও খেয়ে যাচ্ছে।
>
> **প্রতিমা রায়**
> *অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী*

ঘালিয়াপুর ঘেঁষে খয়েরবাড়ির জঙ্গল রয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায়ই এলাকায় হাতির পাল হানা দেয়। স্থানীয়দের দাবি, বছর দুয়েক আগে থেকে অজগর এবং বাঁদরের উৎপাত মাত্রা ছাড়িয়েছে। এলাকার এক বাসিন্দা ঝুনু বর্মন বলেন, ‘বাঁদরগুলি পুরুষদের ভয় পেলেও শিশু এবং মহিলাদের দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়। জমিতে সবজি চাষ করারও উপায় নেই। সবই ওদের পেটে যায়। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে। এমনকি ডালের প্যাকেট, গুড় সবই নিয়ে যায়।’ তিনি আরও জানালেন, কয়েকদিন আগে পিঠে তৈরি করেছিলেন। সেগুলি সবই বাঁদরে খেয়েছে পালিয়েছে। আরেক বধূ করবালা রায় জানিয়েছেন, বাঁদর ঘরে ঢুকে দাপাদাপি করে। এমনকি মলত্যাগও করে যায়। এইভাবে এলাকায় নিয়মিত বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতে গ্রামবাসীদের বসবাস করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীর বিয়ে

১১ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন নদিয়ার সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর মন রাখতে স্বামীর এই কাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কী কারণে আগুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খুন

নেতাজিনগরে অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন মৃতার স্বামী। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখার নির্দেশ আদালতের।

রহস্যমৃত্যু

খড়্গপুর আইআইটিতে ফের রহস্যমৃত্যু পড়ুয়ার। মহারাষ্ট্রের ওই তরুণ চতুর্থ বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নেভাল আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়া ছিলেন। নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ যাবে ২৩ জেলায়

শালবনির বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৫ হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

শালবনি, ২১ এপ্রিল : আগামী দিনে রাজ্যে আর বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি থাকবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। এখানে ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। সোমবার শালবনিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে এসে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন এখানে ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট হচ্ছে। আগামী দিনে আরও দুটি ইউনিট এখানে তৈরি করা হবে।' বাম আমলকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে বলা হত লোডশেডিংয়ের সরকার আর নেই দরকার। আগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাই লোডশেডিং থাকত। এখন আর কোনও লোডশেডিং হয় না। বিদ্যুৎব্যবস্থার এই উন্নতি করতে আমাদের সরকার ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। ৭৫০টি সাবস্টেশন তৈরি করেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিন্দালগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল, জিন্দাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সংগীতা জিন্দাল, সজ্জনের ছেলে পার্থ জিন্দাল, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব), মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া প্রমুখ। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'শালবনিতে ফিরে আসাটা সবসময়ই আমাদের কাছে খুবই আনন্দের। আমি ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। আবার ১০ বছর পরে এলাম। গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী লাখে একটা পাওয়া যায়। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি আর বাংলার প্রতি বিশ্বাস আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতে এবং আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছে।' এদিনই শালবনিতে ২ হাজার একর জমির ওপর একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেরও শিলান্যাস করা হয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে শালবনীতে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন সজ্জন জিন্দাল এবং অরূপ বিশ্বাসও।

এদিন বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলছেন এই রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি, তাঁদের বলব আপনারা এসে দেখে যান। আমাদের গত সাতটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটির লগ্নির প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ মি, ইউ ক্যান নট ইগনোর মি।' ঘাটালের সাংসদ দেব বলেন, 'রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। আমরা সবাইকে বলব আপনারা আসুন। নিজেরা দেখে যান।' সৌরভ তাঁর ভাষণে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। আমরা মনে করি, আরও বেশি মানুষ এই রাজ্যে আসবেন। এখানে আরও বেশি বিনিয়োগ করুন।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে যে দাবি করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। শালবনিতে জিন্দালদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সজ্জন জিন্দালকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জিন্দালদের বৈঠকে সৌরভ।

লগ্নির আশ্বাস না দিলেও সৌরভকে নিয়ে আশা

শালবনি, ২১ এপ্রিল : শিল্পজগতে তাঁর প্রবেশ নিয়ে বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। স্পেনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক বা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি এবং এই রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে তাঁর আভাস দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হয়তো সৌরভকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। কিন্তু বিনিয়োগ নিয়ে কোনও কথা বললেন না ঠিকই, তবে সজ্জন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া এবং সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দালকে যেভাবে তিনি নানা বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তাতে অনেকেরই ধারণা, সৌরভ হয়তো খুব দ্রুত নতুন ভূমিকায় আসতে পারেন।

সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌরভ যে আসবেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এদিন সড়কপথে কলকাতা থেকে শালবনিতে পৌঁছে যান সৌরভ। তারপর মঞ্চের পিছনের হ্যাঙারে সজ্জন জিন্দাল ও তাঁর ছেলে পার্থ জিন্দালের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। বেলা দেড়টার কিছু পরেই হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে শালবনি পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সজ্জন জিন্দালদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর মঞ্চে এসে পার্থ জিন্দালের পাশেই বসেন সৌরভ। খুব চাপা স্বরে তাঁদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন সংগীতা জিন্দালও। সৌরভের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয়েছে, তিনি কোনও পরামর্শ দিচ্ছিলেন পার্থকে। পার্থ এবং সংগীতা জিন্দাল দু-জনেই সৌরভের ওই পরামর্শকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন মুখ্যমন্ত্রী সহ সকলেই নেমে যাচ্ছেন, তখন সজ্জন জিন্দালের সঙ্গেও সৌরভকে কোনও বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তাই এদিন সৌরভের উপস্থিতি সকলেরই নজর কেড়েছে।

শিল্পী মণীন্দ্রর পাশে শুভেন্দু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : চাকরি চুরি নিয়ে গান লেখার জন্য প্রশাসনের কোপে পড়েছেন কোচবিহারের মাথাভাঙার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন। অভিযোগ, সমাজমাধ্যম থেকে তাঁর এই গান না মুছে ফেলার জন্য কোচবিহারের এসপি ও মাথাভাঙার আইসি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন। এই ঘটনায় মণীন্দ্রকে শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তাঁকে আইনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু।

সোমবার বিধানসভার বাইরে মণীন্দ্রকে পাশে নিয়ে কোচবিহারের পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কোচবিহারের এসপিকে চ্যালেঞ্জ করছি, মাথাভাঙার আইসিকে সতর্ক করে বলছি, ক্ষমতা থাকলে একবার ওঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে দেখান। প্রকাশ্যেই জানাচ্ছি, মণীন্দ্র আমার কাছে আছেন, থাকবেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে দেখান।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতার পুলিশ চারবার মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছে। সমাজমাধ্যম থেকে ওই গান না সরিয়ে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে ধমক দিচ্ছে। তাঁরা বিষয়টার দিকে নজর রেখেছেন। যেহেতু এখনও পুলিশ প্রশাসনের থেকে মণীন্দ্রকে কোনও আইনি নোটিশ বা এফআইআর দায়ের করা হয়নি, তাই তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তেমন কিছু হলে কোচবিহারের এসপি এবং মাথাভাঙার আইসি'র বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফের অস্বস্তিতে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ফের অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর হস্তাক্ষর পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করল ইডি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বলে দাবি ইডি'র। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই চিঠিতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের হিসেব লেখা হয়েছিল। এই সূত্রে এবার তদন্তের স্বার্থে চিঠির লেখার সঙ্গে তাঁর হস্তাক্ষর মিলিয়ে নিতে চাইছে ইডি। আদালতের সম্মতির পরই জ্যোতিপ্রিয়র হস্তাক্ষরের নমুনা ও স্বাক্ষর সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে আদালতের এই সম্মতির পর তাঁর চাপ আরও বাড়তে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তালিকায় 'না' পর্ষদের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকদের এসএসসি ভবন অভিযানের ওপর নজর ছিল সবার। তবে একই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বিকাল সাড়ে ৪টেয় বৈঠক ছিল চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের।

পর্ষদ সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও বের করা হল না যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা। শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আইনি সুরক্ষা চাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

সোমবার দীর্ঘ বৈঠকের পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষাকর্মীদের জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা এখন প্রকাশ করা যাবে না। এই অবস্থায় 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে করুণাময়ী মোড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে অবরোধ শুরু হয়।

এবার বিদ্ধ প্রাক্তন সাংসদ

ফের যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ব্রিগেডে জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই দলীয় নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়েছে সিপিএম। সিপিএমের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে এর আগেও যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এবার দলীয় নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠল আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ওই সিপিএম নেত্রী মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে এই মুহূর্তে বিষয়টি দলের রাজ্য কমিটির অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই রিপোর্ট এলে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে লবির অভিযোগ করেছেন অভিযুক্ত বংশগোপাল।

অভিযোগ যে হয়েছে, মানছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি জানান, বিষয়টি এখন দলের ইন্টারন্যাল কমপ্লেন কমিটির বিবেচনায় আছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের ফাঁকে সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষোয় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। এতে দলের বিড়ম্বনা বাড়ছে, স্বীকার করছেন অনেকেই।

ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের সময় বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে ব্রিগেডের পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে সমাজমাধ্যমে বংশগোপাল চৌধুরী ও ওই সিপিএম নেত্রীর কথোপকথনের চ্যাট প্রকাশ্যে আসে। সমাজমাধ্যমে স্ক্রিন শট, অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সিপিএম নেত্রীর বক্তব্য, তিনি দলের একজন বড় নেতা হিসেবে বংশগোপালকে শ্রদ্ধা করতেন। একসময় সাংগঠনিক বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা বলে পরে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কু-বার্তা পাঠানো শুরু করেন সিপিএম নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা চরম সীমায় পৌঁছোয়। নভেম্বর মাসে তিনি জেলা সিপিএমে অভিযোগও করেছিলেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বংশগোপাল। তাঁর দাবি, এর নেপথ্যে লবি কাজ করছে। তাঁর দলের বা বাইরের কেউ সেই লবিতে কাজ করে তাঁকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন। ওই সিপিএম নেত্রী তাঁর থেকে সুযোগসুবিধা চেয়েছিলেন। তা না দিতে পারায় কুৎসা রটানো হচ্ছে। এর আগেও সিপিএমের একাধিক তরুণ নেতা সহ অনেকের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

দায়িত্ব বাড়ল মীনাক্ষীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও জায়গা পেলেন সিপিএমের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ১৫ জন সদস্যের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই নতুন দুজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনের তালিকায় রয়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ হোসেন। ফলে দলে তাঁর আরও দায়িত্ব বাড়ল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেডের মঞ্চে তরুণ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মীনাক্ষীর বক্তব্য রাখা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে না থাকায় দলের অন্দরেই সমালোচনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের পরের দিনই তাঁকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান দিল সিপিএম। এর ফলে দলের বৃদ্ধতন্ত্রের ভাবমূর্তি ও মীনাক্ষীর গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে আলিমুদ্দিন।

তিন মামলায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্যের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মামলা নিয়ে এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্য সরকারের। যা শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে চরম কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অন্ধকার ভবিষ্যতের আলোর কোনও ঠিকানা সোমবার পর্যন্ত খুঁজে পায়নি রাজ্য সরকার। তারই মধ্যে আবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজ্যকে আগামী সপ্তাহেই। মামলার শুনানি হওয়ার কথা ২৮ এপ্রিল সোমবার।

এখানেই শেষ নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা। প্রায় দু-বছর ধরে চলা এই মামলা নিয়ে এতদিন কম টানাপোড়েন হয়নি আদালত ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে সরকারের আর্জি খারিজ হওয়ার পর মূল মামলার শুনানি নিঃসন্দেহে নবান্ন প্রশাসনের প্রেসার বাড়াচ্ছে। এই তিন মামলার ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের চিন্তার জটকে আরও জটিলতর অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেই সোমবার নবান্ন প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ অন্দরমহলের খবর। তিন মামলাকে নিয়েই এই মুহূর্তে কৌতূহল চরমে উঠেছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ওপর রিভিউ পিটিশনে যাওয়া নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এরই মাঝে আগামী সোমবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি এসে পড়ায় কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। ৭ এপ্রিল মামলার শুনানি থাকলেও বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে যাওয়ায় মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়। আবার ২৮ এপ্রিল মামলার শুনানি ধার্য করেছে কলকাতা হাইকোর্টে।

তার মাঝেই আবার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রাজ্য সরকারের চিন্তায় জট পাকাচ্ছে। প্রায় দু-বছর ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার উঠতে পারে শুনানিতে।

অধ্যাপকের প্রয়াণ

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এনআইটি) সিনিয়ার অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক শেষপর্যন্ত মারা গেলেন। ১৫ এপ্রিল এনআইটিতে থার্মিট ওয়েল্ডিং নিয়ে গবেষণার সময় বিস্ফোরণে তিনি ঝলসে গিয়েছিলেন। বি-টেক ফাইনাল ইয়ার পড়ুয়া আকাশ মাঝিও জখম হন। তাঁদের প্রথমে এনআইটির নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাঁকে এয়ার-অ্যাম্বুল্যান্সে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়।

বেআইনি নির্মাণে ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় চলা হোমস্টে গুলি বন্ধ করতে রাজ্যকে দায়িত্ব সহকারে পদক্ষেপ করতে বললেন বিচারপতি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, সংরক্ষিত অঞ্চলের কোর এলাকা ছাড়াও বনাঞ্চলে ইকোসেনসিটিভ জোনে বেআইনি নির্মাণ চলছে।

হোমস্টের আদলে হোটেল চলছে। এর ফলে প্রাকৃতিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি হোটেলগুলি বন্ধ করলেও বেসরকারি হোটেলগুলি এখনও চলছে। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এলাকাগুলিতে যান। পরিদর্শন করুন। পদক্ষেপ করুন। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় হোমস্টে চলবে এটা হতে পারে না। রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে এগুলি বন্ধ করতে হবে।' তবে এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় ২৮ এপ্রিল।

গরম থেকে বাঁচতে নিজের পোষা কাকাতুয়াকে স্নান করাচ্ছেন এক মহিলা। উত্তর কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শারীরিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও উদ্বেগ কাটেনি। সোমবার সকালে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন রাজ্যপাল। তারপরই তাঁর ইসিজি করা হয় এবং তাঁকে আলিপুরের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলা সফরে যাওয়ার আগে অসুস্থ রাজ্যপালকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যপালকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপালকে দেখতে এসেছিলাম। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দেখে এলাম।' বিকেলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখে আসেন। এদিকে রাজভবনের ওএসডির থেকে রাজ্যপালের খবরাখবর নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দু তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। তবে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

নয়া ইনিংসেও আগের অবস্থানে অনড় দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎই দাম্পত্য জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন ষাটোর্ধ্ব দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি তবু তাঁর আগের সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছেন এখনও। পার্টি দায়িত্ব না দিলে তিনি আর রাজনীতিতেই থাকবেন না। জনসেবা আর চাষবাস নিয়েই থাকবেন। 'চাষার ব্যাটা' বলে আগেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করেছেন গ্রাম বাংলায় তাঁর জেলায়। পার্টিতে কাজের দায়িত্ব না থাকলে সেখানেই বেশি সময় দেবেন। সোমবার দিলীপ ঘোষই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে একান্তে জানালেন তাঁর মনের কথা। বললেন, 'রাজনীতিই করতে হবে এমন মাথার দিব্যি তো দিইনি। সমাজে কাজ করার তো অনেক কিছু আছে। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করব। পার্টি দায়িত্ব না দিলে অন্য কিছু তো করবই। এর থেকে কেউ তো আমায় আটকাতে পারবে না।'

একসময় বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ দলের কোনও পদে না থেকেও সোমবার পর্যন্ত পার্টির কাজে প্রকাশ্যে সক্রিয় আছেন। নতুন দাম্পত্য জীবনকে পাশে রেখেই নিয়মিত পার্টির মিটিং-মিছিল করছেন। তবে তাঁর পূর্বস্থানে অটল থেকেই। অবস্থান তিনি বদল করবেন না কিছুতেই। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। খুব সম্ভবত আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রাজনীতিক দিলীপ কি আবার পরোক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন? এই প্রশ্নে অবশ্য 'ঠোঁটকাটা' বলে পরিচিত দিলীপ একগাল হেসে জানালেন, 'আমি কোন রাখঢাক করে কিছু বলি না। আগেও যা বলেছি এখনও তো সেটাই বলছি। মনের কথা বলতে পারব না। কাজ না করতে পারলে পার্টির কাজে থাকা কেন? আমি তো পার্টির কাজে পরীক্ষিত। সুযোগ দিয়েছিল পার্টি। যতটা করার করেছি। রাজ্য বিজেপি সভাপতির দৌড়ে আমি প্রতিযোগী নই। ওটা তো সেরে এসেছি। পার্টি ভালোভাবেই তা জানে। পার্টি আবার কাজের দায়িত্ব দিলে করব। এই নিয়ে কোনও চাপ সৃষ্টি করার মতো মানসিকতা আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া আমাদের দলটা আর পাঁচটা দলের মতো নয়। যা করার তা সব খতিয়ে দেখে সময়মতোই তা করে।'

শুভদৃষ্টির সময় দিলীপ ঘোষ। - ফাইল চিত্র

সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, আছে ও থাকবে। এই নিয়ে দিলীপ বলেন, 'সংঘের প্রচারক হিসাবে তিনি আর নেই। তবে আরএসএসের সৈনিক হিসাবে তিনি কাজ করে যাবেন। তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের ইনিংস শুরুর পর সংঘের শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই টেলিফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতদিনের সম্পর্ক, এটাই তো স্বাভাবিক। সংঘপ্রচারক থেকে সংঘই আমায় রাজনীতিতে আনে। তাঁদের কথাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। জিতেছি আবার সর্বশেষ লোকসভা ভোটে তাঁদের কথায় দাঁড়িয়ে হেরেওছি। সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না!'!

সহধর্মিণী রিঙ্কু মজুমদার (বর্তমানে ঘোষ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ সটান বলে দিলেন, 'ভালোই আছে। পার্টির কাজের ব্যাপারে ও আগে যেমন ছিল এখনও আছে। একটু-আধটু রাজনীতি নিয়ে কথা হয় না বললে ভুল হবে। হয়তো বটেই।' তবে তাঁর ব্যস্ততার জীবনে নতুন সহধর্মিণী আসায় নিজের ৮৩ বছরের বৃদ্ধা মায়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে দিলীপ, তাঁর কথাবার্তাতেই তা প্রায় স্পষ্ট।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ বৈশাখ ১৪৩২

ব্রিগেডের সার কথা

ব্যাক টু বেসিক যেন। মূলে ফিরতে মরিয়া সিপিএম। প্রান্তিক মানুষের সংগঠন, আন্দোলনে তাই নতুন করে নজরের বার্তা ব্রিগেডে। ঘুরে দাঁড়াতে মুখ বদলের পরীক্ষানিরীক্ষাও। সাধারণত মঞ্চ আলো করে থাকা নেতারা ব্রিগেডে রইলেন দূরে। ধবধবে সাদা ধুতি বা পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা লাল পাড়-সাদা শাড়ির বদলে ব্রিগেডে উত্তাপ ছড়াল লাল শাড়ির বন্যা টুডুর সৌজন্যে। বন্যা যেন সিপিএমের মূলে ফেরার প্রতীক।

শুধু বন্যা নন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হল। কেতাদুরস্ত, ধোপদুরস্ত, শহুরে পরিশীলিত উচ্চারণের বদলে মেঠো ভাষা, মেঠো ভঙ্গিমা গুরুত্ব পেল বেশি। মঞ্চে বসে থাকা নেতাদের বাইরে দর্শকাসনে ও মিছিলে পা মেলানো মানুষের অধিকাংশের গায়েগতরে খাটার ছাপ। তৃণমূল, বিজেপির দ্বিমেরুর আঁচ কাটিয়ে কিছু লোক যে গ্রামেগঞ্জে, শহরের বস্তিতে থেকে গিয়েছেন, সিপিএমের ব্রিগেড যেন তারই প্রদর্শনী। দলের বহু দূরের অতীতের প্রতিচ্ছবি যেন।

সেকালে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের পাশাপাশি সিপিএম রাজনীতির ভাষ্য ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল কিংবা উত্তর দিনাজপুরের বাচ্চা মুন্সি। ২০১১-তে ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএমে ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির রাজত্ব শুরু হওয়ার পর 'বাম থেকে রাম'-এর নতুন প্রবণতা বাস্তব হয়ে ওঠে। যার অভিঘাতে সংসদীয় রাজনীতিতে তীব্র ধাক্কা লাগে সিপিএমে। কেরল বাদে সেই রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে দলটি।

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আন্দোলনের কৌশল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট, কিছুদিন আইএসএফের সঙ্গে সখ্য ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা সিপিএমকে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হলেও একদা দলের দাপুটে নেতা সম্প্রতি প্রয়াত আবদুল রেজ্জাক মোল্লার 'কালো চুলের তাজা ছেলে'-র ফর্মুলা মেনে যুব সংগঠনকে সামনে রেখেও সিপিএম চেষ্টা কম করেনি। সেই চেষ্টায় সামনে উঠে এসেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দলের খরা কাটেনি।

ছাত্র-যুবর ভিড় আগের চাইতে বাড়লেও ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। নতুন তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ-ক্ষোভ উগরে দিলেও গ্রাম, শহরে অতীতের ভোটব্যাংক নিম্নবিত্তদের সমর্থন ফেরাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে গিয়ে সংগঠন, আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে তরুণ বাহিনী টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। অধুনা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোয় মুখ বদল হলেও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কোনও লক্ষণ এখনও দৃশ্যমান নয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক, খেতমজুর, বস্তিবাসী, শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক মানুষকে সামনে রেখে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত ঘটল ব্রিগেডে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে যুগপৎ তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে শপথ-গর্জন শোনা গেল বটে সেখানে, কিন্তু তাতে ভোট রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পাওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হল না। লক্ষ্য ঘোষণা করলেই হয় না, লক্ষ্যপূরণ কোন পথে, সেই দিশাটা স্পষ্ট করা দরকার। ব্রিগেডের খামতি সেখানেই।

খেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী, নিজে খেতমজুর বন্যা কিন্তু সঠিক জায়গাটার দিকে আলো ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ভোটের রাজনীতি আর মাঠের লড়াই আলাদা। মাঠের আন্দোলন না করে ভোটমুখিনতায় অগ্রাধিকার যে সোনার পাথরবাটি- সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন হুগলির গুড়াপের সাধারণ ঘরের, সাধারণ চেহারার মহিলাটি। ব্রিগেড কিন্তু কোন পথে সেই মাঠের লড়াই, তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

ভিড় যতই বেশি হোক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের নেতাদের মতো এই প্রজন্ম যদি প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না পারে, তবে এই নতুন পরীক্ষাও সিপিএমের ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্রিগেডের দু'দিন পর ঘটনাচক্রে আজ লেনিনের জন্মদিন। দিশাহীনতার পাঁক সিপিএমকে এখনও ছাড়েনি। নিছক ভোটচক্রের কলুষ গায়ে থাকলে 'পথে এবার নামো সাথী' গানের ভাষা হয়েই থেকে যাবে। বন্যার ডাক নিষ্ফল হবে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

নমোর বানপ্রস্থ যাত্রার সম্ভাবনা এবং

নরেন্দ্র মোদির ৭৫ হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বিজেপিতে। প্রশ্ন, তাঁর জন্য কি নিয়ম পালটাবে আরএসএস?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বছর চারেক আগে বাংলারই প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ মজার ছলে বলেছিলেন, 'সাহেব সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন, সেদিন কোনও কাগজেই তাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি, তাহলে উতলা হয়ে ওঠেন।'

এই 'সাহেব' যে কে বিজেপি মহলে সবাই জানেন। কথাটি মজার ছলে যিনি বলেছিলেন, তাঁর কপালে আর রাজ্যসভার শিকেটি ছেঁড়েনি।

মজার বিষয়, বিজেপির 'সাহেব' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির ভবিষ্যৎ নিয়েও এখন চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি কি ২০২৯ অবধি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, নাকি এই বছরই তাঁকে বানপ্রস্থে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করছেন মোহন ভাগবত? নাকি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন সংবিধান পালটে। অনেক ক্ষমতা নিয়ে। বিজেপির অন্দরে, দিল্লির রাজনৈতিক মজলিশে চর্চা এখন এ নিয়েই। তার আগে আর একবার ফিরে যাই ওই সাংসদের বলা কথাটির খেই ধরে।

এটা অনস্বীকার্য যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি বা অতীতে বিজেপির তারকা নেতারা যা পারেননি বা যা করেননি, সেই কাজটি মোদি অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কাজটি কী? কাজটি এই যে, সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে নিজের এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যাতে মনে হয় মোদি ব্যতীত বিজেপি বৃথা। সংগঠনের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা বাজপেয়ী-আদবানি বা সংঘ পরিবারের অন্য কেউ করেননি, সেই কাজটি সংঘের শতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র মোদি করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন।

যিনি নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এত তৎপর, এত কুশলী, এটাই স্বাভাবিক যে প্রচারের আলোর বাইরে তিনি কখনও ছিটকে যেতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন না আদবানির মতো মার্গদর্শকের তকমা নিয়ে অন্তরালে চলে গিয়ে নিভৃত জীবনযাপন করতে। বরং তিনি চাইবেন প্রচারের আলোয় জীবনটা অতিবাহিত করতে। আর তা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বড়ই দরকার।

সংঘ পরিবারে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম রয়েছে। পঁচাত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলে প্রশাসন অথবা দলীয় পদে আসীন থাকা চলবে না। পদটি ছাড়তে হবে। আদবানির মনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা থাকলেও, শুধুমাত্র সংঘের এই একটি নিয়মের কারণে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির অন্তরালে চলে যেতে হয়েছিল। সংঘের এই একটি নিয়মের দোহাই পেড়ে মোদি-শা'রা তাঁকে সাড়ম্বরে বিদায় জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে মোদি পঁচাত্তর পূর্ণ করছেন। এখন তাঁকেও আদবানির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় কি না তা দেখার জন্য বিজেপির অন্দরে নীতিন গড়করিরা অপেক্ষায়।

গুঞ্জনটা বেড়েছে সম্প্রতি মোদির নাগপুর সফর এবং সেই সফরে সরসংঘচালক ভাগবতের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত এগারো বছরে এই প্রথম মোদি নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পেরেছেন। সেখানে সংঘের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাগবতের সঙ্গে একান্তে বৈঠক সেরেছেন। এগারো বছরে যিনি সময় পেলেন না, হঠাৎ এই বছরই তাঁকে নাগপুরে কেন সংঘের সদর দপ্তরে ছুটে গিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, তা নিয়ে সব মহলের কৌতূহল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে বৈঠক নিয়ে না মোদি, না ভাগবত, কেউই মুখ খোলেননি।

কেউ মুখ না খুললেও ছিটকে ছাটকে বিজেপি এবং সংঘের অন্দরমহল থেকে কিছু খবর বাইরে আসছেই। যেটুকু খবর বাইরে এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটি বিষয় নিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে মোদির একান্ত আলোচনা হয়েছে। প্রথমটি বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি...।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে এবার সভাপতির পদ ছাড়তেই হবে। সংঘ পরিবার সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে আরএসএসের সবুজ সংকেতের ওপর। আর গোলটা সেখানেই বেধেছে।

মোদি-শা চান নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা।

মোদি-শা চাইছেন নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা। এই ধোঁয়াশার ভিতর একটি রফাসূত্রের ইঙ্গিত কেউ কেউ দিচ্ছেন। কী সেটি? শেষপর্যন্ত হয়তো সংঘের মনোনীত ব্যক্তিকেই সভাপতি পদে মেনে নেবেন মোদি-শা। পরিবর্তে সংঘও মোদি-শা'র একটি অনুরোধ মেনে নেবে। কী সেই অনুরোধ? ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ২০২৯ সাল পর্যন্ত মোদিকেই প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেবে সংঘ।

কিন্তু এ নিয়েও নানা তর্কবিতর্ক, নানা সন্দেহ সংশয়। ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বলছেন, মোদি-শা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই প্রস্তাবটি সংঘের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সংঘ যে এই প্রস্তাবটি মেনে নেবে সে ইঙ্গিত এখনও দেয়নি। মোদি-শা'র ঘনিষ্ঠ মহলের যুক্তি, এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে মোদির মোকাবিলা করার মতো ব্যক্তিত্ব বিরোধী দলগুলির ভিতরে নেই। ভোটদাতাদের ভিতর মোদির যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা বিজেপির অন্য নেতার নেই। কাজেই ২০২৯ পর্যন্ত মোদি প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকলে চতুর্থবার বিজেপির জিতে ক্ষমতায় আসা অনেক সুগম হবে। এই সময়কালের ভিতর মোদির বিকল্প হিসেবেও কাউকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। সেপ্টেম্বরে মোদিকে বিদায় নিতে হলে এত অল্প সময়ে বিকল্প নেতাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সেটি ভালো না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজবে কি না, সে নিয়ে কেউই নিশ্চিত নন। মোদি যেমন সাফল্যের সঙ্গে সংগঠনকে ছাপিয়ে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, সেটি তাঁর পক্ষে যে ক্ষতিকরও, দলে মোদি-ঘনিষ্ঠরা এখন বুঝতে পারছেন। রাজনাথ সিং-নীতিন গড়করি-শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারা আগেই এই সর্বগ্রাসী ভাবমূর্তি তৈরিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। গত কয়েক বছরে 'হিন্দুত্বের আইডল বয়' যোগী আদিত্যনাথও মোদির ওপর ক্ষুব্ধ। এমনকি, মোদির দক্ষিণহস্ত হিসাবে পরিচিত অমিত শা'র ভিতরও নাকি ইদানীং একটু অসন্তুষ্টি লক্ষ করা যাচ্ছে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির প্রবণতা সংঘ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। সংঘ অতীতেও কখনও চায়নি, এখনও চায় না সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠুক। সংঘ মনে করে, সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠলে সংগঠনে ব্যক্তিপুজো এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। ভবিষ্যতে যার খেসারত সংগঠনকে দিতে হয়। সরসংঘচালক ভাগবত এর আগে বিভিন্ন সময়ে ঠারেঠোরে এই সতর্কবার্তা বিজেপিকে দিয়েছেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গে সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও সংঘের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত নির্বাচনে সংঘ সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে না নেমে বিজেপিকে বুঝিয়েও দিয়েছে, মোদি-নির্ভরতা তাদের ত্যাগ করতে হবে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির এই প্রবণতা সংঘের সঙ্গে মোদির দূরত্ব বাড়িয়েছে। সে দূরত্ব যে মোদি নাগপুরে ছুটে গেলেই ঘুচে যাবে এমনও নয়। বরং মোদির ভিতর সংঘ সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে অনেকদিন থেকেই- রাজনৈতিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাওয়ার ভয়।

নাগপুরের বৈঠকের পর গড়করি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় যোগী। সক্রিয় আরও কেউ কেউ। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের কাছে এমন খবরও পৌঁছেছে যে, নরেন্দ্র মোদির জন্য সংঘ তার এতদিনের প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন আনতে রাজি হচ্ছে না। আদবানির পথই হয়তো মোদির পথ হবে শেষপর্যন্ত। যে কারণেই 'সাহেব' হয়তো এখন একটু লো প্রোফাইলে চলছেন।

যদি তাই হয় তাহলে মোদির পর কে? এই প্রশ্নে হাসতে হাসতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির এক সদস্য বললেন, 'কে তা জানি না। তবে অমিত শা নন, এটুকু বলতে পারি।' সে এক অন্য কাহিনী...।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৯১৬

কিংবদন্তি অভিনেত্রী, গায়িকা কানন দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি।

আলোচিত

চলতি সপ্তাহেই রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হতে পারে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলে মস্কোর উপর থেকে আর্থিক, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করব। তারপর দু'দেশই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে। সমৃদ্ধিশালী হবে।

– ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

গ্যাব্রিয়েল ডেভিস একজন হেভিওয়েট হেড ব্যালেন্সার। নানা স্টান্ট দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছেন। ব্রুকলিনের রাস্তায় সাইকেল চালানোর সময় মাথায় ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ফ্রিজ মাথায় দু'হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে প্যাডল করছেন।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে অসুস্থ স্ত্রীকে এনেছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব। তাঁরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে, তখন এক চিকিৎসক তাঁদের আক্রমণ করেন। বৃদ্ধকে চড় মারেন, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। লাঞ্ছিত বৃদ্ধের স্ত্রী। বরখাস্ত চিকিৎসক।

জনমন

জনমত

শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ প্রয়োজন

সম্প্রতি এক রবিবারের বিকেলে আমি হার্ট অ্যাটাক নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, আমার মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাঁরা আমাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এখানেই চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাঁরা জানান, হাসপাতালে কোনও কার্ডিওলজিস্ট নেই। তাও আমি বলি, অন্তত এক রাত আমি মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে থাকতে চাই। হাসপাতালের উন্নতমানের চিকিৎসা আমাকে এক রাতের মধ্যে এতটাই সুস্থ করে তোলে যে, পরের দিন সকালে বাসে করে মেডিকেলে ভর্তি হতে যাই।

সুপারকে অনুরোধ, শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যবস্থা করুন। তাহলে অনেক মানুষ আপনাদের ভালো চিকিৎসার সুবিধা পাবেন এবং মেডিকেলে অনর্থক ভিড়ের চাপ কমবে।

কমল ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গেও চলন্ত ট্রেনে এটিএম চাই

১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বই থেকে থানের (৩৪ কিমি দূরত্ব) মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। ঠিক তার ১৭২ বছর পর ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল ভারতীয় রেলে চালু হল চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা। মুম্বই থেকে নাসিক জেলার মানমাড়গামী (২৫৮ কিমি দূরত্ব) পঞ্চবটী এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হল। মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও এই এটিএম পরিষেবা পাওয়া যাবে। চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় সফরকারী যাত্রীদের কারও আপৎকালীন কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তা পেয়ে যাবেন এবং বেশ উপকৃত হবেন।

ভারতীয় রেলের এই নতুন জনহিতকর উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা ঠিকঠাকভাবে চালু থাকবে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং অদূরভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হবে। ভারতীয় রেলের উন্নয়ন মানে তো ভারতেরও উন্নয়ন।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুটেনবার্গ বাইবেল, হীরকসূত্র ভোলা কঠিন

আন্তর্জাতিক বই দিবস আগামীকাল। বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে আতঙ্ক ছড়ালেও, বই চিরন্তন হয়েই থাকবে।

রামকানাই দাস

আন্তর্জাতিক বই দিবস প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, আগে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দিনটা পালন করা হত। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেসকো শেক্সপিয়র এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুদিবস ২৩ এপ্রিল তারিখে 'বিশ্ব বই দিবস' এবং 'কপিরাইট দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে, মানবসমাজে বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিছিল, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের মতো নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এই অবসরে, বই দিবস আলোচনার সূত্র ধরে, আমরা বই কাকে বলা যাবে সে সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিতে পারি। বিস্তৃত অর্থে বইয়ের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় একটা কথা। এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, কাগজে বা অন্য কিছুর পাতলা পৃষ্ঠায়, হাতে লেখা বা মুদ্রিত রূপে সজ্জিত পাতাসমূহের গুচ্ছ। যা একধারে বাঁধা থাকে এবং দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত থাকে, তাকে বই বলা যেতে পারে।

সংজ্ঞা মোতাবেক বইয়ের বাস্তব রূপ ধারণেই অনেক আগে থেকে, লিপি আবিষ্কারেরও আগে মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষত ধর্মীয় স্তুতি কথা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত প্রচার চলে আসছিল। সেসব তখন মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত।

খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৪র্থ শতাব্দী সময়কাল থেকে মানুষ লিপি আবিষ্কার এবং বক্তব্যের লিখিত রূপ দিতে শুরু করে। আদিতে পুস্তকাকারে নয়, বিভিন্ন নির্দেশ বা উক্তি পাহাড়ের দেওয়াল, মাটির পাটা, পাথর, ধাতুর পাত ইত্যাদি মাধ্যমে খোদিত হত। পরবর্তী সময়ে হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন হয়। এ ব্যাপারে যুগান্তর ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর। সে সময় থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৪৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর '৪২ লাইন বাইবেল' বা 'গুটেনবার্গ বাইবেল' বইটি প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হিসেবে প্রচারিত। তবে বাস্তবে চিনে এর অনেক আগে থেকেই মুদ্রিত বই প্রকাশ হয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে সেখানকার সুপ্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক 'হীরকসূত্র'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি নামই ভোলা কঠিন পৃথিবীর।

সময়ের সঙ্গে বইয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ রূপ অনেক পরিশীলিত, বর্ণময় হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছরে, বিশেষত করোনাক্লিষ্ট দুটি বছরে সহসা বইয়ের প্রচলিত সংজ্ঞা ও ভবিষ্যৎকে যেন এক ঝটকায় ক্রান্তিকালের প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাঠকের অঙ্গুলি নির্দেশে মুহূর্তে আবির্ভূতা নিরাকার মায়াবী আধুনিক বই আজ পরম্পরা প্রচলিত সুগঠিত সাকার জড় বইকে যেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে ভালো দিক একটাই। ই-বুক বর্তমানে দিন-দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সুবিধে অনেক, তাই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এটা সংরক্ষণের জন্য কোনও লাইব্রেরি বা ঘরের প্রয়োজন হয় না। যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। প্যাকিং খরচ বা পরিবহণ খরচ নেই।

এর পরেও একটা কথা বলা যায়। নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত হয়ে সুগঠিত ও সাকার বই বিরাজমান থাকবে বহুকাল। আপন গৌরব আর আভিজাত্যে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। কৃষি দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২১

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলীকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনা বা রুপার পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা অবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪১২০

পাশাপাশি : ১। আরবি ৪। চালিত ৫। পাশা ৭। কাকলি ৮। বশীভূত ৯। বাতায়ন ১১। পালুই ১৩। কুব্জ ১৪। বহর ১৫। দমন।

উপর-নীচ : ১। আঢাকা ২। বিচালি ৩। মতলব ৬। শানিত ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : রবিবার ইস্টারের দিন তিনি সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার বারান্দায় বসে হাসিমুখে আশীর্বাদ করেছিলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে। ঘটনাচক্রে সেদিনই পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। পোপের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য একান্তে আলোচনাও হয় তাঁর। তখন কে জানত, সোমবার সকালেই জীবনাবসান হবে পোপ ফ্রান্সিসের!

বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটিরও বেশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস আর নেই। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি সোমবার (ইস্টার মানডে) সকালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান।

ভ্যাটিকান থেকে এক ভিডিও বার্তায় জানানো হয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ভ্যাটিক্যানে তাঁর বাসভবন কাসা সান্টা মার্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পোপ। কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ভ্যাটিকান টিভিতে বলেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পবিত্র পিতা ফ্রান্সিস আর আমাদের মাঝে নেই। আজ (সোমবার) সকালে রোমের বিশপ পরমেশ্বর পিতার ভবনে ফিরে গিয়েছেন।'

দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

পোপের মৃত্যুতে শোকাহত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স বলেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না তিনি নেই। গতকালই তো তাঁর সঙ্গে কত কথা হল!' শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে পুরোনো কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পোপ ফ্রান্সিস গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে করুণা, নম্রতা এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' শোকপ্রাকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পোপ ফ্রান্সিস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার পরিবর্তে রোমের সান্তা মারিয়া ম্যাজিওরে বাসিলিকায় সমাধিস্থ করা হয়। এছাড়া তিনটি কফিনের বদলে একটি কাঠ ও দস্তার কফিনেই যেন রাখা হয় তাঁকে। প্রয়াত ধর্মীয় নেতার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে শত বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও পোপ সমাধিস্থ হবেন ভ্যাটিকানের বাইরে।

আর্জেন্টিনার বাসিন্দা জর্জ মারিও বেরগোলিও ২০১৩ সালে ৭৬ বছর বয়সে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম যিশু সংঘের সদস্য (জেসুইট) যিনি ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে আসেন এবং আমেরিকা মহাদেশ থেকে হন প্রথম পোপ। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল।

প্রার্থনা... পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গির্জায় গির্জায় তাঁকে স্মরণ। সোমবার চেন্নাইয়ে।

ইন্টাররেগনাম (পোপের মৃত্যু-পরবর্তী শূন্য সময়)

- পোপের মৃত্যুর পর ভ্যাটিকানে 'ইন্টাররেগনাম' শুরু হয়।
- ভ্যাটিকানের ক্যামেরলেনগো (কোষাধ্যক্ষ) তিনবার পোপের নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেলে মৃত্যুর ঘোষণা করেন।
- আগের যুগে রূপার হাতুড়ি দিয়ে কপালে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হত, যা ১৯৬৩ সালের পর থেকে বন্ধ।
- পোপের অ্যাপার্টমেন্টে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আগে এটি করা হত লুটপাট রুখতে।
- পোপের 'ফিশারম্যান' রিং ও সিল ভেঙে ফেলা হয়, যা তাঁর ক্ষমতার অবসান নির্দেশ করে।

সমাধি

- পোপের মৃত্যুর ৪-৬ দিনের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি বা সমাহিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় (নিয়ম অনুযায়ী)।
- সাধারণত সেন্ট পিটার্স বাসিলিকায় তাঁকে সমাহিত করা হয় (যদি না অন্য কোথাও সমাহিত করার ইচ্ছা থাকে)।
- এরপর শুরু হয় ৯ দিনের শোক পালন।

নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া (পাপাল কনক্লেভ)

- মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কনক্লেভ (সম্মেলন)-এ অংশ নেন কার্ডিনালরা।
- ৮০ বছরের নীচের বয়সি কার্ডিনালরা ভোট দিতে পারেন। (এই মুহূর্তে ভারতে ৬ জন কার্ডিনাল থাকলেও তাঁদের মধ্যে চারজন ভোট দিতে পারবেন। এঁরা হলেন কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কুভকাড, অ্যান্থনি পুলা, ক্লিমিস বেসলিওস এবং ফিলিপ নেরি ফেরাও।)
- সিস্টিন চ্যাপেলে গোপন ভোট হয়। ভোটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন তাঁরা।
- প্রতিবার ভোটের পরে ব্যালট পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
- কালো ধোঁয়া মানে এখনও পোপ নির্বাচিত হননি, সাদা ধোঁয়া মানে নতুন পোপ নির্বাচিত।

পরের পোপ কে, দৌড়ে এশীয়রাও

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : মুকুট পড়ে আছে, রাজা নেই। ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেন কে? কে হবেন ক্যাথলিক গির্জার পরবর্তী সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা? এই নিয়ে কৌতূহল বিশ্বজুড়ে।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ। রোমে শোকের আবহেই কার্ডিনালদের গোপন বৈঠকে (প্যাপাল কনক্লেভ) নতুন পোপ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে, এবারই কি প্রথম পোপের গুরুভার অর্পণ করা হবে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়কে?

সাধারণত পরবর্তী পোপ বাছাই করা হয় একটি 'কনক্লেভ' বা সম্মেলনের মাধ্যমে। কোনও পোপের মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে ওই সম্মেলন শুরু হয়। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর পরবর্তী পোপ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অনেকেই। চলুন, দাবিদারদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কয়েকজনকে দেখে নেওয়া যাক।

পিটার টার্কসন ৭৬

জন্ম ঘানায়। কেপ কোস্টের এই প্রাক্তন বিশপ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ হতে পারেন। ২০১৩ সালের পোপ নির্বাচনের সময়ও তাঁর নাম শীর্ষে ছিল। সমকামী সম্পর্ক নিয়ে তিনি মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আফ্রিকায় কঠোর আইন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেখানকার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

লুইস আন্তোনিও তাগলে ৬৭

ফিলিপিন্সের ম্যানিলার প্রাক্তন আর্চবিশপ তাগলে হতে পারেন প্রথম এশীয় পোপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্যাথলিক জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই তাঁর নির্বাচন গির্জার বিস্তারে ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

পিয়েত্রো পারোলিন ৭০

পোপ ফ্রান্সিসের সচিব হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এই কার্ডিনাল। রক্ষণশীল হিসাবে পরিচিত এই ধর্মীয় নেতা সমকামী বিবাহকে মানবতার পরাজয় বলে অভিহিত করেছিলেন ২০১৫ সালে। তবে চিনের সঙ্গে গির্জার বিতর্কিত ২০১৮ সালের চুক্তির জন্য তাঁর ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পিটার এরদো ৭২

হাঙ্গেরির এস্টারগোম-বুদাপেস্টের এই আর্চবিশপ ক্যাথলিক গির্জার রক্ষণশীল শাখার প্রতিনিধি। যদিও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনে যাজকদের ওপর নিপীড়নের সময় প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল তাঁর। বিবাহবিচ্ছিন্ন বা পুনর্বিবাহিতদের পবিত্র কমিউনিয়নে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

হোসে টোলেন্তিনো ৫৯

পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপের এই আর্চবিশপ তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রার্থী। তিনি আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাইবেল শিক্ষার সংযোগ তৈরির পক্ষে এবং মনে করেন যাজকদের সিনেমা ও সংগীতের সঙ্গেও যুক্ত থাকা উচিত।

মাত্তেও জুপি ৬৯

বোলোনিয়ার এই আর্চবিশপ ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের মানবিক দিকটি জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

মারিও গ্রেক ৬৮

মাল্টার গোজোর প্রাক্তন বিশপ গ্রেক বর্তমানে বিশপদের সিনোডের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি গির্জাকে সমকামী ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বিষয়গুলি 'নতুনভাবে' দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবার্ট সারাহ ৭৯

ফরাসি গিনি থেকে উঠে আসা এই অভিজ্ঞ কার্ডিনাল পোপ হলে তিনিও হবেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ। তবে বয়স তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তিনি বেশ রক্ষণশীল মনোভাবের এবং 'লিঙ্গ ভাবধারা' ও ইসলামিক মৌলবাদের কড়া সমালোচক।

এঁদের মধ্যে কে হবেন পরবর্তী পোপ, সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্ববাসী। কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় নেতা না কি আফ্রিকান, কার শিরে উঠবে ভ্যাটিকানের রাজপাট! নাকি ক্যাথলিক গির্জা আবারও হাঁটবে চেনা পথেই! সময়ই তার উত্তর দেবে। আপাতত অপেক্ষা।

বিচারককে 'দেখে নেওয়া'র হুমকি আসামির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : 'বাইরে আয়, দেখব কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!' খাস আদালতে দাঁড়িয়ে এভাবেই হুমকি দেওয়া হল এক মহিলা বিচারককে। দোষী সাব্যস্ত আসামির এহেন বেপরোয়া আচরণে হতবাক আদালত।

দিল্লির একটি আদালতে একটি চেক বাউন্স মামলার রায় দেওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ও তাঁর আইনজীবী মিলে মহিলা বিচারককে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ২ এপ্রিল, বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলার আদালতে।

'নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর ১৩৮ নম্বর ধারার অধীনে বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চেক বাউন্স মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর আসামিকে জামিনের শর্ত অনুযায়ী ধার্য ৪৩৭এ ধারায় বন্ড জমা দিতে বলা হয়।

রায় শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দোষী আসামি। আদালতে বসেই তিনি বিচারকের দিকে কিছু ছুড়ে মারার চেষ্টা করেন এবং তাঁর আইনজীবীকে বলেন, 'আমি কিছু শুনতে চাই না, যে করে হোক রায় বদল করাও।' এরপর বিচারকের দিকে ঘুরে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তু হ্যায় ক্যা চিজ, তু বাহার মিল দেখতে হ্যায় ক্যায়সে জিন্দা ঘর জাতি হ্যায়!' ('তুই কী জিনিস? বাইরে দেখা কর, দেখি তুই কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!')

তবে হুমকির মুখেও অবিচলিত ছিলেন মহিলা বিচারক। তিনি তাঁর রায়ে লেখেন, অভিযুক্ত এবং তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণ না করে বরং তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানান, কোনওরকম ভয়ভীতির কাছে নতিস্বীকার না করে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তিনি এ নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাবেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এছাড়া দোষী সাব্যস্ত আসামির আইনজীবী অতুল কুমারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। তাতে বলা হয়েছে— কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলা রেফার করা হবে না, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে।

আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ান

রায়পুর, ২১ এপ্রিল : কেন্দ্র মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে শান্তি প্রস্তাব দিলেও নাশকতা অব্যাহত রেখেছে মাওবাদীরা। সোমবার বিজাপুরে এক শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের। মৃত বছর ২৬-এর মনোজ পূজারি মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুরের টয়না-ফারসেগড় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান মনোজ রাস্তায় তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর পায়ের চাপে বিস্ফোরণ ঘটে। ছত্তিশগড় সরকার এই ঘটনার কড়া নিন্দা করে জানিয়েছে, মাওবাদীদের এটা কাপুরুষোচিত কাজ। যাঁরা গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন ও সংযোগস্থাপনের কাজ করছেন, তাঁদের নিশানা করেছে মাওবাদীরা। ঘটনার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ, ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া ট্রাম্প। যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে বহুদিন থেকে আলোচনা চালাচ্ছেন তাঁর বিশ্বস্ত কূটনীতিকরা। অন্যদিকে নানাভাবে টালবাহানা চালাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাফল্য অধরা। তাতে ট্রাম্পের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম। যুদ্ধবিরতি না হলে ইউক্রেনের বিরল খনিজসম্পদ আমেরিকার হাতে আসবে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই সপ্তাহে হতে পারে। ট্রাম্প এও বলেছেন, চুক্তি কার্যকর হলে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে আমেরিকা। তখন রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে পারবে। সূত্রের খবর, ইউক্রেন থেকে দখল করে নেওয়া ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মান্যতা দিতে পারে ট্রাম্প সরকার। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন তিনি।

মুর্শিদাবাদ হিংসা : মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকা। হিংসার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন। সেই মামলার শুনানিতে উঠল শীর্ষ আদালতের 'অনধিকার চর্চা'র প্রসঙ্গ। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারীর দাবি মানতে গেলে তো রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। আবেদনকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি গাভাইয়ের পর্যবেক্ষণ, আপনারা কী চাইছেন? আমরা আপনাদের আবেদন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখিত নির্দেশ দেব? আমাদের বিরুদ্ধে তো ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পরিসরে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি কোনও কোনও মহল থেকে শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তথা সংসদীয় পরিসরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে সাংবিধানিক বিধিনিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর বিজেপির একাধিক নেতা পালটা সরব হয়েছেন। গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট অনধিকার চর্চা করেছে। শীর্ষ আদালতই যদি সব বিষয় স্থির করে দেয় তাহলে সংসদ ও বিধানসভার কার্যকারিতা থাকে না।' ওয়াকফ আইনের কিছু অংশের প্রয়োগের ওপর সুপ্রিম স্থগিতাদেশ জারি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর বলেন, 'এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা অবশ্য দলের নেতাদের বক্তব্যকে 'ব্যক্তিগত' বলে জানিয়েছেন। তবে দলের তরফে নিশিকান্ত বা দীনেশের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। সেই মামলার রায়ে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়েছিল, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে আদলত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এদিকে মুর্শিদাবাদে হিংসা নিয়ে দায়ের হওয়া অপর একটি মামলা এদিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি দায়ের করেন দেবদত্ত মাজিদ নামে একজন। তাঁর আইনজীবী শশাঙ্কশেখর ঝা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানান।

কিন্তু বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এনকে সিংহের বেঞ্চ জানায়, নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য পেশ করেনি আবেদনকারী পক্ষ। এরপরই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে আরও প্রস্তুতি নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মামলা খারিজের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন মুর্শিদাবাদ হিংসা সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে তৃণমূলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস, আরজেডি ও এআইএমআইএম মামলা দায়ের করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেসও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে করেছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কবে মামলা দায়ের করা হবে বা কী পদ্ধতিতে করা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এর আগেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি পিটিশন করেছিলেন। এবার দলই আইনি লড়াইয়ে নামতে চলেছে। ওয়াকফ আইন ঘিরে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ ও হিংসার ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করাচ্ছেন, যাতে পরবর্তী সময়ে সেই কাগজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বয়ান লেখা যেতে পারে। তৃণমূলের দাবি, 'এই পুরো পরিকল্পনার পিছনে বিজেপি ও আরএসএস কাজ করছে এবং পূর্ববর্তী সন্দেশখালি পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে।' দলের রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'জাতীয় মহিলা কমিশন এখন 'কুখ্যাত কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সাদা কাগজে ধর্ষণের অভিযোগের জন্য স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। এবার একই চিত্র দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও মালদায়।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষরধাম মন্দিরে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স। সঙ্গে সন্তানরা। নয়াদিল্লিতে।

মোদির বাসভবনে বৈঠকে ভান্স

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : চারদিনের সরকারি সফরে সোমবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে পা রাখলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সঙ্গী স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি এবং তিন সন্তান। বিমান থেকে নামার সময় জেডি-ঊষার দুই ছেলে ইউয়ান, বিবেক এবং মেয়ে মিরাবেলের পরনে ছিল ভারতীয় পোশাক। ভান্সের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়ার ডিরেক্টর রিকি গিল এবং পাঁচ উচ্চপদস্থ আধিকারিক। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে আসার আগে ভান্সের চলতি ভারত সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে ভান্সকে দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার। তাঁকে স্বাগত জানান রেল ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তার আগে ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। সেখানে হাজির ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

সূত্রের খবর, বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ভারত-আমেরিকার সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি। ক্ষমতায় আসার পর পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তিন মাসের জন্য সেই শুল্ক স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন সেব্যাপারেও মোদি ও ভান্সের মত বিনিময় হয়েছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সফর চলাকালীন দুই দেশের মধ্যে 'ট্রাস্ট' অর্থাৎ ট্রান্সফর্মিং রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিং স্ট্র্যাটেজিক টেকনলজি নামে একটি নতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লিতে পা রেখেই সপরিবারে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরে দর্শনের জন্য যান ভান্স। মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। দেওয়া হয় একটি খোদাই করা কাঠের হাতি, মন্দিরের মডেল ও বই।

মন্দিরের ভিজিটরস বুকে ভান্স লিখেছেন, 'আমার পরিবারকে যে উষ্ণতা ও সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে তাঁর জন্য ধন্যবাদ। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও যত্ন নিয়ে তৈরি এই মন্দির ভারতের গর্ব। আমাদের সন্তানরা এখানে খুব উপভোগ করেছে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁর কনভয়ের যাতায়াতের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরগাঁওয়ের নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে।

তবে ভান্স পরিবার মন জয় করে নিয়েছে ভারতীয়দের। তাঁদের তিন সন্তানের পোশাক নজর কেড়েছে সমাজমাধ্যমে। ৮ বছরের ইউয়ান এবং ৫ বছরের বিবেক পরেছিল হলুদ ও ধূসর কুর্তা-পাজামা, আর ৩ বছরের মিরাবেল পরেছিল সবুজ আনারকলি ও এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট।

ঊষা ভান্স লাল রঙের লম্বা পোশাকের ওপর সাদা ব্লেজার পরেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নেভি-ব্লু সুটে। ২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় তিনি রাজস্থানের আম্বার দুর্গ পরিদর্শন করবেন এবং বিকেল ৩টায় রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বক্তৃতা দেবেন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। ২৩ এপ্রিল আগ্রা সফরের পর জয়পুর ফিরে সিটি প্যালেস দর্শন করবেন। ২৪ এপ্রিল সকালে আমেরিকা ফিরে যাবে ভান্স পরিবার।

জেডি ভান্সের স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ ও মা লক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ মাদ্রাজ আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা লক্ষ্মী মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। তবে চারদিন ভারতে থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশে যাওয়ার কোনও কর্মসূচি তাঁদের নেই।

নজরে বাণিজ্য

বস্টনে বিস্ফোরক রাহুল

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : বিদেশ সফরে গিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের বিপুল জয় নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। রবিবার আমেরিকার বস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, মহারাষ্ট্রে ভোটদাতাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পড়েছে। বিধানসভার ভোটগ্রহণের দিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে জানায় দু-ঘণ্টায় নাকি ৬৫ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এটা বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতে, এত বিপুল সংখ্যায় ভোট পড়লে ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ত। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। রাহুলের কথায়, 'একজন ভোটারের ভোট দিতে ৩ মিনিট সময় লাগে। এই হিসাবে রাত ২টো পর্যন্ত বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন থাকার কথা। কিন্তু সেটা ছিল না।' কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুলের অভিযোগ, 'আমরা ওদের (নির্বাচন কমিশন) কাছে ভোটগ্রহণের ভিডিওগ্রাফি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবেদন শুধু ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, আইনও বদলে ফেলা হয়েছে। যাতে আমাদের পক্ষে ভিডিওগ্রাফি চাওয়া সম্ভব না হয়।' তিনি বলেন, 'খুব পরিষ্কার যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আপস করেছে। গোটা প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবে কিছু গলদ ছিল।'

'আপস করেছে কমিশন'

বস্টনে রাহুল গান্ধি। সঙ্গী স্যাম পিত্রোদা।

বিদেশে রাহুলের বক্তব্য আলোড়ন ফেলেছে ভারতে। তবে নির্বাচন কমিশন নয়, কংগ্রেস নেতাকে জবাব দিয়েছে বিজেপি। শুধু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খারিজ করাই নয়, রাহুল ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সোমবার বলেন, 'ইডি পদক্ষেপের কারণে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এতে কিছুই হবে না। ইডি আপনাকে রেহাই দেবে না। কারণ ওরা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে।'

সম্বিতের হুঁশিয়ারি, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা চলছে। আপনি রেহাই পাবেন না। আপনার মা সহ আপনাকে অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে। আপনারা জেলে যাবেন।' বিজেপি নেতা আরও বলেছেন, 'আপনি বিশ্বাসঘাতক। শুধু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অপমান করেননি, বরং ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আপনি এবং আপনার মা দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আপনি এবং আপনার মা পার পাবেন না।'

পাটানি নন তিনি, সত্যিই এক পাটরানি

খুশবু পাটানিকে চেনেন? এমনিতে না-ও চিনতে পারেন, তবে পদবি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝবেন। তিনি দিশা পাটানির কেউ। ঠিকই ধরেছেন, দিশার বোন তিনি। সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন একসময়। মেজর ছিলেন। তবে এখন শুধুই দেশের কাজ করে চলেন খুশবু।

বোনের মতো ডাকসাইটে সুন্দরী। তবু সিনেমায় কোনও দিন যাননি। বরং সমাজ তাঁকে অনেক বেশি টানে। খুশবু থাকেন লখনউতে। সেখানে বরেলিতে তাঁর বাড়ি। সকালে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন খুশবু। আর তখনই তাঁর কানে আসে কান্নার আওয়াজ। বাড়ির পিছন থেকে একটা ছোট্ট মেয়ের গলায় কান্নার আওয়াজ আসছে না?

খুশবু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, একটি শিশু মাটিতে শুয়ে কাঁদছে, মুখে আঘাতের চিহ্ন। শিশুটিকে একটু শান্ত করেই খুশবু প্রথমে নিজের বাড়িতে আনেন এবং তাঁর শুশ্রূষা করেন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ শিশুটিকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও গোটা ঘটনাটি পোস্ট করেন খুশবু পাটানি। পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশ-প্রশাসন সকলকেই ট্যাগ করে লেখেন, 'যাকে রাখে সাইয়া, মার সাকে না কোই।
আশা করি, কর্তৃপক্ষ ওর সঠিক দেখভাল করবে। দয়া করে দেশের কন্যা সন্তানদের রক্ষা করুন! কতদিন চলবে এইসব? ও যাতে সঠিক পরিবারে যায় এবং ওর ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, তা নিশ্চিত করব আমি।'

সার্কেল অফিসার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে ওই শিশুটিকে ফেলে গিয়েছে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাগি বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় আমির

মুক্তির জন্য তৈরি হচ্ছে 'সিতারেঁ জমিন পর'। অনেকদিন পর আবার আমির খান অভিনয়ে ফিরছেন এবং এই ছবিতে তাঁর চরিত্র নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে সেই ২০২৩ থেকেই, যখন ছবির কথা ঘোষণা হল। তখনই এক সাক্ষাৎকারে চরিত্রটি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন, সেটিই সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে আবার শেয়ার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'শুনতে সিতারেঁ জমিন পর তারে জমিন পর-এর সিক্যুয়েল, কিন্তু থিম অনুযায়ী এটি প্রথমটির থেকে ১০ পা এগিয়ে। প্রথমটি আপনাদের কাঁদিয়েছিল, এটি হাসাবে। এখানে আমার চরিত্রের নাম গুলশন। সে বাস্কেটবল কোচ। অসম্ভব রাগি। বাড়িতে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। সিনিয়র কোচকে মারে। তারে জমিন পর-এ আমি মানে নিকুম্ভ খুব সংবেদনশীল শিক্ষক ছিল, যার সঙ্গে একজন ডিসলেক্সিক ছাত্রের অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে আমি মানে গুলশন কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে তার চারপাশের লেকজন তাকে প্রকৃত একজন মানুষ হয়ে উঠতে শেখায়, তাই দেখা যাবে। সিতারেঁ জমিন পর স্প্যানিশ ছবি ক্যাম্পিয়ন বা চ্যাম্পিয়ন অবলম্বনে নির্মিত। হলিউডেও এই ছবি হয়েছে। আর এস প্রসন্ন পরিচালিত সিতারেঁ জমিন পর-এ আমিরের সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি, জেনেলিয়া দেশমুখ প্রমুখ।

একনজরে সেরা

লড়ছে জাট
'কেসরি চ্যাপ্টার ২' আছে, তবু নিজের শক্তি নিয়ে সানি দেওল-রণদীপ হুড়া অভিনীত 'জাট' লড়াই করছে। ১০ দিন আগে মুক্তি পেয়ে জাট বিশ্বজুড়ে ৭০ কোটির ব্যবসা করেছে। কেসরি-র পর ছবি একটু থমকেছে। তবে কেসরি দারুণ ব্যবসা করছে না। আশা করা যায়, আগামীতে জাট তার নিজস্ব গতিতেই ফিরবে।

এবার বিচার
সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ইউ টিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর পাসপোর্ট সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত শেষ। ২৮ এপ্রিলের শুনানিতে জানা যাবে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমেডিয়ান সময় রায়না এক শিশুর মেরুদণ্ডের জটিল অসুখ নিয়ে যে কু-মন্তব্য করেছিলেন তারও পর্যালোচনা করবে কোর্ট।

এলেন যশ
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ রাবণ হয়েছেন কন্নড় অভিনেতা যশ। চলতি সপ্তাহে তাঁর একার অংশের শুটিং শুরু করবেন। শুটিং শুরু করার আগে তিনি সব সময় মন্দিরে পুজো দেন। এবার উজ্জয়িনীতে শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। টক্সিক ছবির শুটিং সম্প্রতি শেষ করে রামায়ণ শুরু করছেন যশ।

মোদি বায়োপিক
নীরব মোদির বায়োপিক হচ্ছে। গুলাক ছবির পরিচালক পলাশ বাসওয়ানি এই ছবিরও পরিচালক। ডায়মন্ড মুঘল 'নীরব'-এর উত্থান এবং এখন তার পলাতক জীবনের কথা ছবিতে আসবে। ছবির গুরুত্ব আরও বেড়েছে সম্প্রতি নীরবের কাকা মেহুল চোকসির গ্রেপ্তারের পর। প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে 'নীরব' হবার জন্য কথা হচ্ছে।

আবার ফেলুদা
সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাস নিয়ে নতুন সিরিজ পরিচালনা করছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সোমবার তার শুটিং শুরু হল। টোটা রায়চৌধুরি, কঙ্কন মিত্র ও অনির্বাণ চক্রবর্তীকে যথাক্রমে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ুর চরিত্রে দেখা যাবে। মহীতোষ সিংহ রায়ের চরিত্রে আছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।

টাকা নিয়ে আন্দোলন? তীব্র রোষ সুদীপ্তার

টালিগঞ্জে কান পাতলেই নাকি 'অ্যাপিয়ারেন্স ফি'র কথা শোনা যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে যে সব তারকারা আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাকি ফোন নিয়েছেন, কিংবা টাকা নিয়েছেন। জর্জিয়া থেকে ফোনে এ কথা জানিয়েছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তিনি অবশ্য বলেছেন, এই অভিযোগ তাঁর নয়। কান পাতলে নাকি এ কথা শোনা যাচ্ছে। টালিগঞ্জের লোকেরাই এ কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

অরিন্দম শীল কথাগুলো বলার পরেই তাঁর নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অরিন্দম শীলকে উদ্দেশ্য করে সুদীপ্তা লিখেছেন, 'আমি টালিগঞ্জেই কাজ করি। এই মুহূর্তে টালিগঞ্জের একটি স্টুডিওর সাজঘরে বসে লিখছি। আমি এই অঞ্চলে কান পেতে এরকম কিছু শুনতে পাইনি আজ অবধি। হয়তো সঠিক লোকজনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, তাই।

সে যাই হোক, আমিও টালিগঞ্জের শিল্পী, আমিও মহিলা এবং ওই আন্দোলনে আমিও রাস্তায় হেঁটেছি। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

এই অভিযোগ যেহেতু তুমি করেছ, সেহেতু সেইসব মহিলা শিল্পীর নাম প্রকাশ্যে জানানোর দাবি রাখছি। নতুবা এই অভিযোগ এই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

দাদাগিরি ছেড়ে সৌরভ ১২৫ কোটির চুক্তিতে

জি বাংলা ছাড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে চ্যানেলের জনপ্রিয় কুইজ শো দাদাগিরি-তে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। ৪ বছরের জন্য স্টার জলসার সঙ্গে ১২৫ কোটি টাকার চুক্তি করেছেন তিনি। এই চ্যানেলের বিগ বস ও নতুন কুইজ শো-তে তাঁকে দেখা যাবে ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, আমি নিয়েছি। নতুন কিছু করার নেশা আমাকে তাড়া করে সব সময়। তাই নতুন চ্যানেলে নতুন ভূমিকায় এলাম।' তিনি দাবি করেছেন টাকা নয়, কাজের জন্যই কাজ করেন। সৌরভের কথায়, 'দর্শক আমায় দেখতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে টিভির সামনে বসেন। আমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান সপ্তাহের শেষে ভালো রেটিং পায়, নির্মাতাদের আনন্দ হয়। এসব দেখলে টাকার কথা মনে পড়ে না।'

উজ্জ্বল নিকম হবেন রাজকুমার রাও

বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকে গোড়া থেকেই কথা ছিল নামভূমিকায় থাকবেন আমির খান। এখন রাজকুমার রাও উজ্জ্বল হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রযোজক দীনেশ ভিজানের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কথা হয়েছে, তিনি রাজিও আছেন। তবে এখন ভুলচুক মাফের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরপর বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত একটি ছবিতে স্পোর্টসম্যান হবেন তিনি, তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার তাঁর। এসবের পর উজ্জ্বল নিকমের পালা আসবে।

সূত্রের খবর, আমির উজ্জ্বল হবেন ধরে নিয়ে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল এবং সেটা ছিল মূলত একটি কোর্টরুম ড্রামা। এখন রাজকুমারের নিজের স্টাইলের কথা মনে রেখে চিত্রনাট্যকে আরও মাটির কাছাকাছি এবং আরও ওজনদার করা হবে। প্যানডেমিকের আগে থেকেই ছবির প্রস্তুতি শুরু হয়। একাধিক লেখক চিত্রনাট্য লেখেন, আমিরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমির অভিনয় থেকে সরে এই ছবিতে শুধুমাত্র প্রযোজক হিসেবেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

একসঙ্গেই বিবাহবার্ষিকী সারলেন অ্যাশ-অভি

গত এক বছর ধরে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদের কথা শুনিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। সেই আম্বানিদের বিয়েবাড়িতে একসঙ্গে না যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা বাড়ে। তবে মেয়ে আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গিয়েছিলেন এই দম্পতি। মেয়ের জন্মদিনও একসঙ্গে উদযাপন করেন, সে খবরও পাওয়া গিয়েছিল। এবার আর একটি ঘটনায় বিচ্ছেদের চর্চায় জল ঢাললেন ওঁরা। ১৮তম বিবাহবার্ষিকী ওঁরা একসঙ্গে উদযাপন করলেন। আরাধ্যাও ছিল। বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখেন অভি-অ্যাশ। ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব সপাটেই দেন ওঁরা। দুজনই বদ্ধিদীপ্ত। এবারেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এই দম্পতি—একসঙ্গে বিয়ের দিন আনন্দ করলেন, মুখ বন্ধ করলেন নিন্দুকের।

যিশু কি আদৌ সিরিয়াস নন?

'হোয়াই সো সিরিয়াস' ফিল্মস নিয়ে আসলে যিশু সেনগুপ্ত যে কতখানি সিরিয়াস, তার প্রমাণ মিলছে হাতেনাতে। শহরের অনেক জায়গায় বেশ বড় বড় করে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। সেখানে বিরাট করে যিশু এবং সৌরভ দাসের ছবি। এর আগে কোনও প্রোডাকশন সংস্থা এভাবে যে নিজেদের বিজ্ঞাপন করেছে, এমনটা দেখা যায়নি।

যিশু কিন্তু করছেন। জবাব দিচ্ছেন কাউকে? নাকি নীলাঞ্জনার হাউসের সঙ্গে শুরু থেকেই ভীষণ কঠিন এক প্রতিযোগিতা শুরু করলেন? জানা নেই। অবশ্য এর আগে কোনও বলিউডি মুখ টলিউডের প্রোডাকশনের সঙ্গে যোগ দেননি। এবার মহেশ ভাট আসাটা যিশুর সংস্থার জন্য একটা গণ্ডিভাঙা এফেক্ট নিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। সেই জন্যই হয়তো এমন জমিয়ে প্রচার।

তবে প্রচারের সঙ্গে যে নামগুলো জড়াচ্ছে, তা দেখলেও চক্ষু চড়কগাছে উঠবে, সন্দেহ নেই। জানেন কার নাম এসেছে? রোহিত শেট্টি। রোহিত শেট্টি প্রোডাকশনের সঙ্গে যিশুর প্রোডাকশন কাজ করবে কিনা, জানা নেই। যিশু নিজে সেই প্রোডাকশনে থাকবেন কিনা, তাও জানা নেই। তবে একটা বড়সড় যে কিছু হতে চলেছে, সেই বিষয়টা নিশ্চিত। কী ঘটবে? নাহ, এখনই উত্তর খুঁজে লাভ নেই। হোয়াই সো সিরিয়াস?

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের এলকেজির ছাত্রী ১১ হাত কালীবাড়ির বাসিন্দা আদভিকা ঘোষ নৃত্য ও সংগীতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে।

টোটোর দাপটে ফাঁকা জিপস্ট্যান্ড

লঙ্কাপাড়া ও মাকড়াপাড়া রুটে কমছে গাড়ি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ এপ্রিল : বছরপাঁচেক আগেও বীরপাড়া থেকে লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা, তুলসীপাড়া, মাকড়াপাড়া চা বাগানগুলিতে যাতায়াতে একমাত্র ভরসা ছিল যাত্রীবাহী বড় গাড়ি। তবে ওই দুটি রুটে এধরনের গাড়ির সংখ্যা সম্প্রতি কমছে। টোটোর সংখ্যা বাড়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক যাত্রী জুটছে না, আক্ষেপ ওই রুটের গাড়িচালকদের।

বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরের অদূরে জিপস্ট্যান্ডে আজকাল ওই রুটের চালকদের যাত্রীর জন্য হাপিত্যেশ করতে দেখা যায়। টোটোর সংখ্যার কাছে গাড়ির সংখ্যাটা নিতান্তই ছেলেমানুষ। একেকটি রুটে গাড়ির সংখ্যা এসে ঠেকেছে ১০-১৫টিতে। এদিকে বর্তমানে বীরপাড়ায় প্রায় দেড় হাজার টোটো চলাচল করে, খবর বীরপাড়া টোটো কর্মীসংঘ সূত্রের। ফলে একদিকে লোকসানের জন্য গাড়িচালকরা ব্যবসা ছাড়ছেন, আর লাভবান হওয়ায় টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

লঙ্কাপাড়ার গাড়িচালক ভীম সিং বলছেন, 'বিমা, ট্যাক্স সহ নানা ক্ষেত্রে আমাদের টাকা দিতে হয়। অথচ আমরাই যাত্রী পাচ্ছি না। যাত্রী ছিনিয়ে নিচ্ছে টোটো। বীরপাড়া থেকে লঙ্কাপাড়া পর্যন্ত অসংখ্য টোটো চলে। ফলে আমরা চরম সংকটে পড়েছি।'

তুলসীপাড়ার বাসিন্দা গাড়িচালক সুরেশ নাগ বলছেন, 'তিন-চারজন যাত্রী নিয়েই ছুটতে থাকে টোটো। রাস্তায় স্বল্প দূরত্বের যাত্রীরা ওঠানামা করে। কিন্তু ১০-১৫ জন যাত্রী না পেলে গাড়ি চালিয়ে আমাদের লাভ হয় না। ফলে আমাদের চেয়ে এখন টোটোচালকদের উপার্জন অনেক বেশি। আমরা আর কতদিন গাড়ি চালাতে পারব জানি না।' সুরেশ জানিয়েছেন, বিষয়টি আইএনটিটিইউসি নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।

বীরপাড়া থেকে লঙ্কাপাড়া পর্যন্ত বছর তিনেক আগেও সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি এধরনের যাত্রীবাহী বড় গাড়ি চলাচল করত। সিংঘানিয়া, দলমোর, রামঝোরা, তুলসীপাড়া, লঙ্কাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা ছিল ওই গাড়িগুলি। কিন্তু লোকসানের জেরে ওই রুটের গাড়িগুলি বিক্রি করে দিচ্ছেন মালিকরা। ওই রুটে বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রায় ২৩টি এমন গাড়ি চলে। গ্যারগান্ডা-ধুমচিপাড়া রুটে চলে ১০টি বড় যাত্রীবাহী গাড়ি। মাকড়াপাড়া রুটেও গাড়ির সংখ্যা কমে হয়েছে ১৫।

গাড়িচালকরা বলছেন, হাইস্পিড টোটো এসে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। কারণ, ছোট গাড়ির চেয়ে হাইস্পিড টোটোর গতি খুব একটা কম নয়। এছাড়া শাখা রাস্তাতেও চলে টোটো। যেমন মাকড়াপাড়া লাগোয়া গারুচিরার বাসিন্দারা আগে প্রায় দু'কিমি হেঁটে দলমোড় ফরেস্টের কাছে বীরপাড়া-মাকড়াপাড়া রাজ্য সড়কে রাস্তায় গিয়ে গাড়িতে চাপতেন। কিন্তু এখন গারুচিরা পর্যন্ত কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ওই রাস্তায় চলাচল করে টোটো। ফলে গারুচিরার বাসিন্দাদের অন্য গাড়ির ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।

এদিকে টোটো কর্মীসংঘ জানিয়েছে, টোটোচালকের বেশিরভাগই সংগঠনে নেই। ফলে নিয়মশৃঙ্খলাও নেই। আইএনটিটিইউসি'র মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি ইমরান খান বলছেন, 'বাইরে থেকে টোটো নিয়ে এসে অনেকেই বীরপাড়ায় বিভিন্ন রুটে যাত্রী পরিবহণ করছেন। এতেই সমস্যা হচ্ছে। একাধিকবার এনিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। টোটো, হাইস্পিড টোটো নিয়ন্ত্রণে পুলিশ পদক্ষেপ করলে প্রয়োজনে সংগঠনের তরফেও সহযোগিতা করা হবে।'

বীরপাড়ার জিপস্ট্যান্ডে যাত্রীর আশায় গাড়িচালক। -সংবাদচিত্র

লঙ্কাপাড়া রোডে যাত্রী টানছে হাইস্পিড টোটো।

সমস্যা যেখানে

- বছর পাঁচেক আগেও বীরপাড়া থেকে চলাচল করত বড় যাত্রীবাহী গাড়িগুলি
- বর্তমানে সেই গাড়িগুলির ব্যবসা ছিনিয়ে নিচ্ছে টোটো
- লোকসানের জেরে গাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছেন গাড়ির মালিকরা
- বর্তমানে টোটো চলে প্রায় দেড় হাজার
- আর বড় গাড়ির সংখ্যা ঠেকেছে ১০-১৫টিতে

বীরপাড়ায় মজুরি বকেয়া ২৬ মাস

ফের হাসপাতালের ২১ কর্মীর কর্মবিরতি

বীরপাড়া, ২১ এপ্রিল : বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ২১ জন চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর (হায়ারড জিডিএ) ২৬ মাসের পারিশ্রমিকের টাকা বকেয়া। বকেয়া আদায়ে সোমবার থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু করেছেন ওঁরা। বকেয়া ইস্যুতে এবছরেই ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি কর্মবিরতি করেন তাঁরা। ১৯ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াইকে দিনভর অফিসেই আটকে রাখেন। ৫ মার্চ হাসপাতালে বৈঠক করতে গিয়ে ওঁদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সেদিন বুলু প্রতিশ্রুতি দেন, বকেয়া টাকা ধাপে ধাপে মেটানো হবে। তবে প্রাপ্য টাকা আজও পাননি তাঁরা।

ওই কর্মীদের মধ্যে অমল রায় সোমবার বলেন, 'নিরুপায় হয়েই ফের কর্মবিরতি শুরু করলাম। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। বৈঠক করে প্রতিশ্রুতি দিলেও ওরা টাকা দিল না। আমাদের সংসার চলবে কী করে?' আরেক কর্মী আজাবুল আলির মন্তব্য, 'নামমাত্র টাকায় দিনভর কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। অথচ দু'বছরেরও বেশি বকেয়া পাওনা।' ওই কর্মীরা 'নো ওয়ার্ক নো পে' চুক্তির ভিত্তিতে দৈনিক ১৫০ টাকার বিনিময়ে কাজ করেন। জরুরি বিভাগে রোগীদের শুশ্রূষা করা থেকে শুরু করে অপারেশন থিয়েটারেও চিকিৎসকদের সহযোগিতা করতে হয় তাঁদের।

এর আগে কর্মবিরতির জেরে হাসপাতালে পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অপারেশন থিয়েটার বন্ধ করা হয়েছিল। জরুরি বিভাগেও ভর্তি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। সোমবার অবশ্য অপারেশন থিয়েটার বন্ধ করা হয়নি। রোগী ভর্তি নিয়ন্ত্রণের কথাও অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি। অবশ্য হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, খুব প্রয়োজন না হলে কাউকে ভর্তি করা হচ্ছে না। ওই কর্মীরা টানা কর্মবিরতি করলে পরিষেবা যে মুখ থুবড়ে পড়বে তা নিয়ে নিশ্চিত হাসপাতালের অন্য কর্মীরাও।

হাসপাতালে রোগীর ভিড়। সোমবার।

এর আগে বকেয়া ইস্যুতে হাসপাতালে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই ২১ জনের মধ্যে ছয়জনকে নিয়মিত চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে নিয়োগের চিন্তাভাবনা করে দীর্ঘদিন আগে অর্থ দপ্তরে ফাইল পাঠানো হয়েছে। এদিকে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ীদের দাবি, মাত্র ছয়জনকে নয়, প্রত্যেককেই নিয়মিত কর্মী হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। তার আগে বকেয়া মেটাতে হবে। এদিকে মন্ত্রী বুলু কর্মবিরতির খবর জানেনই না। হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় ফোন রিসিভ না করলেও মন্ত্রী বুলু সোমবার রাত পৌনে ৮টায় বলেন, 'কর্মবিরতির খবর আমাকে কেউ জানাননি। খোঁজ নিচ্ছি।' বকেয়া টাকা মেটাতে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না সে প্রশ্নের জবাব দেননি মন্ত্রী।

বন্ধের দিন নিয়ে জল্পনা

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : সোমবার আলিপুরদুয়ার নর্থ পয়েন্ট ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, সাপ্তাহিক দোকান বন্ধের দিন নির্ধারণ। প্রথমে সমিতির তরফে প্রস্তাব রাখা হয়, বৃহস্পতিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হোক। তবে এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান একাধিক ব্যবসায়ী। তাঁদের মতে, বর্তমানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিকাংশ দোকান সোমবার বন্ধ থাকে। এছাড়া ওই দিন ক্রেতার সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। তাই তাঁদের দাবি, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে সোমবার দোকান বন্ধ রাখাই ঠিক হবে।

এই মতভেদ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়ীর মত অনুযায়ীই চূড়ান্তভাবে বন্ধের দিন নির্ধারিত হবে। এই প্রসঙ্গে সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত পাল বলেন, 'সমিতি কখনোই একতরফা সিদ্ধান্ত নেয় না। সকল ব্যবসায়ীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই দোকান বন্ধ রাখার দিন ঠিক করা হবে।' স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, নির্দিষ্ট একদিন বন্ধ থাকলে ক্রেতারাও সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। এখন অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রকাশের।

জরিমানা

ফালাকাটা, ২১ এপ্রিল : সতর্কতার তোয়াক্কা না করে হেলমেট ছাড়াই যাতায়াত করছেন ফালাকাটা শহরের বহু বাইকচালক। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। সোমবার এই হেলমেটবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল ফালাকাটা থানার ট্রাফিক পুলিশ। এদিন শহরের বিভিন্ন মোড়ে তারা অভিযান চালায়। ফালাকাটা থানার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, 'আমরা সবসময় হেলমেট না পরে বাইক চালাতে বারণ করি। তারপরেও অনেকে সচেতন নন। এদিন তাই এসপি ও আইসি'র নির্দেশে হেলমেটবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়।' মোট ২০ জনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সচেতনতা প্রচার

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : শিশু ও নারী সুরক্ষা নিয়ে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার করলেন শিশু সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা। শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সোমবার সেই স্কুলের পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। এদিন দুপুর ১টার পর সেই প্রচার কর্মসূচি করা হয়। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নারী ও শিশু পাচারের মতো ঘটনা সম্পর্কে পড়ুয়ারা জানে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়।

সেতুতে জল জমে বিপত্তি

সাফাই হয় না, বুজে গিয়েছে নিকাশির গর্ত

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : শহরের প্রবেশপথই নাকি শহরের চরিত্র ব্যক্ত করে। আলিপুরদুয়ার শহরের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্রবাদ বুমেরাং হওয়ার মতো। শহরে ঢুকতে গেলে যে কালজানি সেতু পার করে আসতে হয়, সেই সেতুই বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। না, এক্ষেত্রে সেতু বেহাল নয়, বরং সাফাই নিয়ে উদাসীনতা সেটিই এই হাল করেছে।

কয়েক মাস থেকে কালজানি সেতুর উপর জমে থাকা মাটি পরিষ্কার করা হয় না। ফলে সেই মাটিতে সেতুর উপরের জল বেরোনোর সব গর্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সামান্য বৃষ্টিতে সেতুর উপর জল জমে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ হালদারের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি। আলিপুরদুয়ার পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলার পার্থ সরকারের এই নিয়ে বক্তব্য, 'এটা তো পুরসভার কাজ নয়। তবুও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করা হবে। প্রয়োজন পড়লে পুরসভা থেকে ওই জায়গার মাটি সরিয়ে দেওয়া হবে।'

শহরে প্রবেশের মুখে কালজানি সেতুতে এভাবে জল জমে থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। সোমবার সকালে একপশলা বৃষ্টিতেই সেতুতে জল জমে যায়। ভারী বৃষ্টি হলে যান চলাচলে ব্যাপক অসুবিধা হয়। স্থানীয়রা জানালেন, কয়েকমাস আগে থেকে সেতুর দু'ধারে মাটি জমা হতে থাকে। বর্তমানে এত মোটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে যে সেই মাটিতে সেতুর জলনিকাশি গর্তগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে। কালজানি বাঁধের পাশের এক বাসিন্দা প্রেমচরণ বর্মন ক্ষোভের সুরে বললেন, 'শহরে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যেতে হলে একটাই সেতু। সেটারও ঠিক করে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। প্রশাসন এগুলো দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকে। এতদিন ধরে সাফাইকাজ বন্ধ রাখার মানেটা কী? সেতুতে জল জমলে যাতায়াতকারীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। দু'দিকে গাড়ির লাইন লেগে যায়। দ্রুত সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, সেতু সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী সজল সরকারের মন্তব্য, 'সেতুর ফুটপাথ দিয়ে বর্তমানে হাঁটা মুশকিল। কারণ গাড়ি গেলে জল ছিটকে আসে। অনেকেরই পোশাক এভাবে নষ্ট হচ্ছে। আর নয়, এবার সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই আমরা।'

কালজানি সেতুতে জমে রয়েছে জল। সোমবার। -সংবাদচিত্র

> এটা তো পুরসভার কাজ নয়। তবুও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করা হবে। প্রয়োজন পড়লে পুরসভা থেকে ওই জায়গার মাটি সরিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **পার্থ সরকার** *কাউন্সিলার আলিপুরদুয়ার পুরসভা*

উদাসীনতা

- কয়েক মাস আগে থেকে সেতুর দু'ধারে মাটি জমা হতে থাকে
- বর্তমানে এত মোটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে যে সেই মাটিতে সেতুর জলনিকাশি গর্তগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে
- ভারী বৃষ্টি হলে যানবাহনের যাতায়াতে ব্যাপক অসুবিধা হয়
- প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৫
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০

ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নরককুণ্ড

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে যেন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। আবর্জনা জমতে জমতে একেবারে নরককুণ্ড। আশপাশের বাসিন্দারাই সেখানে এসে আবর্জনা ফেলে যান। সেইসঙ্গে লাগোয়া এলাকার একটি মিষ্টির দোকানের ছানার জল সহ বিভিন্ন আবর্জনা সেখানে ফেলা হয়। ওই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় মিষ্টির দোকানের আবর্জনার গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে।

কামাখ্যাগুড়ির এক বাসিন্দা প্রবীর দাস আক্ষেপের সুরে বললেন, 'ওই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় রীতিমতো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একটাই আর্জি, ওই জায়গায় অহেতুক আবর্জনা ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।' তাঁর আশঙ্কা, এভাবে আবর্জনার স্তূপ থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আরও সচেতন হওয়ার বিষয়টি উঠে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সংলগ্ন এলাকার মিষ্টির দোকানদারকে একাধিকবার বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি একেবারেই উদাসীন। কামাখ্যাগুড়ির আরেক বাসিন্দা শ্যামল ঘোষের কথায়, 'ওখানে শুধু মিষ্টির দোকানেরই আবর্জনা নয়, এলাকার অনেকেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আবর্জনা ফেলে দিয়ে যান।'

কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার ওই জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপরও সেখানে আবর্জনা ফেলা চলছেই। এ প্রসঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের গলাতেও হতাশার সুর। বললেন, 'এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত এই জায়গা পরিষ্কার করেছিল। স্থানীয় দোকানদারদের বারবার এই জায়গায় আবর্জনা ফেলতে বারণ করেছি। তবুও অনেকে জেনে বুঝে সেখানে আবর্জনা ফেলছেন।' তবে ওসি আশাবাদী, কয়েকজন নাকি বলার পরে সচেতন হয়েছেন।

কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্ত জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এলাকায় নিয়মিত সাফাই অভিযান করা হয়। ওই জায়গাতে মাসদুয়েক আগেই আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছিল। লোকালয়ের মধ্যে, পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এভাবে যে আবর্জনা ফেলা উচিত নয়, সেকথা মানছেন তিনিও। প্রসূন বলেন, 'সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এভাবে রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। খুব দ্রুত বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

নৃত্য দিবসের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শিল্পীরা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : ২৯ এপ্রিল আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস। গতবারের মতো এবারেও আলিপুরদুয়ার শহরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হবে দিনটি। কোথাও এক মাস তো অন্যত্র দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে মহড়া চলছে। নৃত্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন নৃত্যশিল্পীদের সংগঠনও আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করবে। নৃত্য দিবসের কয়েকদিন আগে থেকে মে মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত দিনটি পালিত হবে শহরে। নৃত্যগুরুদের তত্ত্বাবধানে শিল্পীরা ব্যস্ত অনুশীলনে।

আগামী ২৭ এপ্রিল পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে নৃত্যভূমি ডান্স অ্যাকাডেমির 'নৃত্যম ২০২৫' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উদযাপন করবে। এবার ওই অ্যাকাডেমির আয়োজন তৃতীয় বর্ষে পড়ল। ভরতনাট্যমের ওপর মূল অনুষ্ঠান। পাশাপাশি লোকনৃত্য, রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলনৃত্য, সেমিক্ল্যাসিকাল নৃত্যও থাকছে আয়োজনে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, বিহু নৃত্য এবারের অন্যতম আকর্ষণ। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন এই আয়োজনে অংশ নেবেন। একজন শিক্ষিকা ও সংগীতশিল্পীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে ওই দিন। দেড় মাস ধরে ওই দিনটির জন্য মহড়া করে আসছেন তৃষিতা দাস, সাগ্নিক দেবনাথ, রুচিরা চৌধুরীরা। তাঁরা জানালেন, আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। প্রশিক্ষকের নির্দেশমতো মহড়া চলছে।

ওই অ্যাকাডেমির প্রিন্সিপাল সায়ন্তী দাস বলেন, 'আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা ভরতনাট্যমের মাধ্যমে ওই দিনটি উদযাপন করব। এই নাচকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতেই উদ্যোগ।'

২৯ এপ্রিল শহরে রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টার ও আলিপুরদুয়ার ডান্স ফেডারেশন গ্রুপের দুটি পৃথক অনুষ্ঠান হবে। রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের আয়োজনে যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে তা কত্থক নৃত্যের ওপর হবে। প্রায় ৭০ জন নৃত্যশিল্পী মাসখানেক ধরে অভ্যেস করছেন। ওই কেন্দ্রের নৃত্যগুরু দেবজয়া সরকারের বক্তব্য, 'এই দিনটি সমস্ত নৃত্যশিল্পীর জন্য। আমরাও ভালোভাবে দিনটিকে উদযাপন করতে চাই।'

ওইদিনই সন্ধ্যায় পুরসভা হলে আলিপুরদুয়ার ডান্স ফেডারেশন গ্রুপের অনুষ্ঠান। এটাই নৃত্যদিবস উপলক্ষ্যে ওই গ্রুপের প্রথম আয়োজন। ওই রবীন্দ্রনৃত্য থেকে শুরু করে নজরুলনৃত্য, ওডিশি, লোকনৃত্য, কত্থক, ভরতনাট্যম উপস্থাপনের দায়িত্বে নৃত্যশিল্পীদের পাশাপাশি গুরুরাও থাকবেন। প্রায় ২৫০ শিল্পীর সমবেত ওই আয়োজন শহরবাসীর জন্য চমক রেখেছে বলে আয়োজকরা জানালেন। ওই সংগঠনের উপদেষ্টা আলোক চৌধুরীর কথায়, 'এই প্রথম আমাদের সংগঠন আন্তর্জাতিক নৃত্যদিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। আশা করছি অনুষ্ঠানটি দর্শকদের খুব ভালো লাগবে।'

এই তিনটি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ১ মে পুরসভা হলে আরও একটি অনুষ্ঠান থাকছে। ওই দিন কলাশ্রী ডান্স অ্যাকাডেমির আয়োজনে ৩০০ জন শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করবেন। নৃত্য দিবসের পাশাপাশি অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানও উদযাপিত হবে ওইদিন। প্রশিক্ষক অরিন্দম ঘোষ জানালেন, জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসের মহড়া শিল্পীদের। -সংবাদচিত্র

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আলিপুরদুয়ারে সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, ২০২৫

অবসরের পরেও ছুটি নেই খোকন স্যারের

ফেশ্যাবাড়ি, ২১ এপ্রিল : আপনাদের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙা চশমা' গল্পের সেই শিক্ষককে মনে আছে, যার পরনে ছিল অত্যন্ত ময়লা কাঁধছেঁড়া লংক্লথের পাঞ্জাবি, যার লাল ক্যাম্বিসের জুতোর আগা দিয়ে তিন-চারটে আঙুল দেখা যেত। যার বুক পর্যন্ত সাদা-কালো দাড়ি আর চোখে ভাঙা চশমা। যিনি স্ত্রীর হার বিক্রি করে স্কুলের চালা উঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর সমস্ত ছাত্র দুর্ভিক্ষে হয় মারা গিয়েছিল নয়তো গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরেও তিনি তাঁর ছাত্রদের কল্পনা করে কেবল পড়িয়েই যেতেন অর্ধেক ধসে পড়া স্কুলের ঘরে।

আসলে কিছু কিছু শিক্ষক এরকমই হন। ছাত্র পড়ানো, তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকে। যেমন মাথাভাঙ্গা -২ ব্লকের খট্টিমারি বীরেন্দ্র বর্মন হাইস্কুলের শিক্ষক খোকনচন্দ্র বর্মন। যদিও পিতৃদত্ত এই নামের বদলে তিনি 'খোকন স্যর' নামেই অধিক পরিচিত। শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন তাও প্রায় বছর চারেক হতে চলল। তারপরও রোজ নিয়ম করে স্কুলে আসেন। যত্ন সহকারে শিক্ষার্থীদের পড়ান। আর এভাবেই স্বেচ্ছাশ্রমে নিরলসভাবে পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে মনের তৃপ্তি মেটাচ্ছেন তিনি। তাঁর এই প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি।

স্থানীয়দের থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ধুঁকছে ওই স্কুলটি। সেখানে ৫০০ জন পড়ুয়া থাকলেও নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। যার মধ্যে ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি, জীবনবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে শিক্ষক সংখ্যা শূন্য। ৩৬ বছরের শিক্ষকতা শেষে ২০২১ সালে যখন ইতিহাসের শিক্ষক খোকন এখান থেকে অবসর নেন তখন তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের কী হবে একথা ভেবে চিন্তায় পড়েছিলেন। তিনি এই গ্রামের ছেলে হলেও বর্তমান পরিবার নিয়ে কোচবিহার শহরে থাকেন। শরীরে বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। তবুও অবসরের পরেও রোজ ৪০ কিমি পথ বাইক চালিয়ে সময়মতো স্কুলে হাজির হয়ে যান শুধু ছাত্রদের কথা ভেবে।

নিয়ম করে ক্লাসের রুটিন মেনে ইতিহাস পড়ান। পরীক্ষা নেন, খাতা দেখেন। নীচু ক্লাসগুলিতে অন্য বিষয়ও পড়ান। তাঁর অসংখ্য ছাত্র যাদের তিনি একেবারে ছোট চারা থেকে পরিচর্যা করে মহীরুহ বানিয়েছেন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কথায়, 'এই স্কুলেই আমার হাতেখড়ি, আমার শিক্ষার পীঠস্থান। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের আতিথেয়তা আজও আমায় টানে। ফের পড়ানোর সুযোগ পেয়ে জীবন সার্থক। যতদিন শরীর সায় দেবে আমৃত্যু পর্যন্ত পড়ুয়াদের পড়িয়ে যাব।'

পুলিশের জালে মাদকের মক্ষীরানি

প্রথম পাতার পর

এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'যে ছেলেগুলি ওই মহিলার ঘরে ঢুকছিল, বাকিদের সামনে পড়লে তারা কিছু লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত।'

রবিবার রাতে শহরে এক তরুণকে মাদক সহ হাতেনাতে ধরে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আজিমার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'রবিবার যে ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, সেই ছেলেটির সঙ্গে এলাকার আরও একটি বাচ্চা ছেলে ঘুরত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলেছিল, মাসি প্যাকেটে বাদামি রঙের পাউডার দেয়। তখন বুঝলাম কোনও নেশার দ্রব্যই হবে। আমরা ওই তরুণকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ও কোনও কথা শোনেনি।'

রবিবার মহিলা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ ওই মহিলার ঘর থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, ৫১ হাজার টাকা ও ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, কোচবিহার ও মালদা থেকে মাদক নিয়ে আসত সে। তাহলে কি কোচবিহার থেকে জয়গাঁতে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল শহরের মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য?

এলাকাবাসীর কথায়, এই মহিলাকে তারা লকডাউনের পর থেকে এলাকায় দেখছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে কোচবিহার হয়ে জয়গাঁ অবধি নেটওয়ার্ক বিছানো রয়েছে সেই মহিলার। ঘরে বসে ফোন করে সেই নেটওয়ার্ক মারফত মাদক আনিয়ে নিত আজিমা। তবে মাঝেমধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যেত, মাদক আনতে যেত কি না, সেটা স্পষ্ট নয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে, এই মহিলার থেকে নেশার দ্রব্য নিত ছোট ছোট ছেলেরা। তারা ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করত। এলাকায় আর কারা এই কাজে জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি প্রাইমারি কাউন্সিল অফিসে বিক্ষোভ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির।

ক্ষুব্ধ দলের শিক্ষক সমিতিও

ফের বিতর্কে তৃণমূলের রঞ্জন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : আবার বিতর্কে রঞ্জন। এবার টেবিল চাপড়ে আঙুল উঁচিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়কে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন প্রাথমিক শিক্ষক তথা শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। আর এই ঘটনার পর চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণের অভিযোগে তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির দার্জিলিং (সমতল)-এর তরফে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সংসদের চেয়ারম্যানের ঘরে কার্যত মারমুখী রঞ্জনের 'দাদাগিরি' দেখে শিক্ষকদের অনেকেই তাজ্জব হয়ে যান। জনাকয়েক শিক্ষক তৃণমূল কাউন্সিলারের হাত ধরে বসানোর চেষ্টা করলেও তিনি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যানকে আরও শাসাতে থাকেন। শিক্ষকের বদলি প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের নামে রঞ্জন শীলশর্মার এদিনের ব্যবহার ফের তাঁর 'থুতু কাণ্ড'-কে মনে করিয়ে দিল। তৃণমূল কাউন্সিলারের 'দাদাগিরি'র প্রমাণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ রায়। যদিও নিজের বক্তব্য বা ব্যবহারের বিষয়ে রঞ্জন কোনওরকম অনুশোচনা করতে রাজি হননি।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার খড়িবাড়ি সার্কেলে কর্মরত শিক্ষক মহম্মদ ইরশাদকে গত ছয় মাসে দু'বার 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলি করা হয়েছে। কিন্তু সেই বদলির প্রক্রিয়া ও সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সদস্যরা চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করেন।

মহম্মদ ইরশাদকে ডাংগুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথমে অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়। যার মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁকে আবার অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুল থেকে রামজনম প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। শুধু তাই নয়, রামজনম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে রামজনম জুনিয়ার হিন্দি হাইস্কুলে ক্লাস নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রাথমিক শিক্ষককে জুনিয়ার হাইস্কুলে বদলি করা হয়েছে। যে স্কুল থেকে শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে, সেই স্কুলটিতে এমনিতেই কম শিক্ষক থাকায় সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু এই বেআইনি বদলির কথা চেয়ারম্যান জানেনই না। সবটা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করছেন।'

বিষয়টি রঞ্জনরা অভিযোগ আকারে চেয়ারম্যানকে জানাতে যান। কিন্তু সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলার উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

> যে ব্যবহার করা হল, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। যে ব্যবহার রঞ্জন করেছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।
>
> **দিলীপ রায়**

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকারের সামনে চেয়ার ছেড়ে উঠে রঞ্জন বারেবারে দিলীপকে শাসাতে থাকেন। রঞ্জনের ব্যবহারে চেয়ারম্যান পালটা আঙুল তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেসময়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

পরে রঞ্জন বলেন, 'একজন প্রাথমিক শিক্ষকের ওপর চেয়ারম্যান অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি পুরো বক্তব্য ক্যামেরার সামনে বলেছি। চেয়ারম্যান ওই শিক্ষকের বদলি রদ করবেন বলে জানিয়েছেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে বদলি করছেন, তা তিনি স্বীকার করেছেন।'

যদিও রঞ্জনের ব্যবহার প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'যে ব্যবহার করা হল, তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। যে ব্যবহার রঞ্জন করেছেন, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।'

তাঁর আরও সংযোজন, 'খড়িবাড়িতে জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলটি একই প্রাঙ্গণে রয়েছে। জুনিয়ার হাইস্কুলে গেস্ট টিচার পদত্যাগ করেছেন। বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষক যদি জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাস নেন, তাতে কোনও ভুল হয়নি। শিক্ষক বদলির নিয়ম নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেটাও ঠিক নয়। তবে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখব।'

থানাতে জাল সার্টিফিকেট তৈরি

মালে গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার • সন্দেহ, পিছনে চক্র

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২১ এপ্রিল : এ যে সর্ষের মধ্যেই ভূত! পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও জাল। খোদ থানায় বসেই সেই জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে ডিআইবিতে কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। মণিরুল ইসলাম নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে রবিবার মাঝরাতে থানা থেকেই গ্রেপ্তার করে মাল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজামবাড়ি এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যায় মাল থানায় আর্মির পোর্টার পরীক্ষার জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটে ঠিকানা পরিবর্তন করতে আসেন কিছু চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের হাতে থাকা সার্টিফিকেট দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। দেখা যায়, সার্টিফিকেটে ডিজিটাল সিগনেচার নেই। নেই বার কোডও। শুধু হাতে লেখা সিগনেচার আছে।

যেখানে এই সার্টিফিকেট তৈরির পুরো বিষয়টিই অনলাইনের মাধ্যমে হয়, সেখানে ডিজিটালের বদলে হাতে লেখা সিগনেচার ও স্ট্যাম্প থাকায় সন্দেহ হয় পুলিশের। সার্টিফিকেটগুলি জাল বুঝে সুয়োমোটো মামলা রুজু করে পুলিশ। তারপরই খোঁজখবর শুরু হয়। অনুসন্ধানের পর পুলিশ জানতে পারে, জাল সার্টিফিকেটের সঙ্গে তাদেরই সিভিক ভলান্টিয়ার, বছর ৩৪-এর মণিরুল জড়িত।

জেরায় মণিরুল বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মণিরুলকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিজের বাড়িতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের একটি ক্যাফে আছে। সেখানে বসেই জাল সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করে মণিরুল। সেগুলো রাতে থানায় নিয়ে গিয়ে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত সে। তারপর নিজেই জাল স্বাক্ষর করত। এভাবে মণিরুল মোট ২২ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য একই সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয়।

মূলত অনলাইনে নির্দিষ্ট ফি জমা করে এই সার্টিফিকেট সরাসরি চাকরিপ্রার্থীরা সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। তবে চটজলদি সার্টিফিকেটের জন্য বাগ্রাকোট এলাকার কিছু তরুণ মালবাজার থানার ডিআইবি অফিসে মণিরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণিরুল মোটা টাকার বিনিময়ে সেই তরুণদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালবাজার থানার পুলিশ ৩১৮(৪), ৩৩৬(৩), ৩৪০(২) ও ৩৪১(১) ধারায় মামলা রুজু করে। প্রতিটি জাল সার্টিফিকেটের বিনিময়ে মণিরুল ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকা করে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

রবিবার মাঝরাতে গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্ত মণিরুলকে সোমবার আদালতে তোলে পুলিশ। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাকে হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে মণিরুলকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মণিরুল ভেঙে পড়ে। তার সাফাই, 'আমি করতে চাইনি। অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছে।' সকাল থেকেই মণিরুলের পরিবারের লোকজন থানায় ভিড় করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল সার্টিফিকেট পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদেরও ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এবিষয়ে এসপি খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'মামলাটি দ্রুত নজরে আসায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

জাল সার্টিফিকেট কাণ্ডে এর আগে মাল পুরসভার নাম জড়িয়েছে। এবার জুড়ল মাল থানার নাম। বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন আইনজীবী মহল। এনিয়ে আইনজীবী সুমন শিকদারের বক্তব্য, 'থানা হল প্রশাসনের চোখ ও কান। সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে এ ধরনের ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রশাসনের দুর্বলতা। এ ধরনের সার্টিফিকেট যদি আগামীদিনে বাইরের দেশের কোনও মানুষের হাতে চলে যায়, তাহলে দেশের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। প্রশাসনকে আরও কঠোরভাবে প্রতিটি দপ্তরে নজর রাখতে হবে।' এবিষয়ে আরেক আইনজীবী তানভির আলম বলেন, 'এই কেসটির বিষয়ে শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি অনুভব করছি, এটা শুধুমাত্র একজনের কারসাজি নয়। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের পক্ষে এত বড় কাজ একা করা সম্ভব নয়। আমার মতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।'

অভিযোগের ঝুলি

- নিজের বাড়ির ক্যাফেতে বসেই জাল সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করে মণিরুল
- মণিরুল সেগুলো রাতে থানায় নিয়ে গিয়ে আইসির স্ট্যাম্প লাগাত
- নিজেই জাল স্বাক্ষর করত
- এভাবে মণিরুল ২২ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য একই সার্টিফিকেট তৈরি করে

ব্রিগেডে উপস্থিতি স্পষ্ট করলেন না নৌশাদ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ২৬ এপ্রিল ফুরফুরার পিরজাদাদের একাংশের তরফে ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়। ওই ব্রিগেডে ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী থাকবেন কি না তা সোমবারও স্পষ্ট করলেন না তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মীরা যেখানে সমাবেশ করেছে, প্রতিবাদ করেছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যদি এখন ঘোষণা করি, আমি ব্রিগেডে উপস্থিত থাকব, তাহলে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি বাতিল করতে পারে। আমি চাই সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুক।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এক্ষেত্রে বিধায়ক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে নিশ্চিতভাবে তাঁর উপস্থিতির বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাইলেন না। ফলে উপস্থিতি না থাকলেও বিতর্কের সম্ভাবনা রাখলেন না।

কেরলে ধূপগুড়ির তরুণের মৃত্যুতে রহস্য

ধূপগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার কেরলে রহস্যজনকভাবে ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুশান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। আগামী বুধবার তাঁর নিথর দেহ ফিরবে। অন্যদিকে, কেরলে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। সুশান্তের পরিবারের লোকেরা অবশ্য খুনের অভিযোগ তুলেছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ওই তরুণ দুই মাস আগে কেরলে রড বাইন্ডিংয়ের কাজে গিয়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ও তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি সুশান্তের পরিবারকে জানান গত দু'দিন আগে কেরলে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। তারপরই সুশান্তর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। ফলে গোটা ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও সুশান্তের আত্মীয়ের কথাতেও অনেক অসংগতি। তাই তরুণের পরিবারের দাবি, সহকর্মীদের একাংশই তাঁদের ছেলেকে খুন করেছে। এখন ওই আত্মীয়কেও তাঁরা মিথ্যে বলতে চাপ দিচ্ছেন।

বৃষ্টিতেও থেমে নেই জীবন

হঠাৎ বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার শহরে। সোমবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

গাড়িতে দগ্ধ হয়ে মৃত ৪

শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : সোমবার ভোরে পূর্ব নেপালের ইলম জেলার তাপলেজুং এলাকায় তড়িদাহত হয়ে শিশু ও মহিলা সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি নিয়ে একটি পরিবার পাতিভারা মন্দির দর্শনে যাচ্ছিল।

সেখানকার সেওয়ারো চকে রাস্তার ওপরে ঝুলতে থাকা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গাড়িতেই চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। ইলমের ডেপুটি পুলিশ সুপার রবি রাওয়াল জানিয়েছেন, গাড়িটি জেলা সদরের ফুংলিং থেকে পাতিভারা যাচ্ছিল। তবে, মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি।

আর ওড়ে না প্রজাপতি

প্রথম পাতার পর

'এটা অনস্বীকার্য যে সড়ক নির্মাণের ফলে চুইখিমের পাখি ও প্রজাপতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নির্মাণকারী সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই পাহাড়ি এই পথে নতুন করে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। তবে সেগুলো বড় হতে সময় লাগবে নিদেনপক্ষে দশ বছর। আমরা আশাবাদী আবার পাখি ও প্রজাপতির দল চুইখিমে ফিরবে।'

বাস্তবে, বাগ্রাকোট থেকে লোলেগাঁও পর্যন্ত নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের ৪১ কিলোমিটার অংশে যে হারে গাছ কাটা হয়েছে তার বিনিময়ে নতুন করে চারাগাছ রোপণ করার কাজও করেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড।

জাতীয় সড়কের ধারে যে যে অংশে জমি রয়েছে সেখানেই বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে বলে দাবি এনএইচআইডিসিএলের। তা সত্ত্বেও পরিবেশের যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তা পূরণ করতে যে আরও কয়েক দশক লাগবে সে বিষয়ে নিশ্চিত সকলেই। ততদিন পাখি আর প্রজাপতিরা ফিরবে না তাদের পুরোনো ঠিকানায়।

দুই বিঘা জমির ভুট্টা সাবাড় হাতির

জটেশ্বর, ২১ এপ্রিল : রবিবার গভীর রাতে দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংকান্দি এলাকায় হাজির হয় হাতির পাল। সেখানে এক কৃষকের দুই বিঘা ভুট্টা সাবাড় করল তারা। ভুট্টাবাড়িতে আনার আগে খেয়ে নেওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে ওই কৃষকের। ওই কৃষকের পরিবার ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন।

ব্যাংকান্দি এলাকাটি তাসাটি চা বাগান ও দলগাঁও জঙ্গল লাগোয়া। দলগাঁওয়ের জঙ্গলে দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় নেওয়া একটি হাতির পাল প্রায়শই জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় হামলা চালায়। রুটিনমাফিক রবিবার রাতে ব্যাংকান্দিতেও হাজির হয় প্রায় ১৭টি হাতি। জমিতে হাজির হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সাবাড় করে দেয় ভুট্টা।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক উপেন রায় জানান, বহু কষ্ট করে দুই বিঘা জমির ভুট্টা চাষ করেছি। সেটিও হাতি খেয়ে নিয়েছে। ক্ষতিপূরণ না পেলে সমস্যায় পরতে হবে। এবিষয়ে বন দপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের আধিকারিক ধনঞ্জয় রায় বলেন, আবেদন জানালে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন কৃষক।

বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

প্রথম পাতার পর

তিনি মণিপুরে মহিলাদের ধর্ষণ, অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েও নড়েননি। ই-মেল মারফত নির্দিষ্ট অভিযোগ গেলেও তাঁর কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। শেষে মহিলাদের নগ্ন করে হাঁটানোর ভিডিও ভাইরাল হলে আর চেপে রাখা যায়নি। পরে এক ফাঁকে তিনি গোপনে মণিপুর গিয়ে দুজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিলেন। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এমনকি এ দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে গতবছর তাঁর মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশে-বিদেশে। এহেন রেখা দেবী এখন হরিয়ানার বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ।

তাঁর জায়গায় এখন চেয়ারপার্সন হয়ে মুর্শিদাবাদে তদন্তে এসেছেন বিজয়া রাহাতকর। তিনি ছিলেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনের দায়িত্বে। রাজস্থানে দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর ফেসবুক পেজ এখন মুর্শিদাবাদ নিয়ে নানা মন্তব্যে ভর্তি। তাঁর সঙ্গী অর্চনা মজুমদার এখানে বিজেপির হয়ে বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁরা কী রিপোর্ট দেবেন তা এখনই আঁচ করা খুব কঠিন কি? এবং এই সরকারি টিমের সঙ্গে আগাগোড়া মুর্শিদাবাদ ঘুরেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁরা কী কী বলতে পারেন আন্দাজ করা খুব কঠিন কি?

মহিলা কমিশনের মুর্শিদাবাদ সফর নিয়ে তর্জাও নেহাত কম হচ্ছে না। শাসকদল সরাসরি তার নাম দিয়েছে 'নটোরিয়াস কমিশন অফ হোয়াইট পেপার্স'। হোয়াইট পেপার্স প্রসঙ্গ এসেছে সন্দেশখালির সূত্রে। তৃণমূল তখন অভিযোগ করেছিল, কমিশন সেখানকার মহিলাদের জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়েছে। ঘটনাচক্রে জনা দুই মহিলা পরে পুলিশের কাছে তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করানোর অভিযোগ করেছিলেন। এ নিয়ে রেখাদেবী নির্বাচন কমিশনের কাছে পালটা নালিশ করেছিলেন, ওই মহিলাদের ভয় দেখিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়েছে শাসকদল।

মনে রাখতে হবে এইসব কমিশন কোনও আদালতের নির্দেশে নয়, এসেছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃপ্রণোদনা এত বেশি তা চোখে লাগে রীতিমতো। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসা দেখতেও দলে দলে নানা কমিশন এসেছে এখানে। তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কোথায় কার কাছে কী রিপোর্ট দিয়েছে কে জানে! এখানে তাঁরা যেসব কথা বলেন, চলে যাওয়ার পর আর তা শোনা যায় না। বছর ফুরোলেই বিধানসভার ভোট। এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওয়ার্ম আপ। সব পক্ষেরই। তাই ক্রমেই তৎপরতা বাড়বে দিল্লির।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ

ফালাকাটা, ২১ এপ্রিল : ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশাগোড়ে একটি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে সোমবার সন্ধ্যায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভা অনুষ্ঠিত হল। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদিন প্রতিবাদ জানানো হয়। এমনকি প্রতিনিধিরা ওয়াকফ আইন কেন প্রয়োজন সেব্যাপারেও সভায় সোচ্চার হন। এদিন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা সহ আনন্দ সরকার, সৌরভ ঘোষ, বিষ্ণুপদ সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মহাসড়কে যানজট

পলাশবাড়ি, ২১ এপ্রিল : পলাশবাড়ির নির্মীয়মাণ মহাসড়কে সোমবার দফায় দফায় যানজট তৈরি হল। সনজয় নদীর উপর জোরকদমে পাকা সেতুর কাজ চলছে। পুরোনো কাঠের সেতুটি আগেই ভাঙা হয়েছে। এখন হিউমপাইপের ডাইভারশনের উপর দিয়ে যান চলাচল হয়। সেতু নির্মাণের জন্য একাধিক যন্ত্র ও মেশিন কাজ করছে। সেজন্য এদিন দুপুর, বিকেলে ও সন্ধ্যার দিকে ডাইভারশনের দুই প্রান্তে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। ধীরে ধীরে অবশ্য তা কেটে গিয়েছিল।

লোডশেডিংয়ে ভোগান্তি

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে হঠাৎ সমস্ত জেলায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সকলেই সমস্যায় পড়েন।

এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান সরকারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ রাজ্যেই এই মুহূর্তে লোডশেডিং চলছে। ওপরমহল থেকে নির্দেশ এসেছে লোডশেডিং করার।'

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এই মুহূর্তে রাজ্যে ১৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎতের ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করতেই এই লোডশেডিং। তবে রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ জেলাতে আবার বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরে আসবে।

তালিকা দিতে ব্যর্থ এসএসসি

প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্টের কড়া অবস্থানে।

ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন বন্ধ না করার ব্যাপারে বুধবারের মধ্যে কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থতার জন্য রাজ্য, পর্ষদ ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক।

ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ পরিবর্তন করে বাকি বহাল রাখলেও নির্দেশ এখনও কেন কার্যকর হল না? অযোগ্যদের থেকে সুদ সমেত বেতন ফেরাতে ও বেতন বন্ধ করতে রাজ্যের পদক্ষেপ কী? বেতনের তালিকায় অবৈধদের নাম থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে? ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে কমিশনের পদক্ষেপ কী?'

নিয়োগে যে ১২টি কাউন্সেলিং হয়েছিল, তার প্রত্যেকটির একজন করে প্রতিনিধি সহ ১৪ জন সোমবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শোনা গিয়েছিল, প্রায় ১৯ হাজার যোগ্য শিক্ষকের তালিকা শিক্ষা দপ্তরকে রবিবার পাঠিয়েছিল কমিশন। তারপর সোমবার তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত তালিকা প্রকাশের কথায় অবাক হন অপেক্ষারত শিক্ষকরা।তাঁরা রাতভর কমিশনের দপ্তরের সামনে থাকবেন বলায় র‍্যাফ নামানো হয়েছে সন্ধ্যায়। শিক্ষকরা কাউন্সেলিংয়ের অজুহাত মানতে নারাজ। এক বিক্ষোভকারী কান্না জড়ানো গলায় বলেন, 'আজ আমরা আর ললিপপ নিয়ে বাড়ি ফিরব না।' পুলিশ বিক্ষোভকারীদের শিক্ষক সুলভ আচরণ করতে বলছে। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভে অনড় শিক্ষকরা। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা চোর সাব্যস্ত হতে চাই না। পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়েছি। দুর্নীতির শিকার হয়ে নিজেদের বলি দেব না।'

সাজঘরে নতুন নাম পেলেন হিটম্যান

রোহিতের পরামর্শেই বাজিমাত সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : ম্যাচ তখন সবে শেষ হয়েছে। আইপিএলের এল ক্লাসিকোয় চেন্নাই সুপার কিংসকে ৯ উইকেটে হারানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠের ধারে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। রোহিতের হাতটা চেপে ধরে খোশগল্পে মাতলেন। দীর্ঘদিনের অফফর্ম কাটিয়ে রানে ফেরা রোহিতের উপর যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও ভরসা হারায়নি, নীতা যেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন।

৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস, ৩৩৯ দিন পর আইপিএলে অর্ধশতরান, সূর্যকুমার যাদবের (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮) সঙ্গে ১১৪ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা- সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রবিবারের রাত রো-হিটময়।

৯ উইকেটে জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সূর্যও মেনে নিলেন, রোহিতের ফর্মে ফেরা গোটা দলের জন্য স্বস্তির বিষয়।

> রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি।
> –সূর্যকুমার যাদব

সঙ্গে আরও জানালেন, হিটম্যানের পরামর্শেই তাঁর ব্যাট থেকে ম্যাচ জেতানো ইনিংস এসেছে। সূর্য বলেছেন, 'রোহিত কিংবদন্তি। ওর ক্রিকেটীয় জ্ঞান অতুলনীয়। পিচে গ্রিপ ছিল। কিন্তু রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি। রায়ান রিকেলটন আউট হওয়ার পর কোচ এসে বলে, তুমি তিন নম্বরে নামো। কারণ সেই সময় রবীন্দ্র জাদেজা বোলিং করছিল। স্পিনারদের মাথায় চড়তে না দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ম্যাচের আগের দিন তিন নম্বরে নামার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যদি সিদ্ধান্ত ভুল হত তাহলে দায় আমি নিতাম। তবে কাউকে এগিয়ে আসতেই হত। আমিই সেই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দল যার সুফল পেল।'

রানে ফেরার দিনে ম্যাচের সেরার জন্য রোহিত ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি। ম্যাচ শেষে সাজঘরে হিটম্যানকে নতুন নামও দিয়ে ফেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ও একজন ম্যাভেরিক। অভিধান অনুযায়ী 'ম্যাভেরিক' শব্দের অর্থ বাউন্ডুলে, যাযাবর, কারও বশবর্তী নয় এমন বা স্বাধীন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ রোহিতকে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, তাঁর ভয়ডরহীন ব্যাটিং বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার করেছেন জয়বর্ধনে।

এবারের আইপিএলে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে রান না পাওয়া রোহিতের কাছে এদিনের ইনিংসের গুরুত্ব বেশি। তাই ফর্মে ফেরার জন্য টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পোস্ট করেছেন রোহিত। জয়বর্ধনেও জানিয়েছেন, তিনি রোহিতের মনের অবস্থা বোঝেন। কারণ, তাঁকেও অফফর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মুম্বইয়ের কোচ বলেছেন, 'খেলার আগে পলি (কায়রন পোলার্ড) সকলকে নিজের সেরাটা দিতে বলেছিল। তোমরা সেটা করেছ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জীবনেই কঠিন পরিস্থিতি আসে। রোহিতেরও এসেছে। আমারও এসেছিল। এই সময় মাথার মধ্যে অনেক দৈত্য ঘোরাফেরা করে। তাদের হারাতে হয়। রোহিত সেটা করতে পেরেছে। ওর ব্যাটিং দেখে আমি খুব খুশি।'

জয়ের পর রোহিত শর্মাকে অভিনন্দন সূর্যকুমার যাদবের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে।

চলতি আইপিএলে প্লে-অফের আশা প্রায় শেষ, মানছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

আগামী মরশুমের সঠিক কম্বিনেশনে নজর ধোনির

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : আট ম্যাচে হাফডজন হার। চলতি আইপিএলে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংসের। যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মহেন্দ্র সিং ধোনিরও। তাই এবারের প্লে-অফের চেয়েও আগামী মরশুমের জন্য দলের সঠিক কম্বিনেশন তৈরিতে জোর দিতে চাইছেন মাহি।

বোলিং ব্রিগেড দায়িত্ব পালন করলেও এবার চেন্নাইকে প্রতি ম্যাচে ডুবিয়েছেন ব্যাটাররা। রবিবারও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

আয়ুষের প্রশংসায় মাহি

বিরুদ্ধে টিনএজার আয়ুষ মাত্রের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতরান সত্ত্বেও সিএসকে আটকে যায় ১৭৬/৫ স্কোরে। যা রো-হিট শো ও সূর্যকুমার যাদবের তাণ্ডবের সামনে ধোপে টেকেনি। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মা, সূর্যদের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে আম্পায়ারের সঙ্গে মাহিকে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায়। কী কথা হয়েছিল বোঝা না গেলেও ধোনিকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি দলের হারে খুশি নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ধোনি বলেছেন, 'আমাদের সামনে ছয়টি ম্যাচ আছে। সবক'টিই জিততে হবে আমাদের। একটা করে ম্যাচ ধরে ভাবতে চাই। যদি কয়েকটা হেরেও যাই তাহলে অন্তত আগামী মরশুমের জন্য সঠিক

> আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

কম্বিনেশন খুঁজে নিতে হবে আমাদের। দলে খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার নেই। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য প্লে-অফে যাওয়া। সেটা একান্তই না হলে আগামী বছরের জন্য সেরা একাদশ বেছে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারি।'

ব্যাটারদেরও কাঠগড়ায় তুলেছেন মাহি। বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।'

সিএসকে-র দমবন্ধকর অন্দরমহলে একঝলক টাটকা বাতাস ১৭ বছরের আয়ুষ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে আয়ুষ ওপেন করবেন। তার আগে রবিবার ওয়াংখেড়েতে আয়ুষের প্রতিভার ঝলক দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

টিনএজার আয়ুষকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত এমএসডি বলেছেন, 'আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচে আয়ুষ ভালো ব্যাটিং করেছে। আগ্রাসী মানসিকতার সঙ্গে আয়ুষের মধ্যে সঠিক শট বাছার ক্ষমতা রয়েছে। প্রথম বল থেকে নিজের সেরা শটগুলি খেলার চেষ্টা করেছে। আমরা ওকে খুব বেশি নেটে দেখিনি। কিন্তু টপ অর্ডারে এরকম আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে গেলে ও মিডল অর্ডারের কাজ সহজ করে দেবে।'

বিরাট উচ্ছ্বাসের ধরনে খুশি নন শ্রেয়স

মুল্লানপুর , ২১ এপ্রিল : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের বদলা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ। নেহাল ওয়াধেরার বলে জিতেশ শর্মা ছক্কা মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জেতাতেই শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে বিরাট কোহলি হাত ঝাঁকাতে থাকেন। যা পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ককে খুশি তো করেইনি, বরং তিনি এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়েছে। এরপর তিনি এগিয়ে যান বিরাটের দিকে। দুইজনে কথা বললেও মনে হয়েছে শ্রেয়স কোনও ঘটনা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার

মাহির সুর এবার কোহলির গলাতেও

চেষ্টায় কোহলি হেসে কথা বললেও শ্রেয়সের মুখে হাসি দেখা যায়নি। এমনকি কোহলি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও পাঞ্জাবের অধিনায়ককে তা ঠেলে সরিয়ে দিতেও দেখা যায়। তবে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে দুইজনে আলিঙ্গনও করেন।

শুধু এই ঘটনার সময়ই নয়, ঘরের মাঠে হারের বদলা মুল্লানপুরে চুকিয়ে ফেলতে গতকাল বিরাট আগ্রাসী মেজাজ নিয়েই নেমেছিলেন বলে মনে হয়েছে। নেহাল রানআউট হয়ে ফেরার সময় তাঁকে দেখা যায় ডাগআউটের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করতে। পরে বেঙ্গালুরুর রানতাড়ার সময় পাঞ্জাবের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা হরপ্রীত ব্রারকে দেখা যায় নিজের দলের এক বোলারকে বিরাটকে স্টাম্প আউটের ফাঁদে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যা শুনে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুরে কোহলিকে বলতে শোনা যায়, 'অনেক বছর খেলছি আমি। এইভাবে স্টাম্পড হই না। তোর কোচকেও আমি চিনি।'

বিপক্ষের প্রতি মনোভাব যেমনই থাক, নিজের দলের ক্রিকেটারের প্রতি অবশ্য বিরাটের উদারতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে রবিবার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার ৩৫ বলে ৬১ রান করা দেবদত্ত পাডিক্কালেরই পাওয়া উচিত বলে তিনি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে জানিয়ে দেন। কয়েকদিন আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও বলতে শোনা যায়, এটা তাঁর নয়, রবীন্দ্র জাদেজা ও নুর আহমদের প্রাপ্য। একইভাবে গতকাল বিরাটও বলে দেন, 'আমার তো মনে হয় দেবই (দেবদত্ত) আজ ফারাক গড়ে দিয়েছে ম্যাচে। এই পুরস্কার ওর প্রাপ্য। জানি না আমাকে কেন দেওয়া হল। প্রয়োজন

> এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটাই দল পেয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।
> **বিরাট কোহলি**

মতো আমি রানের গতি বাড়াতে পারি ঠিকই কিন্তু অন্যদের শক্তিটাও আমাকে তুলে ধরতে হবে। আমি একটা দিক ধরে রাখলেই ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।' পাডিক্কালের প্রশংসায় তিনি আরও জুড়ে দেন, 'আজ দেবের সঙ্গে জুটিটা উপভোগ করেছি। কখনও দেব, আবার কখনও রজতের (পাতিদার) সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ছি। সবসময় নিজের ছন্দে খেলে যাওয়াটা আমার লক্ষ্য থাকে। জানি টি২০ ক্রিকেটে সফল রানতাড়ায় একটি জুটিই যথেষ্ট। প্রয়োজনে আমিও চালিয়ে খেলতে পারি।'

ম্যাচ জিতে বিরাট কোহলির আগ্রাসী সেলিব্রেশন এখন চর্চায়।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি চলতি আইপিএলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। এজন্য দলের ভারসাম্যের কথা তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, 'এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটাই দল হয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।'

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনে বাড়তি তাগিদ সুহেলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিল : শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা। সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন শেষ হয়েছে।

প্রায় সবাই মাঠ ছাড়লেও সুহেল আহমদ ভাট, পাসাং দোরজি তামাং সহ কয়েকজন খেলোয়াড় কিন্তু রয়েই গিয়েছেন। তাঁরা তখনও নিজেদের মতো অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলারদের কাছে সুপার কাপ নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন সুহেলরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বাড়তি তাগিদ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে।

সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজা। বেশ কিছুক্ষণ সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। আসলে এই দুই কোচের তত্ত্বাবধানেই মোহনবাগান সুপার কাপ খেলবে। দলের অধিনায়ক হতে পারেন দীপক টাংরি।

সুপার কাপেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে অভিষেক হচ্ছে বিদেশি ডিফেন্ডার নুনো রিজের। প্রায় পুরো মরশুমটা মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাই অভিষেক ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চান তিনি। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি না হওয়ায় কিছুটা হতাশ এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

এদিন অনুশীলনে পুরো দলকে চনমনে মেজাজে দেখাল। অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছিলেন সাহালরা। মূলত এদিন গোলের সুযোগ তৈরি করা এবং ফিনিশ করার দিকেই বাড়তি জোর দিয়েছিলেন বাগান কোচেরা। মঙ্গলবার মোহনবাগান একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। তবে প্রতিপক্ষের নাম রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পরের দিনই অনুশীলনে নেমে পড়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। অ্যাড্রিয়ান লুনা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবেন কি না, নিশ্চিত নয়। তবে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন সারল কেরালা। আসলে এক বিদেশি সমন্বিত মোহনবাগানকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না কেরালা।

ঋষভের সমালোচনায় মনোজ

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : জয় পেয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। তবে শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও বড় রান করতে ব্যর্থ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। শুধু তাই নয়, এই ম্যাচেও খারাপ শট খেলার মাশুল দিতে হয়েছে লখনউ অধিনায়ককে। স্বাভাবিকভাবেই পন্থের ফর্ম দিন দিন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। এর আগেও খারাপ শট বাছাইয়ের কারণে সুনীল গাভাসকারের কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। আর এবার তাঁর সমালোচনায় সরব প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি।

> ঋষভ পন্থের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ও যেভাবে রিভার্স সুইপ খেলতে গেল, তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আগেও ও এমন ভুল করেছে।
> **মনোজ তিওয়ারি**

মনোজ মনে করছেন, অপ্রয়োজনীয় শট খেলতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়েছেন পন্থ। বলেছেন, 'ঋষভ পন্থের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ও যেভাবে রিভার্স সুইপ খেলতে গেল, তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আগেও ও এমন ভুল করেছে। এই একই কারণে ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার।' মনোজ মনে করেন, সোজা ব্যাটে খেললে আরও ভালো খেলতে পারেন পন্থ। যে শটে নিজে স্বাচ্ছন্দ নন তা কেন খেলছেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন প্রাক্তন বঙ্গ ক্রিকেটার।

মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক এই সমালোচনার জবাব দিতে পারেন কিনা সেদিকে নজর থাকবে।

ফুটবলার ও মানসিকতায় পরিবর্তন চান অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : দলের পারফরমেন্স দেখে সম্ভবত কষ্ট পেতেও ভুলে গিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

যখনই তাঁরা আশায় বুক বাঁধেন তখনই অত্যন্ত বিশ্রী পারফরমেন্স করে তাঁদের প্রিয় দলের কোচ-ফুটবলাররা তাঁদের হতাশায় ঠেলে দেন। এর প্রতিকার কী, কীভাবে এবং কবে এই খারাপ সময় শেষ হবে, এসব প্রশ্নেই এখন সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় করছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এমনই অবস্থা যে, এই অতি দুঃখের সময়ে নিজেদের নিয়েও ট্রোল করতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে বিশ্রী খেলে ২ গোলে হারটাকে মেনে নিতে না পেরে কোচ-কর্তা-ফুটবলার-বিনিয়োগকারীদের বিপক্ষে চলছে বিক্ষোভও। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মেনে নিয়েছেন, এই ইস্টবেঙ্গলকে চায় না কেউই। চ্যাম্পিয়ন হতে যাওয়া দলের প্রথম ম্যাচেই বিদায়ের পর লাল-হলুদ কোচ মন্তব্য করেন, 'আমাদের পক্ষে খুবই হতাশাজনক ফল। আমরা যে ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে চাই, এটা সেটা নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার।' ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন তিনি চাইছেন, সেটা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। বরং ম্যাচ বিশ্লেষণ করে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতীয় ফুটবলে আরও উপরের দিকে উঠতে চাইলে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রতিটি বিভাগে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে। ওদের ফুটবলারদের মধ্যে অনেক বেশি খিদে ছিল। প্রতিটি সেকেন্ড বল ওরা পেয়েছে। আমার দলের মানসিকতা, পারফরমেন্স, ফুটবলারদের মান সবেতেই হতাশ।'

ফুটবলারদের মান নিয়ে তিনি কথা বললেও অস্কারের নিজের পরিকল্পনাতেও কোনও প্ল্যান 'বি' দেখা যায়নি। নোয়া সাদাউ যখন প্রথম থেকেই চাপে রেখেছেন তাঁর দলকে তখনও তাঁকে আটকানোর জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা তিনি করতে পারেননি। তাছাড়া প্রতিটি ফুটবলারকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁদের জোর করে খেলতে নামানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফুটবলারদের উপরেই দোষ চাপিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার অত্যন্ত হতাশ লাগছে যে ভারতের সেরা দলগুলির মোকাবিলা করার মতো রসদ আমাদের হাতে নেই। গোল খেলে ফিরে আসার তাগিদ থাকতে হয়। গোল খাওয়ার আগের আধ ঘণ্টা তবু মোটামুটি খেলেছে দল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলের পর ম্যাচ থেকেই হারিয়ে গেল।' ফুটবলারদের

> মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

অনেকেই বাড়ি চলে গিয়েছেন ভুবনেশ্বর থেকে। বিদেশিদের অবশ্য নিজেদের জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য ফিরতেই হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে সকলেই দেশে ফিরবেন।

কোচ জানিয়ে গেলেন, আগামী মরশুমে ভালো কিছু করতে গেলে দলে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন। যা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তুলবেন। পরিস্থিতি যা তাতে সব বিদেশিই হয়তো ছাঁটাই হতে চলেছেন। এরমধ্যেই রবিবার ম্যাচের পর হেক্টর ইউস্তে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ফুটবল থেকে অবসর নিতে চলেছেন।

অস্কারের বক্তব্য, 'মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।' পরিবর্তন বলতে তিনি মূলত বিদেশিদের কথাই বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যেও দুই-এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তবে জয়ের মানসিকতা তৈরিই যে বড় সমস্যা ছিল সেই কথাও জানিয়ে যান অস্কার। শুধু দলে পরিবর্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্তন ম্যানেজমেন্টের কাছে চাইতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ।

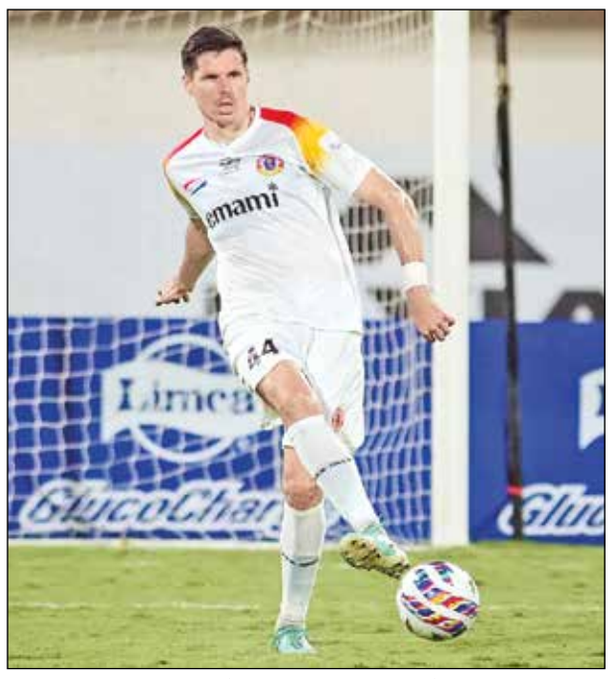

রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিতে পারেননি হেক্টর ইউস্তে। সুপার কাপে ব্যর্থতার জেরে তিনি অবসর নিতে চলেছেন।

আরসিবি ম্যাচে নেই সঞ্জু

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে পাঁজরে পাওয়া চোটের কারণে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে নামতে পারেননি

সঞ্জু স্যামসন। বৃহস্পতিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও রাজস্থান রয়্যালস পাবে না অধিনায়ক সঞ্জুকে। সেই ম্যাচেও নেতৃত্বের দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। ইতিমধ্যে তিনি চার ম্যাচে এবার রাজস্থানের অধিনায়কত্ব করে ফেলেছেন। রাজস্থানের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, সঞ্জু আরোগ্যলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে যাচ্ছেন জয়পুরেই। বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন না তিনি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর দিকে নজর রাখছে। ম্যাচ ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইংল্যান্ড সফরে অনিশ্চিত রোহিত

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরলেন ‘অবাধ্য’ ঈশান-শ্রেয়স

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ইঙ্গিত ছিলই। চলছিল জল্পনাও। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ এমন সম্ভাবনার কথা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

যা বাস্তব রূপ পেল আজ। সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মূল চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। প্রত্যাশিতভাবেই বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন দুই ‘অবাধ্য’ ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষান। তালিকায় ঋষভ পন্থের উন্নতি হয়েছে একধাপ। একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তির তালিকায় গ্রেড ‘এ’ প্লাস বিভাগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও রেখে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও।

শেষ কয়েকদিন ধরেই বোর্ডের মূল চুক্তি নিয়ে চলছিল আলোচনা। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই রোহিত-কোহলি-জাদেজারা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে না খেলা ক্রিকেটারদের সাধারণত ‘এ’ প্লাস বিভাগে রাখা হয় না। কিন্তু রোহিত-বিরাটরা টি২০ না খেললেও টেস্ট, ওয়ান ডে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে তাঁদের বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির শীর্ষস্তরে রাখা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটমহলে রোহিত-বিরাটদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাও তাঁদের ‘এ’ প্লাস বিভাগে রেখে দেওয়ার বড় কারণ। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, ‘রোহিত-বিরাটরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন, অথচ তাঁদের চুক্তির ‘এ’ প্লাস বিভাগে রাখা হবে না, এমনটা হয় না।’

শ্রেয়স, ঈশানদের প্রত্যাবর্তনের পাশে বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় নতুন নাম হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক শর্মা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো বেশ কয়েকজন। বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রেড ‘সি’-তে রয়েছেন দুই জোরে বোলার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফেরার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজও রয়েছেন বোর্ডের চুক্তির তালিকায়। গ্রেড ‘এ’-তে রয়েছেন সিরাজ।

বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় গ্রেড ‘এ’-তে নিজের জায়গা ধরে রাখলেও আগামীদিনে রোহিতের লাল বলের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত অনিশ্চিত। তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত হিটম্যান আইপিএল শেষে বিলেত সফরে গেলেও মোট কয়টা টেস্টে তিনি খেলবেন, তা নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জল্পনার শেষ নেই। হিটম্যান বিলেত সফরে যাবেন কিনা, আর কতদিন তিনি লাল বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন-সময়ই তার জবাব দেবে।

কিন্তু আপাতত সময়ের সঙ্গে রোহিতের বিলেত সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমছে।

‘এ’ প্লাস বিভাগ

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

‘এ’ বিভাগ

মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি ও ঋষভ পন্থ।

‘বি’ বিভাগ

সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার।

‘সি’ বিভাগ

রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, ঈশান কিশান, নীতীশকুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা।

গিল-রশিদে বেলাইন নাইটরা

গুজরাট টাইটান্স-১৯৮/৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৯/৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রবিবার রাত প্রায় ৮টা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্র্যাকটিস প্রায় শেষের পথে। মাঠে হাজির রশিদ খান সহ একঝাঁক গুজরাট টাইটান্সের প্লেয়ার। শনিবার আহমেদাবাদে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে দল। ক্লান্তি ভুলে ইডেন গার্ডেন্সে প্র্যাকটিসে রশিদরা। টানা বোলিং। সাফল্যে ফেরার তাগিদ।

প্রতিফলন সোমবার ইডেন দ্বৈরথে। যে বাইশ গজে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, মইন আলি—স্পিন ত্রয়ী যেখানে উইকেটহীন, সেখানেই রশিদ-ভেলকি। নাইট ব্যাটাররা হদিশই পেলেন না রশিদের (২৫/২) স্পিনের। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (১৯/১), ওয়াশিংটন সুন্দররাও (৩৬/১) প্রায় অপ্রতিরোধ্য!

নিটফল, ১৯৯ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগাগোড়া ঠকঠকানি। কাঁপুনি প্রসিধ কৃষ্ণা (২৫/২), মহম্মদ সিরাজদের (৩২/১) পেসেও। ইনিংসের মাঝপথেই কার্যত হার নিশ্চিত! আজিঙ্কা রাহানের (৩৬ বলে ৫০) প্রচেষ্টাটুকু সরিয়ে রাখলে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ছাত্রদের শিক্ষানবীশ ব্যাটিং ফের লজ্জায় ফেলল। মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ধাক্কা কাটার বদলে আরও অন্ধকারে নাইট ব্রিগেড। অথচ, এদিনের পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দেখিয়েছিলেন শুভমান গিল (৯০) ও বি সাই সুদর্শন (৫২)। ক্রিকেটীয় শটে গড়া ১১৪ রানের ওপেনিং জুটিতে চুপ করিয়ে দেন ভরা ইডেনকে।

শুভমানদের ব্যাটিং থেকে যদিও কোনও শিক্ষাই নেয়নি কেকেআর। ইনিংস ব্রেকে সাই সুদর্শন বলছিলেন, পিচ মোটেই সহজ নয়। বল কিছু কিছু ক্ষেত্রে থমকে থমকে আসছে। খারাপ বলের অপেক্ষায় থেকেছেন। কিন্তু সেই ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ নাইট ব্যাটাররা। শুরুটা কুইন্টন ডিককের জায়গায় চলতি লিগে প্রথমবার খেলতে নামা গুরবাজকে (১) দিয়ে। সুনীল নারায়ণ (১৭) ব্যর্থ ভরসা দিতে।

রাহানে অধিনায়কোচিত হাফ সেঞ্চুরিতে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তেইশ কোটির বেঙ্কটেশ আইয়ারের (১৯ বলে ১৪) ঠকঠকানি নাইটদের লক্ষ্যটাকে ঘেঁটে দেয়। রিঙ্কু সিং (১৭), আন্দ্রে রাসেলের (২১) সামনে সুযোগ ছিল গত ব্যর্থতা ঝেড়ে আজ নায়ক হওয়ার। সেখানে রাসেল ফিরলেন হতাশা বাড়িয়ে, অনেক প্রশ্ন রেখে। রমনদীপ সিং (১) কেন প্রথম এগারোয় নিয়মিত, বোধগম্য নয়। সবমিলিয়ে গৌতম গম্ভীর উত্তর জমানায় ছন্নছাড়া নাইট শিবির।

অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

টসের সময় রাহানে বলেছিলেন, রানতাড়া ঠিকঠাক ইডেনে। প্রথম ইনিংসে পিচ কী রকম থাকে, সেটা বুঝে নেওয়া যাবে। কথা আর কাজের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। প্রতিফলন সোমবারের নন্দনকাননে। ১৯৯-র জয়লক্ষ্যে নাইটদের দৌড় আটকে যায় ১৫৮/৯-এ।

ইডেনে চার ম্যাচে তৃতীয় হার। সবমিলিয়ে ৮ ম্যাচে পাঁচটি হার। পকেটে মাত্র ৬ পয়েন্ট। প্লেঅফের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। গুজরাট সেখানে আট নম্বর ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে নিল।

অস্বস্তির গরমকে উপেক্ষা করে ইডেন ভরিয়ে ছিল সমর্থকরা। কারও পিঠে লেখা বিরাট কোহলি। কারও বা মহেন্দ্র সিং ধোনি। হৃদয়ে অবশ্য কেকেআর। যদিও শুভমান-সুদর্শন জুটির ক্লাসিক ব্যাটিংয়ের যুগলবন্দি চুপসে দেয় নাইট-সমর্থকদের সেই উদ্দীপনা। সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন তখন অনেকে। শেষপর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি।

কৃতিত্ব প্রাপ্য শুভমানদের। প্রথম কয়েক ওভার দেখলেন, তারপর দেখার পালা নাইট বোলারদের। ৬ ওভারে ৪৫/০। দশে ৮৯/০। বরুণ, নারায়ণরা বিন্দুমাত্র আচড় কাটতে ব্যর্থ। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনায়াসে মিডউইকেটে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন শুভমান। কিংবা লেটকাট, প্রিয় ড্রাইভ। পাল্লা দিলেন অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক সুদর্শন (৮ ম্যাচে ৪১৭)। শেষপর্যন্ত ত্রয়োদশ ওভারে আন্দ্র রাসেলের হাত ধরে জুটি ভাঙে। বাড়তি বাউন্সে ঠকে যান সুদর্শন (৫২)। সুদর্শন ফেরার পর ক্যাচ মিসের বহর। বাটলারেরই জোড়া ক্যাচ! শুভমান অবশ্য আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ইনিংস উপহার দিলেন। দুর্ভাগ্য, শতরানের দোরগড়ায় ফিরতে হল। বৈভবের লো-ফুলটস চালাতে গিয়ে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে জমা পড়ে যান। ইতি পড়ে ৫৫ বলে ৯০ রানের শুভমান শোয়ে। প্রাক্তন নাইটের যে জবাবি ইনিংসকে কুর্নিশ জানাতে ভোলেনি প্রায় ভর্তি ইডেন।

শুভমানের যে প্রায় নিখুঁত ইনিংসের দাপটে বরুণ, নারায়ণ, মইন—স্পিন ত্রয়ীই উইকেটহীন। শেষ কবে ইডেনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলা মুশকিল। রাহুল তেওয়াটিয়া (০) রানের খাতা খুলতে না পারলেও নাইট ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করে ১৯৮/৩ স্কোরে পৌঁছে যায় গুজরাট ইনিংস। যে প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে প্লেঅফের দৌড় থেকে পিছোতে পিছোতে কার্যত খাদের কিনারে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

গোলের পর ফেডেরিকো ভালভের্দে।

খেতাবের দৌড়ে টিকে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিল : শেষ মুহূর্তে ফেডেরিকো ভালভের্দের চোখধাঁধানো গোল। সেই গোলেই এল জয়। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে এই জয়ের সুবাদেই লা লিগার খেতাবি দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রইল রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম লেগে বিলবাওয়ের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছিল রিয়াল। এদিনও ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোর আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। একের পর এক আক্রমণে বিলবাওয়ের রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন রডরিগো, জুডে বেলিংহামরা। তবে গোলের সামনে গিয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছিল রিয়াল। শেষপর্যন্ত ৮২ মিনিটে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তবে ভিএআর যাচাইয়ের পর তাও বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর ম্যাচ যখন গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই রিয়ালের ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হন ভালভের্দে। যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। সেটাই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘ভালভের্দে দলের জন্য এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওঁর পা থেকেই জয়সূচক গোল। আমরা প্রথমার্ধে খানিকটা মন্থর ফুটবল খেলি। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে বেশ ভালো খেলেছি। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল।’ জয়ের কারিগর ভালভের্দে বলেছেন, ‘দলের জয়ে অবদান রাখা আমার কাছে গর্বের। গত ম্যাচে হারের পর এই দিনটাও সহজ ছিল না আমাদের কাছে।’

ধ্রুপদী শুভমানে ‘শান্ত’ ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কোনও তাড়াহুড়ো নয়। নেই কোনও বাড়তি আগ্রাসন।

কুড়ির ক্রিকেটের চলতি ধারণা হল, শুরু থেকেই চালাও। দরকারে আড়া চালাও। বলের একটাই ঠিকানা, বাউন্ডারির বাইরে।

জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা টি২০ ক্রিকেটের বদ্ধমূল ধারণাকে আজ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন শুভমান গিল। দেখালেন, পিচ যেমনই হোক, ব্যাটিং করতে জানতে হয়। বেসিক ঠিক রাখার পাশে ক্রিকেটীয় স্কিলের প্রতি আস্থা থাকা ও নিজের অফস্টাম্পের অবস্থান জানাও অত্যন্ত জরুরি। কোনও ব্যাটার যদি সেটা ভালো করে জানেন বিষয়গুলো, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনও সময় ব্যাটিং গিয়ার বদলানো সহজ কাজ।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান এমন মায়াবী, ধ্রুপদি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটিং করে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ওপেন করতে নেমে শুরুতে ইডেন গার্ডেন্সের ঘাস থাকা, কিন্তু মন্থর বাইশ গজের চরিত্র বুঝে নিলেন। পরে ক্রিকেটীয় শটে দেখালেন নিজের ব্যাটিং স্কিলের প্রদর্শন। শুভমানের ৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসে রয়েছে দশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে, গুজরাট অধিনায়কের স্ট্রাইকরেট ১৬৩.৬৩। কিন্তু স্কোরবোর্ডে যা দেখা যাচ্ছে না, সেটা হল শুভমানের প্রভাব। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বৈভব অরোরার বলে বাউন্ডারি লাইনে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে যখন ধরা পড়লেন শুভমান, ক্রিকেটের নন্দনকাননের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তার আগে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ‘শান্ত’ করে রেখেছিল ভরা ইডেনের গ্যালারিকে।

৮ ম্যাচে ৩০৫। সর্বাধিক ৯০। আজ ইডেনে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ঝড় চমকে দিল দুনিয়াকে। এই ইডেনে জানে তাঁর অনেক কিছু। ইডেনেরও অনেক কিছু জানেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন শুভমান। ২০২০ ও ২০২১ সালে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন ইয়োন মরগ্যান।

৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসের পথে শুভমান গিল। কলকাতায় সোমবার।

বর্তমানে তিনি আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সোমবার কলকাতায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মরগ্যান বলছিলেন, ‘শুভমান বরবারই স্পেশাল প্রতিভা। এই রকম ইনিংস ওর থেকে প্রত্যাশিত। আমি আশাবাদী, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচেও শুভমানের এই ফর্ম বজায় থাকবে।’

ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর বিস্তর মায়াবী ইনিংস রয়েছে। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটের কথা ভাবলে আজকের ৯০ রানের ইনিংসটাকে শুভমানের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বললে ভুল হবে না খুব একটা। সাই সুদর্শনের সঙ্গে এবারের আইপিএলে শুভমানের ওপেনিং জুটি হিট। প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে রান করে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তিন নম্বরে জস বাটলারও গুজরাটের মসিহা হিসেবে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সবার আগে থাকবেন শুভমান।

দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাট হাতে রান করছেন। আজ শুভমান যেমন নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন, তেমনই তিনি ৯০ রানে ফেরার পর গুজরাটের রানটা দুশোর বদলে ১৯৮-তে থেমে গিয়েছে। ‘শুভমান আগামীর ভারত অধিনায়ক’ আজই গুজরাটের সমাজমাধ্যমে বলেছেন রশিদ খান। তিনি যে ভুল বলেননি, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো সেই মন্তব্য ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে।

রাতের ইডেনে এক যুগলের সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল। প্রেমিকের পরনে কেকেআরের জার্সি। আর প্রেমিকার পরনে গুজরাটের। তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক চলছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুভমান ফেরার পর প্রেমিককে জোর গলায় বলতে শোনা গেল, ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হল আজিঙ্কা রাহানেদের। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হওয়ার মতোই বাস্তব হল প্রাক্তন নাইট শুভমান ‘কাঁটা’ রাহানেদের সংসারে টেনশনের চোরাস্রোত বাড়িয়ে দিয়েছে।

গুয়ারেটেক্সেনার হ্যাটট্রিকে জয় গোয়ার

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম রাউন্ডে জয় পেল এফসি গোয়া। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন বিদেশি স্ট্রাইকার ইকায় গুয়ারেটেক্সেনা। ২৩ ও ৩৫ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে প্রথমার্ধেই ২-০ ফলে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ৭১ মিনিটে ফের গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন গুয়ারেটেক্সেনা। অপর ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে জিতেছে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের হয়ে গোল করেছেন আসমির সুলজিচ, পুলগা ভিদাল ও নিহাল সুদ্ধেশ।

Birpara-II Gram Panchayet
Notice
Tender hereby invited by the undersigned in following dated :
A) E NIT NO : 02/BRP-II/2025-26, DT. 21/04/2025
B) Bid submission start : Dt. 22/04/2025 at 12.00hr
C) Bid submission closing : Dt. 30/04/2025 at 12.00hr
D) Technical bid opening : Dt. Dt. 02/05/2025 at 12.00hr.
Sd/-
Prodhan
Birpara-II Gram Panchayet

Tender Notice
Tenderers are invited by undersigned for eNIT No - 01/15thFC/MGP/2025-2026, Date :- 21-04-2025
eNIT No - 02/15thFC/MGP/2025-2026, Date :- 21-04-2025
eNIT No - 21/5thSFC/MGP/2024-2025, Date :- 21-04-2025 2nd Call)
Last Date of Dropping - 29/04/2025, 09:00 hours
The details may be downloaded from the website i.e.-www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Majherdabri Gram Panchayat

স্মরণে

গোঁবিন্দ গাঙ্গুলী
যাওয়া 22.04.2022 (২২.০৪.২০২২)
“হে সখা মম হৃদয়ে রহো”
আজ তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে গিয়েছ। যেখানেই থাকো ভালো থেকো। - **সর্বাণী গাঙ্গুলী (স্ত্রী)**
সন্দীপন গাঙ্গুলী (পুত্র)

খেতাব কার্যত হাতছাড়া লেভারকুসেনের

হামবুর্গ, ২১ এপ্রিল : খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পথে। এফসি সেন্ট পাওলির সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে বুন্দেশলিগায় শিরোপার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল বেয়ার লেভারকুসেন। বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে খেতাব বায়ার্ন মিউনিখের হাতে ওঠা কেবলই সময়ের অপেক্ষা।

আগামী শনিবার মেইঞ্জের বিরুদ্ধে ম্যাচ বায়ার্নের। জার্মান জায়েন্টদের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে সেদিনই। অগসবার্গের কাছে লেভারকুসেন যদি হেরে যায়, আর বায়ার্ন যদি জেতে তাহলে তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে তারা। তা না হলেও পরিস্থিতি যা তাতে বাকি চার ম্যাচের দুইটি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। সেখানে লেভারকুসেনকে শেষ চার ম্যাচ শুধু জিতলেই হবে না, অপেক্ষা করতে হবে বায়ার্নের হারের জন্য। যদিও হ্যারি কেনরা এবার যে ছন্দে রয়েছেন তাতে এমনটা হওয়া অসম্ভবই বটে।

যোগসনে সেরা মিমি, কোয়েল

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়ির ইনডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ নমঃশুদ্র কল্যাণ সমিতির প্রথম রাজ্য যোগাসনে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে প্রথম আলিপুরদুয়ারের মিমি রায়। তৃতীয় হয়েছে জ্যোতিশ্মিতা রায়। ৮-১২ মেয়েদের বিভাগে তৃতীয় দিয়া রায়। ১২-১৭ ছেলেদের বিভাগে তৃতীয় অনীক দেব। ১৫-১৭ মেয়েদের বিভাগে প্রথম কোয়েল ঘোষ। ২৫-৩৫ পুরুষদের বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছেন শুভ বর্মন। ৩৫ উর্ধ্ব পুরুষদের বিভাগে দ্বিতীয় প্রহ্লাদ মহন্ত।

হরিয়ানা থেকে সরল নীরজের প্রতিযোগিতা

ভারতে আসতে পারেন আর্শাদ

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল : নিজের নাম দিয়ে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের নিজের শহর হরিয়ানার পঞ্চকুলাতেই সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা সরে গেল বেঙ্গালুরুতে।

> আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

২৪ মে থেকে ‘নীরজ চোপড়া ক্লাসিক’ প্রতিযোগিতার আসর বসবে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের তরফেই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিদের নাম ঘোষণা করেছেন নীরজ নিজেই। জানিয়েছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী অ্যান্ডারসন পিটার্স, টমাস রোহলার, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুলিয়াস ইয়েগোদের থাকার কথা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমকেও। যদিও তিনি ভারতে আসবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মাঠের বাইরে দুজনে খুব ভালো বন্ধু। এই ব্যাপারে নীরজ বলেছেন, ‘আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।’ এরপর আবার সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন নীরজ নিজেও। আরও তিন-চারজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

জাতীয় মাস্টার্স মিটে প্রথম দুইয়ে থাকা অসীম বিশ্বাস ও সঞ্জয় নার্জিনারি।

মিক্স রিলেতে সেরা সঞ্জয়

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় জাতীয় মাস্টার্স মিটে অ্যাথলেটিক্সে বাংলা দলের সদস্য আলিপুরদুয়ারের সঞ্জয় নার্জিনারি ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে ৪x১০০ মিটার মিক্সড রিলে রেসে প্রথম হয়েছেন। ৬০ উর্ধ্ব পুরুষদের ৪x৪০০ রিলে রেসে দ্বিতীয় অসীম বিশ্বাস।

চ্যাম্পিয়ন মোহন সিং হাইস্কুল

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের জেলা পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাঙ্গালিবাজনার মোহন সিং হাইস্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়েছে সান্তালপুর মিশনপুর হাইস্কুলকে। ফোসকাডাঙ্গা সারনা আদিবাসী হাইস্কুলের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

ট্রফি জয়ের পর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোহন সিং হাইস্কুল। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ক্যারাটে সপ্তপর্ণীজের ১৪ পদক

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে ২৫তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্যারাটেতে আলিপুরদুয়ারের সপ্তপর্ণীজ ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ঘরে ১৪টি পদক এসেছে। যার মধ্যে জোড়া সোনা ও রুপো ৫টি। ব্রোঞ্জ পেয়েছে ৭ জন।

জয়ী বিজয়, টাউন ক্লাব

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে সোমবার ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৮ উইকেটে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জংশন ডিআরএম মাঠে রেইনবো টসে জিতে ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৯ রান তোলে। মানুষ বর্মন ৪৩ রান করে। অংশুমান সরকার ৭ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ফালাকাটা টাউন ১১.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৯০ পৌঁছে যায়। প্রত্যয় দত্ত রেখে এসেছে ৩৪ রান। ম্যাচের সেরা জীবনেশ প্রামাণিক।

উত্তরের খেলা

অন্য ম্যাচে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে জলপাইগুড়ির ওয়াইএমএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ইয়ং প্রথমে ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৪২ রান তোলে। দীপায়ন দাস ৭ রান করে। ঋদ্ধিমান শিকদার ২ রানে নেয় ১ উইকেট। জবাবে বিজয় ৫.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নীরব মণ্ডল ৩০ রান করে।

সেরা অয়ন, হৃদরাজ

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : স্টেশনপাড়া এলাকায় ডুয়ার্স টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির একদিনের টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অয়ন বণিক। ফাইনালে অয়ন ১১-৫, ১১-৭ পয়েন্টে হারিয়েছে খুশ আগরওয়ালকে। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হৃদরাজ দত্ত। ফাইনালে হৃদরাজ ৮-১১, ১১-৬, ১৩-১১ পয়েন্টে সংস্কৃতা সাহার বিরুদ্ধে জয় পায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা তাপস সাহা - কে 17.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84E 44788 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন “ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমায় প্রচুর আনন্দিত করেছে যা আমি আমার পরিবারের সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমার পরিবারের সদস্যারা জেনে খুশি হয়েছেন যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে।” ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।